

বিসিএস প্রিলি. লিখিত ও ভাইভাসহ বিভিন্ন চাকরি প্রত্যাশীদের প্রস্তুতির জন্য



ওরাকল BCS

জ্ঞানপত্র

জুলাই-২০১৮



এ সংখ্যায় যা থাকছে

Job Affairs *Boighan.com*

প্রধানমন্ত্রীর কানাডা সফর : রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চার প্রস্তাব

বিতর্কিত মার্কিন অভিবাসন নীতির আদ্যোপাত্ত

গ্রুপ অব সেভেন (জি-৭) সম্মেলনের ইতিবৃত্ত

সিঙ্গাপুরে ট্রাম্প-কিমের ঐতিহাসিক বৈঠক

ছায়াযুদ্ধ : ইসরাইল ও ইরান

২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮

বাজেট (২০১৮-১৯)

Bangabandhu-1 Satellite

জুলাই মাসের দিবসসমূহ

সোশ্যাল মিডিয়া : নতুন সম্ভাবনা, নতুন সংকট

LDC Graduation: Scopes & Challenges for Bangladesh

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর সহজ আলোচনা

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

একাত্তরের রণাঙ্গন : মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ

৭১ পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প

গণিতে সুদকষা আলোচনা

পার্ল হারবার আক্রমণ: একটি আকস্মিক সামরিক অভিযান

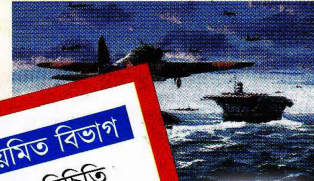
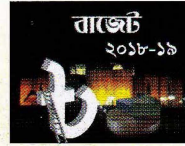
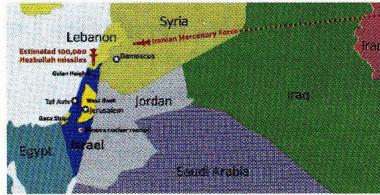
সেভেন সিস্টারস: ভারতের বিরোধপূর্ণ সাত অঞ্চল

সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান-পতনের ইতিহাস

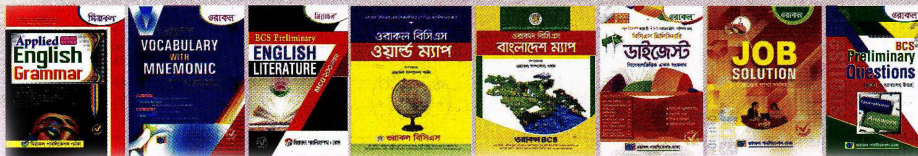
প্রশ্ন সমাধান: Sonali Bank Ltd. Senior Officer Recruitment Test-2018

এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-

ক্যাটালগার এবং উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাবরক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৮



নিয়মিত বিভাগ
জেলা পরিচিতি
সংক্ষিপ্ত টীকা
Recent MCQ
সাম্প্রতিক প্রশ্ন
দেশ পরিচিতি
মানসিক দক্ষতা
ইংরেজি সাহিত্য
ভাইভা কর্নার
পদক পুরস্কার
অনুবাদ অনুশীলন
বইঘর



সম্পাদক
শরিফুল হাসান

সহকারী সম্পাদক

তরিকুল ইসলাম

গবেষক ও লেখক

হুমায়ুন কবীর	আবু নাসের টুকু
এম রফিকুল ইসলাম	খন্দকার আবুল বসার
আলাউদ্দিন ভূঁইয়া	জিল্লুর রহমান
মেহেদী হাসান	আহসান রেজা
নাফিস সাদিক	সাখাওয়াত হোসেন
আবু হোরায়ারা	আমিনুর রহমান রাসেল
রাজীব কুমার ধর	গোলাম মোস্তফা
পলাশ মিয়া	আব্দুল মান্নান
প্লাবন বাল্য	ইয়াছির আরাফাত
টিপু সুলতান	আতাউর রহমান
মাহমুদ হাসান রনি	ফারুক হোসেন
গোলাম মোহাম্মাদ রাব্বানি	রজ্জব হোসাইন
ড. মেহেনাজ তাবাসসুম	ওয়াহিদুর রহমান
শারমিন সুলতানা দোয়েল	মিজানুর রহমান সবুজ
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	

সার্কুলেশন

শহীদুল্লাহ খান

প্রচ্ছদ

সালাম তালুকদার

ডিজাইন

সাইফুল ইসলাম

বর্ণবিন্যাস

মনির, কালাম, আফসার, ছাত্তার

মূল্য : বিশ টাকা মাত্র

বিপণন

ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

৩৮/২ক বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)

ঢাকা-১১০০

ফোন-০১৭১৩৩২৯৮৪৪

E-mail : oracleganpatra@gmail.com



ওরাকল BCS জ্ঞানপত্র

প্রতি মাসের জব প্রিপারেশন

জুলাই-২০১৮ • ২য় বর্ষ • ১৬তম সংখ্যা

এ সংখ্যার সৃষ্টি

জ্ঞানপত্র জুন সংখ্যার পরীক্ষার উত্তরপত্র	২
জাতীয় বাজেট ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা তথ্য	৩
সাম্প্রতিক প্রশ্নোত্তর	৬
Recent MCQ	৮
সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদচিত্র	১০
৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার টিপস	১৪
প্রধানমন্ত্রীর কানাডা সফর রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চার প্রস্তাব	২৪
বিতর্কিত মার্কিন অভিবাসন নীতির আদ্যোপান্ত	২৫
ফপ অব সেভেন (জি-৭) সম্মেলনের ইতিবৃত্ত	২৬
সিন্সাপুরে ট্রাম্প-কিমের ঐতিহাসিক বৈঠক	২৭
প্রিলি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: জীবনী ও সাহিত্যকর্ম	২৮
প্রিলি: পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি: বাংলার নবাবী আমল ও ইংরেজ শাসন	৩০
ছায়াযুদ্ধে: ইসরাইল ও ইরান	৩২
২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮ (রাশিয়া)	৩৩
E@sy Solution Right form of verb	৩৪
Bangabandhu-1 Satellite	৩৫
Comparative literature Approximately Same	৩৬
Sonali Bank Limited Recruitment Test-2018	৩৭
English Grammar	৪১
English Preparation	৪২
বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর সহজ আলোচনা	৪৩
দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা	৪৪
একাত্তরের রণাঙ্গন মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর	৪৫
মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ, সমস্যা ও সম্ভাবনা	৪৬
কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর আদ্যোপান্ত	৪৭
তারায়ে তারায়ে আকাশ আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ	৪৮
আমাদের নাগরিকবোধ ও বাংলা সাহিত্যের তিনজন নাগরিক কবি	৪৯
৭১ পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প	৫০
মানসিক দক্ষতা অনুশীলন	৫১
গণিতে সুদক্ষতা (Interest) আলোচনা	৫২
সোশ্যাল মিডিয়া নতুন সম্ভাবনা, নতুন সংকট	৫৩
অনুবাদ অনুশীলন	৫৫
LDC Graduation: Scopes & Challenges for Bangladesh	৫৬
জুলাই মাসের দিবসসমূহ	৫৮
পার্ল হারবার আক্রমণ: একটি আকস্মিক সামরিক অভিযান	৫৯
সেভেন সিস্টারস: ভারতের বিরোধপূর্ণ সাত অঞ্চল	৬০
সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান-পতনের ইতিহাস	৬১
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম ক্যাটালগার এবং	
উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক নিয়োগ-২০১৮	৬২

সম্পাদক কর্তৃক ওরাকল BCS, রাফিন প্রাজা (৭ম তলা), নীলক্ষেত, ৩/বি মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত।



স্বপ্নপূরণে ওরাকল আছে আপনার সাথে

ওরাকল BCS

ভর্তি চলছে

দেশের সকল শাখায়

- ৩৯, ৪০তম প্রিলি.
- ৩৮তম লিখিত

ওরাকল জ্ঞানপত্র জুন, ২০১৮ সংখ্যার অনুষ্ঠিত পরীক্ষার মেধাক্রম

হেড অফিস, বকশী বাজার				বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা				গোপালগঞ্জ শাখা			
মেধাক্রম	নাম	আইডি নং	প্রাপ্ত নম্বর	মেধাক্রম	নাম	আইডি নং	প্রাপ্ত নম্বর	মেধাক্রম	নাম	আইডি নং	প্রাপ্ত নম্বর
১ম	মো: সাদ্দিন আবেদীন	১১১	৬২	১ম	মো: ইমরাউল কায়েছ	৬৯	৭৪	১ম	মনিরা ইসলাম		
২য়	জাকিয়া সুলতানা জয়া	০০২	৬২	২য়	বায়াজিদ খন্দকার	৫৬	৬৭	২য়	তানিয়া ইসলাম		
৩য়	মো: ফয়সাল হোসেন	১৩৬	৬০	৩য়	এ.এইচ.এম. খালেদ মোশাররফ	৬৭	৬৬	৩য়	আব্দুল মান্নান		
নীলক্ষেত শাখা				খুলনা (বয়রা) শাখা				রংপুর শাখা			
১ম	মো: তানভীর আহমেদ	২১৮	৬৩	১ম	হুয়ায়রা		৭২	১ম	নূরজাহান		
২য়	ডা: ফাতেমা আক্তার	১৪০	৬০.৫	২য়	তানিয়া সুলতানা	২৫০	৬০	২য়	রুমাহিয়া ইসলাম		
৩য়	মুসলিমা আক্তার মিতু	১৩৭	৬০	৩য়	মঞ্জুর	২৩৫	৫২.৫	৩য়	আবু-ফরহাদ		
মালিবাগ শাখা				খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা				গাজীপুর শাখা			
১ম	ইসরাত জাহান শম্পা	০০১	৭৩	১ম	মেহেদী হাসান	৩৭৫	৭১	১ম	নাইমা রহমান	১৭৬	৩১.৫
২য়	মো: হোসেন আলী		৬১.৫	২য়	আনোয়ার হোসেন	১৫৭	৬৫.৫	২য়	শারমিন আক্তার	১৪৪	
৩য়	লিপি		৫৩	৩য়	বিপ্লব	১৬৭	৬৪	৩য়	মোস্তাক আহমেদ	৩০০	
ফার্মগেট শাখা				কুমিল্লা শাখা				সিরাজগঞ্জ শাখা			
১ম	অনিব্র দেব রায়	৩৭২	৬০	১ম	রাজন সাহা	১৯৯	৮৫.৫	১ম	মো: সোয়ায়েব রহমান	১১৭	
২য়	মেহজাবীন	৬৪৮	৫৩	২য়	আতিকুর রহমান	৮৩১	৭২.৩	২য়	মোছা: তাসলিমা আক্তার	১৭৩	
৩য়	রাজিন নবী	৫৪৫	৫৩	৩য়	শারমিন আক্তার	৩০৭	৭০	৩য়	মো: মিজানুর রহমান	১৮৬	
উত্তরা শাখা				চট্টগ্রাম শাখা				গাইবান্ধা শাখা			
১ম	সালেহা খাতুন	৩১৪	৬৭	১ম	অংটি চৌধুরী	২০২	৬০	১ম	আলী রেজা	৮৩৬	৭৮
২য়	ফয়জুন্নেসা	১৭৮	৬৬	২য়	ডা: আনিকা ফারজানা	৪৮১	৫৯.৫০	২য়	সুসম রায়	৮৩০	৬০
৩য়	মো: মামুন উদ্দিন	৪১১	৫৫	৩য়	আব্দুর রাজ্জাক	৩০৬	৫৭.৫০	৩য়	উর্মি	২৪০	৫৭

জ্ঞানপত্র জুন সংখ্যার উত্তরপত্র

১. গ	১০. গ	১৯. গ	২৮. গ	৩৬. গ	৪৪. গ	৫২. গ	৬১. গ	৭০. গ	৭৯. গ	৮৮. গ	৯৬. গ
২. গ	১১. গ	২০. গ	২৯. গ	৩৭. গ	৪৫. গ	৫৩. গ	৬২. গ	৭১. গ	৮০. গ	৮৯. গ	৯৭. গ
৩. গ	১২. গ	২১. গ	৩০. গ	৩৮. গ	৪৬. গ	৫৪. গ	৬৩. গ	৭২. গ	৮১. গ	৯০. গ	৯৮. গ
৪. গ	১৩. গ	২২. গ	৩১. গ	৩৯. গ	৪৭. গ	৫৫. গ	৬৪. গ	৭৩. গ	৮২. গ	৯১. গ	৯৯. গ
৫. গ	১৪. গ	২৩. গ	৩২. গ	৪০. গ	৪৮. গ	৫৬. গ	৬৫. গ	৭৪. গ	৮৩. গ	৯২. গ	৩
৬. গ	১৫. গ	২৪. গ	৩৩. গ	৪১. গ	৪৯. গ	৫৭. গ	৬৬. গ	৭৫. গ	৮৪. গ	৯৩. গ	
৭. গ	১৬. গ	২৫. গ	৩৪. গ	৪২. গ	৫০. গ	৫৮. গ	৬৭. গ	৭৬. গ	৮৫. গ	৯৪. গ	
৮. গ	১৭. গ	২৬. গ	৩৫. গ	৪৩. গ	৫১. গ	৫৯. গ	৬৮. গ	৭৭. গ	৮৬. গ	৯৫. গ	
৯. গ	১৮. গ	২৭. গ	৩৬. গ	৪৪. গ	৫২. গ	৬০. গ	৬৯. গ	৭৮. গ	৮৭. গ	৯৬. গ	

ওরাকল জ্ঞানপত্রের মাসিক পরীক্ষা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

যারা ওরাকল বিসিএস এর শিক্ষার্থী নন তারাও নিকটতম শাখায় নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দিতে পারবেন।



Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!



Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

All kinds of pdf Download:

MyMahbub.Com



জাতীয় বাজেট ২০১৮-২০১৯

৭ জুন, ২০১৮ জাতীয় সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। এবারের বাজেটে বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ঘোষিত পঞ্চম বাজেট। টানা ১০ বার বাজেট উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, যা বাজেট উপস্থাপনের নতুন রেকর্ড। ২৮ জুন, ২০১৮ মহান জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে জাতীয় বাজেট ২০১৮-১৯।

- ❖ বাজেট : ৪৮তম, বাজেট ঘোষণা : ৭ জুন, ২০১৮, বাজেট ঘোষক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাজেট কার্যকর- ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে।
- ❖ এ বছর বাজেটের শ্লোগান : সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ।

একনজরে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট

- ❖ মোট বাজেট ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা
- ❖ সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ) : ৩,৩৯,২৮০ কোটি টাকা।
- ❖ মোট জিডিপি ২৫,৩৭,৮৪৯ কোটি টাকা।
- ❖ অনুমিত বিষয় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৮%, মূল্যস্ফীতি ৫.৬%।
- ❖ মোট ব্যয় ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা।
ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়।
- ❖ রাজস্ব আয় ২,৯৬,২০১ কোটি টাকা।
- ❖ বৈদেশিক অনুদান ৪,০৫১ কোটি টাকা।
- ❖ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) : ১,২১,২৪২ কোটি টাকা।
- ❖ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া) ১,২৫,২৯৩ কোটি টাকা।
- ❖ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) : ১,৭৯,৬৬৯ কোটি টাকা।
- ❖ বৈদেশিক ঋণ (নিট) : ৫০,০১৬ কোটি টাকা।
- ❖ অভ্যন্তরীণ ঋণ ৭১,২২৬ কোটি টাকা।
- ❖ সাধারণ করদাতা শ্রেণির করমুক্ত আয়সীমা : ২,৫০,০০০ টাকা, মহিলা ও ৬৫ বছর উপর করদাতার করমুক্ত আয়সীমা ৩,০০,০০০ টাকা, প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়সীমা ৪,০০,০০০ টাকা, গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়সীমা ৪,২৫,০০০ টাকা।

খাতভিত্তিক ব্যয় (কোটি টাকা)

- ❖ শিক্ষা ৬৭,৯৪৪; পরিবহন ও যোগাযোগ ৫৫,৪০৫; সুদ পরিশোধ : ৫১,৩৪০; প্রতিরক্ষা : ২৬,১১৭; পেনশন ও গ্র্যাচুইটি : ২৬,০৪৬; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন : ৩২,৬৭০; জনশিক্ষা ও নিরাপত্তা ২৫,৮০৮; জ্বালানি ও বিদ্যুৎ : ২৪,৯২০; সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা : ২৩,৭৯৯; স্বাস্থ্য : ২৩,৩৯৩; জনপ্রশাসন : ১৪,৬১১; ভূত্বিক ও প্রগোদনা : ৩৩,২০৫; কৃষি : ১৭,২৫৯; অন্যান্য ৪২,০৫৬।

খাতভিত্তিক আয় (কোটি টাকা)

- ❖ আয় ও মুনাফা থেকে কর ১,০০,৭১৯; মূল্য সংযোজন কর ১,১০,৫৫৫; আমদানি শুল্ক ৩২,৫৫৩; সম্পূরক শুল্ক ৪৮,৭৬৬; এনবিআরের অন্যান্য আয় ৩,৬০৮; এনবিআরের বাইরের কর : ৯,৭২৭; কর ব্যতীত রাজস্ব ৩৩,৩৫২; বিদেশি অনুদান ৪,০৫১; বিদেশী ঋণ ৫০,০১৬; দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ ৪২,০২৯; ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ ২৯,১৯৭।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পদ্মা সেতু প্রকল্পে মোট বরাদ্দ : ৪,৩৯৫ কোটি।
- ❖ রোহিঙ্গাদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা।
- ❖ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ : ৫১০ কোটি টাকা।
- ❖ পানিসম্পদ খাতে বাজেটে বরাদ্দ : ৫,৬৬০ কোটি টাকা।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ ১০টি খাত (কোটি টাকা)

- ❖ শিক্ষা ও প্রযুক্তি : ৬৭,৯৪৪ (বাজেটের ১৪.৬%)।
- ❖ পরিবহন ও যোগাযোগ : ৫৫,৪০৫ (বাজেটের ১২%)।
- ❖ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন : ৩২,৬৭০ (বাজেটের ৭%)।
- ❖ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় : ২৬,১১৭ (বাজেটের ৫.৬%)।
- ❖ জনশিক্ষা ও নিরাপত্তা : ২৫,৮০৮ (বাজেটের ৫.৬%)।
- ❖ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ : ২৪,৯২০ (বাজেটের ৫.৪%)।
- ❖ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ : ২৩,৭৯৯ (বাজেটের ৫.১%)।
- ❖ স্বাস্থ্য খাতে ২৩,৩৯৩ (বাজেটের ৫%)।
- ❖ কৃষি খাতে ১৭,২৫৯ (বাজেটের ৩.৭%)।
- ❖ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় : ১৪,৬১১ (বাজেটের ৩.১%)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮

সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান : জনসংখ্যা (২০১৬ সাময়িক প্রাক্কলন) ১৬০.৮ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। পুরুষ-মহিলা অনুপাত ১০০ : ১০০.৩। জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে) ১,০৯০ জন।

মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান : স্থূল জনসংখ্যা (প্রতি ১০০০ জনে) ১৮.৭ জন। স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে) ৫.১ জন। শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কমবয়সী (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)] : ২৮ জন। মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি উর্বরতা হার ২.১০ জন। গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ৬২.৩%। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭১.৬ বছর; পুরুষ ৭০.৩ বছর ও মহিলা ৭২.৯ বছর। প্রথম বিবাহে গড় বয়স পুরুষ ২৫.২ ও মহিলা ১৮.৪ বছর।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা : ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা ২,০৩৯ জন। সুপেয় পানির গ্রহণকারী ৯৮%। স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর +), ২০১৬ ৭১%; পুরুষ ৭৩% ও মহিলা ৬৮.৯%।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান : মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তি (১৫ বছর +) : ৬.৩৫ কোটি, পুরুষ ৪.৩৫ কোটি ও মহিলা ২.০ কোটি।

মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসেবে : কৃষি ৪০.৬%; শিল্প ২০.৪; সেবা ৩৯।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুযায়ী CBN পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের হার : দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমা (%) জাতীয় ২৪.৩, পল্লী : ২৬.৪, শহর ১৮.৯। দারিদ্র্যের নিম্নসীমা (%) জাতীয় ১২.৯, পল্লী ১৪.৯, শহর ৭.৬।

জিডিপি ২০১৭-১৮ (সাময়িক)

চলতি মূল্যে জিডিপি : ২২,৩৮,৪৯৮ কোটি টাকা। স্থির মূল্যে জিডিপি ১০,২০,৪৩০ কোটি টাকা। স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার : ৭.৬৫। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় : ১,৪২,৮৬২ টাকা বা ১,৭৫২ মার্কিন ডলার। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি ১,৩৬,৭৮৬ টাকা বা ১,৬৭৭ মার্কিন ডলার।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি %) ২০১৭-১৮ দেশজ সঞ্চয় : ২৩.৬১। জাতীয় সঞ্চয় : ২৮.০৭। মোট বিনিয়োগ ৩১.৪৭। সরকারি ৮.২২ ও বেসরকারি ২৩.২৫।

বাণিজ্যিক লেনদেন ভারসাম্য ২০১৭ - ১৮ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
রপ্তানি আয় (জুলাই '১৭ মার্চ '১৮) : ২৭,৪৫১.৫৫। আমদানি ব্যয় (জুলাই '১৭-ফেব্রু '১৮) ৩৮,৭১৫। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৯ মে, ২০১৮) ৩১,৯২৩.৫৭। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই '১৭-এপ্রিল '১৮) : ১২,০৮৮.১৮।

মূল্যস্ফীতি (%)

২০১৬-১৭ ৫.৪৪
২০১৭-১৮ (জুলাই-এপ্রিল '১৮) ৫.৮৩

আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)
মোট তফসিলি ব্যাংক : ৫৭টি। ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ৩৪টি
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬, বিশেষায়িত ব্যাংক ২
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪০
বৈদেশিক ব্যাংক ৯

পরিবহন ২০১৭

জাতীয় মহাসড়ক ৩,৮১৩ কি.মি; আঞ্চলিক মহাসড়ক : ৪,২৪৭ কি.মি; জেলা/ফিডার রোড : ১৩,২৪২ কি.মি; রেলপথ ২,৮৭৭ কি.মি।

জিডিপি'র খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার ও অবদান (%)

বৃহৎ খাত	খাত/ উপখাত	প্রবৃদ্ধির হার		অবদানের হার	
		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)
কৃষি	১. কৃষি ও বনজ	১.৯৬	২.০১	১১.১২	১০.৫৪
	ক. শস্য ও শাকসবজি	০.৯৬	০.৯৮	৭.৮৬	৭.৩৭
	খ. প্রাণিসম্পদ	৩.৩১	৪.৪০	১.৬০	১.৫৪
	গ. বনজসম্পদ	৫.৬০	৫.৫১	১.৬৬	১.৬৩
	২. মৎস্যসম্পদ	৬.২৩	৬.৩০	৩.৬১	৩.৫৭
	৩. খনিজ ও খনন	৮.৮৯	৮.৪৮	১.৮০	১.৮১
	ক. প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৩৪	১.২১	০.৯৮	০.৯২
শিল্প	খ. অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২১.১৯	১৭.১২	০.৮২	০.৮৯
	৪. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	১০.৯৭	১৩.৯৮	২১.৭৪	২২.৮৫
	ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.২০	১৩.৭৭	১৮.০১	১৯.০৩
	খ. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.৮২	১০.৩৪	৩.৭৩	৩.৮২
	৫. বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানিসম্পদ	৮.৪৬	৮.৩৬	১.৫২	১.৫৩
	ক. বিদ্যুৎ	৯.২২	৯.২৫	১.২৯	১.৩১
	খ. গ্যাস	০.২৮	১.১০	০.১৪	০.১৩
	গ. পানি	১১.০৯	৬.৮৬	০.০৯	০.০৯
	৬. নির্মাণ	৮.৭৭	১০.১১	৭.৩৬	৭.২৩
	৭. পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	৭.৩৮	৭.১৭	১৪.০১	১৩.৯৬
	৮. হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৭.১৩	৭.২৮	০.৭৫	০.৭২
	৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৭৬	৬.৩৩	১১.২৬	১১.১২
	ক. স্থলপথ পরিবহন	৭.০৬	৬.৭০	৭.১৭	৭.১০
	খ. পানিপথ পরিবহন	৪.১০	৩.৮০	০.৭৪	০.৭১
	গ. আকাশপথ পরিবহন	২.৭৯	৩.৬৮	০.১১	০.১১
সেবা	ঘ. সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৬.৪০	৬.১৫	০.৬৩	০.৬২
	ঙ. ডাক ও তার যোগাযোগ	৬.৯৮	৬.২০	২.৬১	২.২৮
	১০. আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৯.১২	৭.৯০	৩.৪৫	৩.৪৬
	ক. ব্যাংক	৯.৯৫	৮.৫১	২.৯৬	২.৯৮
	খ. বীমা	২.০৫	১.৬৩	০.৩২	০.৩০
	গ. অন্যান্য	৯.০৬	৯.০৫	০.১৭	০.১৮
	১১. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৪.৮০	৪.৮০	৬.৪৯	৬.৩১
	১২. লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৯.১৫	৯.২৪	৭.৭০	৭.৭২
	১৩. শিক্ষা	১১.৩৫	৭.৯৩	২.৪৮	২.৪৮
	১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৬৩	৭.০২	১.৮৫	১.৮৪
	১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩.৬২	৩.৬৫	৮.৮৭	৮.৫৩
	স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৭.২৮	৭.৬৫	১০০	১০০

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার

	প্রবৃদ্ধির হার (%)		অবদানের হার (%)	
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (সাময়িক)
কৃষি	২.৯৭	৩.০৬	১৪.৭৪	১৪.১০
শিল্প	১০.২২	১১.৯৯	৩২.৪২	৩৩.৭১
সেবা	৬.৬৯	৬.৩৩	৫২.৮৫	৫২.১৮
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্য)	৭.২৮	৭.৬৫	১০০.০০	১০০.০০

জালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

ধরন	অংশ (%)
প্রাকৃতিক গ্যাস	৬৪.৫৬
তৈল	২৩.৫৫
বিদ্যুৎ আমদানি	৭.৯৮
পানি	১.৯৬
কয়লা	১.৯৯
সৌর	০.০১ (* জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত)

- মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩৫,৪৭৪ মি.কি.ও.ঘ.
- সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৪৯.৫৯%,
- বেসরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৪২.৪৩%
- বিদ্যুৎ আমদানি করা হয় ৭.৯৮%

বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চলন ও বিতরণ
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮	৮.৬৯	১১.০০

উৎস: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।
জানুয়ারি, ২০১৮

খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার
[বিলিয়ন ঘনফুট]

খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
বিদ্যুৎ	৪০৩.৬	২০৩.৪
ক্যাপটিভ	১৬০.৫	৮১.১
সার	৪৯.১	২৫.০
শিল্প	১৬৩.১	৮২.৪
চা-বাগান	১.০	০.৭
বাণিজ্যিক	৮.৭	৪.৩
গৃহস্থালি	১৫৪.৪	৭৮.৫
সিএনজি	৪৭.০	২৩.৪
মোট	৯৮৭.৩	৪৯৮.৮

* ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো সূচকসমূহ

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
প্রকৃত খাত	প্রকৃত	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৭	৭.৮
মূল্যস্ফীতি	৬.৩	৫.৮	৫.৬
বিনিয়োগ (%) জিডিপি	৩০.৫	৩১.৫	৩৩.৫
রাজস্ব খাত (%) জিডিপি			
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	১১.৬	১৩.৪
কর রাজস্ব	৯.১	১০.৪	১২.১
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.২	১.২	১.৩
সরকারি ব্যয়	১৩.৭	১৬.১৬	১৮.৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৪	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৪	৫.০	৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.০	৩.৫
বৈদেশিক অর্থায়ন (নিট)	০.৪	২.১	১.৫

মুদ্রা ও ঋণ (%) পরিবর্তন, বছর শেষে)

অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.২	১৫.৮	১৫.৬
বেসরকারি খাতে ঋণ গ্রবাহ	১৫.৭	১৬.৮	১৬.৫
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১০.৯	১৩.৩	১৪.৬

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১.৭	৯.০	১০.০
আমদানি ব্যয়, এফওবি (%)	৯.০	১৮.০	১৩.০
রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি (%)	-১৪.৪	১৫.০	১৩.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (%) জিডিপি	-০.২	-১.৮	-২.০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৪	৩৩.৫	৩৩.৩

অঞ্চলভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি ২০১৭-১৮

[বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন (%)]

	২০১৭		২০১৮	
অর্থনৈতিক অঞ্চল	প্রবৃদ্ধি	মূল্যস্ফীতি	প্রবৃদ্ধি	মূল্যস্ফীতি
উন্নত বিশ্ব অর্থনীতি	২.৩	১.৭	৩.৯	২.০
যুক্তরাষ্ট্র	২.৩	২.১	২.৯	২.৫
ইউরো অঞ্চল	২.৩	১.৫	২.৪	১.৫
জাপান	১.৭	-০.১	১.২	০.৫
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৮	৪.৪	৪.৯	৪.৬
বিকাশমান ও উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতি	৬.৫	২.৪	৬.৫	৩.৩
চীন	৬.৯	১.৬	৬.৬	২.৫
ভারত	৬.৭	৩.৬	৭.৪	৫.০

উৎস : World Economic Outlook, April, 2018 (প্রক্ষেপণ)

বহিঃখাত

- ❖ রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার (২০১৭-১৮), যুক্তরাষ্ট্র ৩,৯০০.২৬ মি. মা. ড. (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। দ্বিতীয়- জার্মানি, তৃতীয় - যুক্তরাজ্য।
- ❖ আমদানি পণ্যের বৃহৎ বাজার (২০১৭-১৮) : চীন ১০,৬১৬ মি. মা. ড. (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। দ্বিতীয়- মালয়েশিয়া ৮,১১৮ মি. মা. ড. (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। তৃতীয়- ভারত ৫,৮৬৭ মি.মা.ড.।
- ❖ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (২৮-০২-২০১৮) ৩৭,৩৬৯ মি. মা. ড.।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই- ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২৪,৩৯৭.০৫ মি.মা.ড.
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে মোট আমদানি ব্যয় ৩৮,৭১৫ মি.মা.ড.

মূল্য মঞ্জুরি ও কর্মসংস্থান

- ❖ মূল্যস্ফীতি (২০১৭-১৮) ৫.৮৪ শতাংশ।
- ❖ জনশক্তি রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ (২০১৮) সৌদি আরব; ৫৫১৩০৮। দ্বিতীয় মালয়েশিয়া; ৯৯৭৮৭।
- ❖ রেমিট্যান্স আয়ে শীর্ষ দেশ সৌদি আরব; ১৬১৯.০২ মি. মা. ড. (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)।

কৃষি

খাদ্যাশস্য উৎপাদন [লক্ষ মেট্রিক টন]

খাদ্যাশস্য	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	২১.৩৪	২৭.০৯
আমন	১৩৬.৫৬	১৩৮.৬৪
বোরো	১৮০.১৬	১৯০.৪১
মোট চাল	৩৩৮.০৬	৩৫৬.১৪
গম	১৩.১২	১২.৮০
ভুট্টা	৩৫.১৬	৩৮.২০
মোট খাদ্যাশস্য	৩৮৬.৩৪	৪০৭.১৪

সাম্প্রতিক

প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশ

- সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন অ্যাওয়ার্ড পদক পায় বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান?
- আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক।
- আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন অ্যাওয়ার্ড পদক পায় কোন কাজের জন্য?
- আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণের জন্য।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নতুন সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাংবাদিকতার জন্য 'বজলুর রহমান' স্মৃতিপদক ২০১৭ খ্রিষ্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে পদকপ্রাপ্ত কারা?
- দৈনিক যুগান্তরের সুরঞ্জনা পাতার বিভাগীয় সম্পাদক রীতা ভৌমিক এবং চ্যানেল আইয়ের বিশেষ প্রতিনিধি সোমা ইসলাম।
- ২০১৮ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
- অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উচ্চশিক্ষা।
- সম্প্রতি ইমাজিং এশিয়া ইনসুরেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ এর বেস্ট লাইফ ইনসুরেন্স শ্রেণিতে পুরস্কার পায় বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান?
- পপুলার লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানি।
- টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কে?
- মো: সাহাব উদ্দিন।
- সম্প্রতি পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারীকে কোন পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার?
- সিনিয়র সচিব।
- কলকাতার রবীন্দ্র সর্বোবরের নজরুল মঞ্চে 'টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ড'-এর 'বেস্ট প্রজেক্টর অব দ্য ইয়ার' হিসেবে শ্রেষ্ঠ উপস্থাপকের পুরস্কার পান কোন বাংলাদেশি?
- উপস্থাপক আনজাম মাসুদ।
- ইউনাইটেড এশিয়ান ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠান?
- ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)।
- লিমা (LIMA) এর পূর্ণরূপ কী?
- Labour Inspection Management Application (LIMA)।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-মে পর্যন্ত বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি আয় কত?
- ৩৩৭২.৮৮ কোটি ডলার।
- নতুন কোন দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের পর মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১০৩ টিতে?

- ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি ও ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি।
- জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা আফ্রিকাডের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০১৮ অনুযায়ী ২০১৭ সালে বাংলাদেশে প্রত্যেক বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে কত?
- ২১৫ কোটি ২০ লাখ ডলার।
- আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের আকার ধরা হয়েছে কত?
- ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা।
- 'টমিএটকিনস' কী?
- সৌদি আরব থেকে আনা দেশে উদ্ভাবিত নতুন জাতের আম।
- 'বারো ঘর এক উঠান' উপন্যাসটির লেখক কে?
- জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
- দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে ৩৩তম 'কেওটিএফএ' মেলায় ৩৫ দেশের ৫৫ টি প্যাভিলিয়নের মধ্যে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন কোন অ্যাওয়ার্ড লাভ করে?
- 'দ্য বেস্ট বুথ অপারেশন অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'।
- বাংলাদেশের কোথায় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়?
- কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ময়দানে।
- পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া নতুন তিনজন অধ্যাপক-
- অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং অধ্যাপক জামিনুর রেজা চৌধুরী।
- খাদ্য অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- অতিরিক্ত সচিব মো. আরিফুর রহমান অপু।
- হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত লাকপা রি পর্বতশৃঙ্গে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা ওড়ানে তিনজন অভিযাত্রীর নাম কী?
- বাংলা মাউন্টেনয়ারিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং ক্লাবের পর্বতারোহী এমএ মুহিত, বাহলুল মজনু ও শায়লা পারভীন।
- হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত লাকপা রি পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা কত?
- ২৩ হাজার ১১৩ ফুট।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের সচিব ফয়েজ আহম্মদ।
- বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)।
- ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হওয়া 'বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস'-এর মূল প্রতিপাদ্য এবং স্লোগান কী?
- 'যুব সমাজ ও স্বাস্থ্য' এবং 'স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবুন, মাদক পরিহার করুন'।
- গত অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রেমিট্যান্স বেড়েছে কত শতাংশ?
- ১৭.৪৯%।

- বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি আকার কতো কোটি টাকা?
- ২২,৩৮,০০০ কোটি টাকা।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন নির্বাহী পরিচালকের নাম কী?
- মোঃ ইকান্দার মিয়া।
- বাংলাদেশে আইএলও'র নতুন কান্ট্রি ডিরেক্টর কে?
- টুমো পটিআইনেন।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (জুলাই-মে) তৈরি পোশাক খাতের আয় ও প্রবৃদ্ধির হার কী?
- আয় ২,৮১২.৮৫, প্রবৃদ্ধির হার ৯.৭৭%।
- এটিভি (ATV)-এর পূর্ণরূপ কী?
- Advance Trade Vat (অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট)।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কবে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে কানাডা যান?
- ৭ জুন, ২০১৮।
- ২০১৮-১৯ বাজেটে কত টাকা রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে?
- ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা।
- সন্ধ্যা নদী কোন জেলায় অবস্থিত?
- পিরোজপুর জেলায়।
- বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধানের নাম কী?
- জেনারেল আজিজ আহমেদ।
- বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বর্তমান প্রধানের নাম কী?
- এয়ার মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত।
- ২০১৭-১৮ মৌলিক অর্থসূচক অনুসারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কততম দেশ?
- ৪২তম।
- বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি শ্রম অনশ্রিত রয়েছে?
- ৭টি।
- বাংলাদেশের প্রথম তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোথায় নির্মিত হচ্ছে?
- কুয়াকাটা, পটুয়াখালী।
- বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইটের জন্য অর্থায়ন করতে অগ্রাহী কোন দেশ?
- ফ্রান্স।
- বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচের নাম কী?
- স্টিভ রোডস।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত ২০১৭ সালের মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ডাইটাল স্ট্যাটিস্টিকসের ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী-পুরুষের গড় আয়ু কত বছর?
- ৭২ বছর।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের হিসাবে প্রতি হাজারে এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কত?
- ২৪ জন।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের হিসাব মতে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত শতাংশ?
- ১.৩৪ শতাংশ।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের হিসাব মতে, দেশে শিক্ষার হার কত শতাংশ?
- ৭২.৩ শতাংশ।
- জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তত্ত্বমতে দেশে বর্তমানে এইডস রোগীর সংখ্যা কত?
- ৪ হাজার ৬৬৩ জন।

আন্তর্জাতিক

- ❖ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন কে?
- রিসেপতাইয়েপ এরদোয়ান।
- ❖ বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'দ্য লানসেট' এর জরিপ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে সবার নিচে অবস্থানকারী দেশের নাম কী?
- সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক।
- ❖ ইতালির প্রেসিডেন্ট সেরজে মাভারেয়েল্লা দেশটির অস্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাকে নিয়োগ দিয়েছেন?
- আইএমএফ এর সাবেক অর্থনীতিবিদ কার্লো কোত্তারেঞ্জি।
- ❖ 'টেলেন্সটার' কী?
- বিশ্বখ্যাত খেলার সামগ্রী বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস কর্তৃক তৈরিকৃত ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বলের নাম।
- ❖ 'দ্য স্পাই ক্রনিকলস' কী?
- ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর সাবেক প্রধান অমরজিৎ সিং এবং পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই' এর সাবেক প্রধান আসাদ দুরানির লেখা একটি বই।
- ❖ সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত 'এন্ড অব চাইল্ডহুড' প্রতিবেদন অনুযায়ী শিশু উন্নয়নে ১৭৫ টি দেশের মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে কোন দেশ?
- শীর্ষে রয়েছে যৌথভাবে সিঙ্গাপুর ও স্লোভেনিয়া।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম সামরিক কমান্ড 'ইউএস প্যাসিফিক কমান্ড' এর পরিবর্তিত নতুন নাম কী?
- ইউএস ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড।
- ❖ স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাহয় পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোট পদচ্যুত হওয়ার পর নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কে?
- স্প্যানিশ সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির (পিএসওই) নেতা পেদ্রো সানচেজ।
- ❖ 'ফুয়েগোর' কী?
- সম্প্রতি অগ্ন্যুৎপাত হওয়া গুয়েতেমালার সক্রিয় আগ্নেয়গিরি।
- ❖ সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও রোমানাঞ্চকর গল্পের লেখক জেমস প্যাটারসনের বইয়ের নাম কী?
- দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ মিসিং।
- ❖ ৮-৯ জুন ৪৪তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
- কানাডার কুইবেকের লা মালবাইতে।
- ❖ 'তামাউলিপাস' প্রদেশটি কোন দেশে অবস্থিত?
- মেক্সিকোতে।
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যানশন সাময়িকী 'ভোগ' এর যুক্তরাজ্য সংস্করণে যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী ২৫ জন নারীর একজন হলেন-
- সদ্য বিবাহিত ব্রিটিশ রাজবধূ মেগান মার্কেল।
- ❖ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শুষ্ক আরোপের পাট্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন পণ্যের উপর শুষ্ক আরোপ করছে কোন দেশগুলো?
- ইউইউ, কানাডা ও মেক্সিকো।

- ❖ 'ইয়োনহ্যাপ' কী?
- দ. কোরিয়ার বার্তা সংস্থার নাম।
- ❖ লেবাননের রাজনৈতিক দল 'ফিউটার মুভমেন্ট দল' থেকে ৩য় বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কে?
- সাদ হারিরি।
- ❖ 'মিসিসাউগা' শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?
- কানাডায়।
- ❖ 'দ্য ব্যাকইয়ার্ড অব দ্য সিক্রেট অ্যানেক্স' গ্রন্থটির লেখক কে?
- জেরার্ড ক্রেমার।
- ❖ মাত্র চার বছর বয়সে "হানিকম" নামে বই লিখে ভারতের "ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডের" স্বীকৃতি পেয়েছেন কে?
- আসাম রাজ্যের গগৈই গোহাইন।
- ❖ ১২ জুন ট্রাম্প-কিমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সিঙ্গাপুরের কোথায়?
- সান্তোসা দ্বীপের কেপেল্লাত হোটেলে।
- ❖ 'দ্য স্ট্রেইটস টাইমস' পত্রিকাটি কোন দেশের?
- সিঙ্গাপুরের।
- ❖ বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলোর সংগঠন জি-৭ এর সদস্যরাষ্ট্রগুলো হলো-
- কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।
- ❖ বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮ তে প্রথমবারের মত ব্যবহৃত 'ডিএআর' এর পূর্ণরূপ কী?
- ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি।
- ❖ মেসিডোনিয়ার নতুন আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হয়েছে-
- 'রিপাবলিক অব নর্থ মেসিডোনিয়া'।
- ❖ লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার প্রথম নারী ভাইস-প্রেসিডেন্ট কে?
- মার্ভা লুসিয়া রামিরেজ।
- ❖ 'কে-৮ ডব্লিউ জেট' কী?
- চীনের তৈরি প্রশিক্ষণ বিমান।
- ❖ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের মধ্যকার বৈঠক কোথায়, কবে অনুষ্ঠিত হয়?
- সিঙ্গাপুরে, ১২ জুন।
- ❖ বিশ্বব্যাপী নারী-পুরুষের আয় বৈষম্যের কারণে কত ক্ষতি হয়?
- ১৬০.২ ট্রিলিয়ন ডলার।
- ❖ বিশ্বে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) কত শতাংশ নারীদের অবদান?
- ৩৮ শতাংশ।
- ❖ সৌদি আরবের নতুন সংস্কৃতি মন্ত্রীর নাম কী?
- প্রিন্স বদর বিন মোহাম্মদ বিন ফারহান আল সৌদ।
- ❖ পাকিস্তানের বর্তমান ও সপ্তম তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
- নাসিরুল মুলক।
- ❖ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৮-এর স্লোগান কী?
- 'প্রাস্টিক দূষণকে পরাজিত করি'।
- ❖ জর্ডানের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
- ওমর আল-রাজ্জাজ।
- ❖ 'বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৮' রাশিয়ার কয়টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে?
- ১১টি শহরে।

- ❖ রাশিয়া বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার কে?
- মিশরের এশ্রাম এল হাদারি (৪৫ বছর ৫ মাস; খেলার শুরুতে)।
- ❖ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন রচিত সর্বশেষ বইটির নাম কী?
- দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ মিসিং।
- ❖ বিশ্বের উচ্চতম পোস্ট অফিসের নাম কী?
- হিমালয়ের স্পিতি উপত্যকার পোস্ট অফিস।
- ❖ রাশিয়া বিশ্বকাপে কোচের জন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
- ইলেকট্রনিক পারফরম্যান্স অ্যান্ড ট্র্যাকিং সিস্টেমস (ইপিটিএস)।
- ❖ মহাকাশে নতুন আবিষ্কৃত পৃথিবীসদৃশ গৃহটির নাম কী?
- রস ১২৮-বি।
- ❖ প্রয়াত ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর নামে ফেলোশিপ চালু করেছে কোন দেশ?
- যুক্তরাজ্য।
- ❖ বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতকে টেকসই ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা এবং আইএলও'র সমন্বয়ে গঠিত সাসটেইনেবিলিটি কমপ্যাক্টের চতুর্থ সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে।
- ❖ 'সিবিটি টেকনোলজি ফেয়ার' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
- জার্মানির হ্যানোভারে।
- ❖ ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যওয়ার্ড (আইফা) ২০১৮-র সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পান-
- হিন্দি মিডিয়াম ছবির জন্য ইরফান খান ও 'মম' ছবির জন্য প্রয়াত শ্রীদেবী।
- ❖ ২০১৮ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের খেলায় ব্যবহৃত নতুন বলের নাম কী?
- টেলস্টার মেচটা
- ❖ ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে-
- ১৬ জুলাই, ২০১৮ (ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে)
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আয়ন কেনেডি কত তারিখে অবসর নেওয়ার কথা জানিয়েছেন?
- ৩১ জুলাই, ২০১৮।
- ❖ বিশ্বের কাছে 'মল রেড ডট' বলে পরিচিত কোন দেশ?
- সিঙ্গাপুর।
- ❖ যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপর হামলার জন্য কাদেরকে দায়ী করা হয়েছে?
- মিয়ানমারের সেনাপ্রধান ও শীর্ষ সেনাকর্মকর্তাদের।
- ❖ হংকং থেকে দক্ষিণ চীনের হুইহাই শহরকে সংযুক্তকারী প্রায় ৩৪ মাইল দৈর্ঘ্যের বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র- সেতু কোন দেশে অবস্থিত?
- চীনে
- ❖ যুদ্ধকালীন শিশু অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে জাতিসংঘ ২০১৮ সালে কোন গ্রুপকে কালো তালিকাভুক্ত করে?
- ডিআর কম্পে, মালি ও ইয়েমেন গ্রুপকে



বাংলাদেশ

২০১৮ সালে ঢাকা থেকে পবিত্র হজ্জ ফাইট শুরু হবে কত তারিখে?

- ক ১৫ জুলাই খ ১৪ জুলাই
গ ১৮ জুলাই ঘ ১৩ জুলাই

সম্প্রতি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সুইডিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সুইডিস ইনস্টিটিউট থেকে 'গ্লোবাল সুইস অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত ব্যক্তি কে?

- ক অনূপ ব্যানার্জি খ জাহিন চৌধুরী
গ রিফাত হক ঘ আবু রায়হান

২০১৭ সালের নভেম্বর প্রকাশিত 'বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১৬ : প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন জটিলতার কত শতাংশ নারীর মৃত্যু হয়?

- ক ১০ শতাংশ খ ১১ শতাংশ
গ ১৩ শতাংশ ঘ ১২ শতাংশ

বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় জরিপ 'বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১৬ : প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে এক লাখে জীবিত শিশুর জন্য দিতে গিয়ে কত জন মায়ের মৃত্যু হয়?

- ক ১৯৪ জন খ ১৯৫ জন
গ ১৮৫ জন ঘ ১৯৬ জন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ আয় ও ব্যয় খানা জরিপ এবং দারিদ্র্য মানচিত্র প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে বেশি দরিদ্র জেলা কোনটি?

- ক কুড়িগ্রাম খ দিনাজপুর
গ বান্দরবান ঘ মুন্সিগঞ্জ

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনোমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) এর সূচকে ১৬৩ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ক ৬৭তম খ ৮৪তম
গ ৯৩তম ঘ ১২২তম

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ আয় ও ব্যয় খানা জরিপ এবং দারিদ্র্য মানচিত্র প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে কম দরিদ্র জেলা কোনটি?

- ক দিনাজপুর খ কুড়িগ্রাম
গ গাইবান্ধা ঘ নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশের নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ব্র্যান্ডগুলো নিয়ে স্প্যানিশ কোম্পানি কাভার ওয়ার্ল্ড প্যানেল কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্র্যান্ড ফুটপ্রিন্ট-২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রসাধন ব্র্যান্ডে সেরা ব্র্যান্ড কোনটি?

- ক রিন খ লাল্ল
গ সানসিঙ্ক ঘ হুইল

সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত 'এন্ড অব চাইল্ডহুড' প্রতিবেদন অনুযায়ী শিশু উন্নয়নে ১৭৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ক ১৩০তম খ ১০৭তম
গ ১৩৪তম ঘ ১৩২তম

সম্প্রতি জ্বালানিবাহক বিনিয়োগের জন্য সুইজারল্যান্ডের জুরিখে আয়োজিত 'গ্লোবাল ক্লাইমেট পাটনারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান?

- ক ব্র্যাক ব্যাংক খ সিটি ব্যাংক
গ ট্রাস্ট ব্যাংক ঘ ইসলামী ব্যাংক

যুক্তরাজ্যভিত্তিক চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সাময়িকী 'দ্য লানসেট' এর অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত নিবন্ধে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ ও মানসূচকে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

- ক ১৪৯তম খ ১৪৫তম
গ ১৫৪তম ঘ ১৩৩তম

আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে কত শতাংশ?

- ক ৭.৪ শতাংশ খ ৭.৬৫ শতাংশ
গ ৭.৮ শতাংশ ঘ ৫.৮ শতাংশ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে কোন খাতে?

- ক শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে
খ প্রতিরক্ষা খাতে
গ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে
ঘ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে

বর্তমানে বাংলাদেশে কর কার্যালয় রয়েছে কতটি উপজেলায়?

- ক ২৪৯ টি খ ১৪৫ টি
গ ১৫৪ টি ঘ ২০০ টি

সরকার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ধীন যুব কল্যাণ তহবিল থেকে ২০১৮ সালে দেশের ৫০০টি যুব সংগঠনের জন্য কত টাকার প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

- ক ১ কোটি ৫ লক্ষ খ ১ কোটি
গ ১ কোটি ৩ লক্ষ ঘ ১ কোটি ২ লক্ষ

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত নারীদের সপ্তম এশিয়া কাপের ফাইনাল ম্যাচে ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে কোন দেশ শিরোপা পায়?

- ক শ্রীলংকা খ বাংলাদেশ
গ পাকিস্তান ঘ মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?

- ক আনোয়ার হোসেন খ মোস্তাজ আলী
গ আজিজ আহমেদ ঘ শহিদুল্লাহ হক

'দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর-১৮৯৮' ও 'মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯'-এর কত ধারা অনুযায়ী ডায়াম্যাণ আদালত পরিচালনার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে পারে সরকার?

- ক ৫ নং ধারা খ ৫৭ নং ধারা
গ ১৫৫ নং ধারা ঘ ৭ নং ধারা

যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'লেনস কালচার স্ট্রিট ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'-এর 'সিরিজ ছবি' ক্যাটাগরিতে কোন বাংলাদেশি ছবি প্রথম হয়েছে?

- ক টিপু সুলতান খ মেহেন্দী হাসান
গ পলাশ মিয়া ঘ সৌরভ দাশ

বাংলাদেশে প্রতিদিন কী পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়?

- ক ২,৫০০ টন খ ৩,০০০ টন
গ ২,০০০ টন ঘ ৫,০০০ টন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত কর থেকে কত ভাগ অর্থের উৎস নির্দেশ করা হয়েছে?

- ক ৬০.৭% খ ৬৩.৭%
গ ৬১.৭% ঘ ৫৯.৭%

প্রস্তাবিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে কত ব্যয় ধরা হয়েছে?

- ক ২৮ হাজার ৩৮ কোটি টাকা
খ ৩০ হাজার কোটি টাকা

- গ ২৯ হাজার ৮৪ কোটি টাকা
ঘ ২৮ হাজার ৫০ কোটি টাকা

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর মনিটরিং দ্য সিকিউরেশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ (এমএসডিএসবি) শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের অনুমিত জনসংখ্যা কত?

- ক ১৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার খ ১৭ কোটি
গ ১৬ কোটি ২৭ লক্ষ ঘ ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) কতটি দেশি-বিদেশি ল্যাবরেটরি ও প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে?

- ক ৫৭টি খ ৪৭টি
গ ৫৯টি ঘ ৫৩টি

সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে—

ওরাকল BCS

৩৯/৪০তম প্রিলিমিনারি বইসমূহ

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
- English,
- গাণিতিক যুক্তি
- সাধারণ বিজ্ঞান
- কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি
- বাংলাদেশ বিষয়াবলি
- আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
- ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব) পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন
- English Literature
- মানসিক দক্ষতা

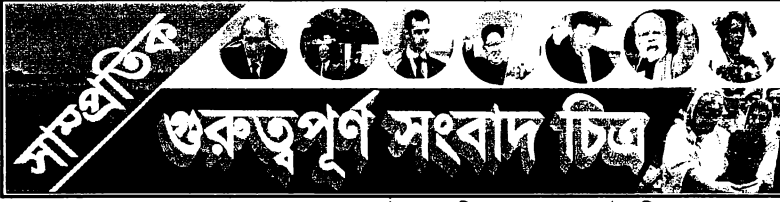
- ☒ নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলায় 'মুন্ডুধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৮' পান কে?
 ✓ ৷ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ৷ ৷ হুমায়ূন আজাদ
 ৷ আনিসুল হক ৷ ৷ আল মাহমুদ
- ☒ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সলিসিটর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কে?
 ৷ ৷ তানজিয়া নাহার ✓ ৷ ৷ জেসমিন আরা বেগম
 ৷ ৷ তানিয়া হক ৷ ৷ রাজিয়া সুলতানা
- ☒ বাংলাদেশ রঙানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিপি) তথ্যমতে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে কৃষিপণ্য রঙানির মাধ্যমে আয় হয় কত মার্কিন ডলার?
 ৷ ৷ ৫২.৫০ কোটি ৷ ৷ ৫৭.৬০ কোটি
 ✓ ৷ ৷ ৬০.৯০ কোটি ৷ ৷ ৫৫.৩১ কোটি
- ☒ ২৬ জুন ২০১৮ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়রপদার্থ হিসেবে জয়লাভ করেন কে?
 ৷ ৷ হাসান উদ্দিন সরকার ✓ ৷ ৷ জাহাঙ্গীর আলম
 ৷ ৷ জসিম দেওয়ান ৷ ৷ মির্জা ইব্রাহিম

আন্তর্জাতিক

- ☒ ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হওয়া ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র বার্বাডোজের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
 ৷ ৷ মটলি মিয়া ✓ ৷ ৷ মিয়া মটলি
 ৷ ৷ ইয়েদুরাঙ্গা ৷ ৷ টিয়ারে পালমার
- ☒ বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'দ্য লানসেট' এর জরিপ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে শীর্ষ দেশ কোনটি?
 ৷ ৷ নরওয়ে ৷ ৷ ফিনল্যান্ড
 ৷ ৷ অস্ট্রেলিয়া ✓ ৷ ৷ আইসল্যান্ড
- ☒ যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) তালিকায় সাইবার নিরাপত্তার শীর্ষ দেশ কোনটি?
 ৷ ৷ জার্মানি ৷ ৷ এস্টোনিয়া
 ✓ ৷ ৷ ফ্রান্স ৷ ৷ মাদাগাস্কার
- ☒ যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) তালিকায় সাইবার নিরাপত্তার সবার নিচে অবস্থানকারী দেশ কোনটি?
 ✓ ৷ ৷ কিরিবাতি ৷ ৷ ভুটান
 ৷ ৷ মাদাগাস্কার ৷ ৷ বাংলাদেশ
- ☒ ৩ জুন ভারতের উড়িষ্যা উপকূলে ড. আবদুল কালাম আইল্যান্ড থেকে পারমাণবিক সক্ষমতাসম্পন্ন কোন দীর্ঘ পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালান?
 ৷ ৷ অগ্নি-২ ৷ ৷ অগ্নি-৩
 ৷ ৷ অগ্নি-৪ ✓ ৷ ৷ অগ্নি-৫
- ☒ সম্প্রতি সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী হানি মুলকির পর জর্ডানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কে?
 ৷ ৷ আবদুল্লাহ ✓ ৷ ৷ ওমর আল-রাজ্জাক
 ৷ ৷ জাভিদ সাজিদ ৷ ৷ দানিয়েল আজিজ
- ☒ 'জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা' আফ্রিকাডের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০১৮' অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী প্রত্যক্ষ বৈদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই প্রবাহ কত ডলার?
 ৷ ৷ ১.৩৩ ট্রিলিয়ন ৷ ৷ ১.২৩ ট্রিলিয়ন
 ✓ ৷ ৷ ১.৪৩ ট্রিলিয়ন ৷ ৷ ১.৫৩ ট্রিলিয়ন

- ☒ 'জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থা' আফ্রিকাডের বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০১৮' অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী প্রত্যক্ষ বৈদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই প্রবাহ সবচেয়ে বেশি ছিল কোন দেশে?
 ✓ ৷ ৷ যুক্তরাষ্ট্র ৷ ৷ চীন
 ৷ ৷ ভারতে ৷ ৷ জাপানে
- ☒ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসিতে রোহিঙ্গা ইস্যুটি উত্থাপন করা ব্যক্তির নাম কী?
 ৷ ৷ ডা.হাদি জাকির ৷ ৷ আদামা দিয়েং
 ৷ ৷ রশিদ খান ✓ ৷ ৷ ফাতেহ বেনসুদা
- ☒ সম্প্রতি ইউরোপিয়ান মহাকাশ পর্যবেক্ষণাগারের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, হার্পস নাম অশ্বেষণ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর মতো যে গ্রহ আবিষ্কার করেছেন তার নাম কী?
 ৷ ৷ রস ১২ বি ✓ ৷ ৷ রস ১২৮ বি
 ৷ ৷ রস ১২৮ সি ৷ ৷ রস ২৮ ডি
- ☒ 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এর তথ্যমতে- সংঘাত, দারিদ্র্য ও লিঙ্গবৈষম্যের ঝুঁকিতে রয়েছে বর্তমান বিশ্বের কত কোটি শিশু?
 ✓ ৷ ৷ ১২০ কোটি ৷ ৷ ১২২ কোটি
 ৷ ৷ ১২৩ কোটি ৷ ৷ ১২৫ কোটি
- ☒ চাদের বৃক্ক হাঁটা ৪র্থ ব্যক্তি অ্যালান বিন মারা যান কত তারিখে?
 ৷ ৷ ২৩ মে'১৮ ৷ ৷ ২৫ মে'১৮
 ✓ ৷ ৷ ২৬ মে'১৮ ৷ ৷ ২৪ মে'১৮
- ☒ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র রঙানি করছে কোন দেশ?
 ৷ ৷ যুক্তরাষ্ট্র ✓ ৷ ৷ যুক্তরাজ্য
 ৷ ৷ রাশিয়া ৷ ৷ চীন
- ☒ কানাডার অন্টারিও প্রদেশের স্করবরো সাউথয়েস্টের প্রাদেশিক নির্বাচনে নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারীর নাম কী?
 ৷ ৷ গ্যারি এলিস ৷ ৷ লরেন্স বারারদিনেত্তি
 ৷ ৷ রাশিদা খানম ✓ ৷ ৷ ডলি বেগম
- ☒ আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোট সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) ১৮-তম শীর্ষ সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?
 ✓ ৷ ৷ চীন ৷ ৷ রাশিয়া
 ৷ ৷ ইরান ৷ ৷ ভারত
- ☒ ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মাঠে প্রথম গোল করা খেলোয়ারের নাম কী?
 ৷ ৷ দেনিস চেরিশেভ ৷ ৷ গোলেভিন
 ✓ ৷ ৷ ইউরি গাজিনস্কি ৷ ৷ আর্তেম জিউবা
- ☒ যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিস্কো শহরের প্রথম নারী কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন কে?
 ৷ ৷ সারাহ স্যামার্স ✓ ৷ ৷ লন্ডন ব্রিড
 ৷ ৷ জর্জি ভিরিকাস ৷ ৷ ইভানিশভিলি
- ☒ রাশিয়া বিশ্বকাপ-২০১৮ তে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন কে?
 ৷ ৷ মেসি ৷ ৷ নেইমার
 ৷ ৷ টমাস মুলার ✓ ৷ ৷ রোনালদো
- ☒ দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লাভিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কে?
 ✓ ৷ ৷ ইভান দুকে ৷ ৷ গুস্তাভো পেত্রাকং
 ৷ ৷ মার্ভা লুসিয়া ৷ ৷ রামিরেজ
- ☒ জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে বাস্তবায়িত মানুষের সংখ্যা কত?
 ৷ ৷ ২.৮০ কোটি ৷ ৷ ২.৫৪ কোটি
 ✓ ৷ ৷ ৬.৮৫ কোটি ৷ ৷ ১.৬২ কোটি

- ☒ মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম নির্যাতনকে 'জাতিগত নিধন' আখ্যায়িত করেছেন কোন সংস্থা?
 ৷ ৷ বিশ্বব্যাংক ✓ ৷ ৷ জাতিসংঘ
 ৷ ৷ আইএলও ৷ ৷ আইসিসি
- ☒ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রথম দেশ কোনটি?
 ৷ ৷ যুক্তরাজ্য ৷ ৷ চীন
 ৷ ৷ রাশিয়া ✓ ৷ ৷ যুক্তরাষ্ট্র
- ☒ নিষেধাজ্ঞাকে পেছনে ফেলে রক্ষণশীল সৌদি আরবের নারীরা কত তারিখে গাড়ি চালানোর অনুমতি পায়?
 ৷ ৷ ২৩ জুন'১৮ ✓ ৷ ৷ ২৪ জুন'১৮
 ৷ ৷ ২৫ জুন'১৮ ৷ ৷ ২৬ জুন'১৮
- ☒ সম্প্রতি আলোচিত বেরোম গৌষ্ঠীর কৃষক ও পশুপালক ফুলানি গৌষ্ঠীর বসবাস কোন দেশে?
 ৷ ৷ সেনেগালে ৷ ৷ মিয়ানমারে
 ৷ ৷ লাইবেরিয়ায় ✓ ৷ ৷ নাইজেরিয়ায়
- ☒ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া কীসের মাধ্যমে ছড়িয়েছে?
 ✓ ৷ ৷ রোমানিয়াম লেটুস ৷ ৷ ম্যাসিডোনিয়ান লেটুস
 ৷ ৷ ল্যাটিন লেটুস ৷ ৷ হাইজিনিক লেটুস
- ☒ আবদুল ফাহাদ আল সিসি কবে দ্বিতীয় মেয়াদে মিশরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন?
 ৷ ৷ ১ জুন, ২০১৮ ৷ ৷ ৩১ মে, ২০১৮
 ✓ ৷ ৷ ২ জুন, ২০১৮ ৷ ৷ ৩ জুন, ২০১৮
- ☒ মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার নাম কী?
 ৷ ৷ মং শান ৷ ৷ থান লিয়াং
 ✓ ৷ ৷ থং তুন ৷ ৷ মিং থিন
- ☒ প্রতিদিন কত টন প্রাস্টিক বর্জ্য সাগরে পড়ছে?
 ৷ ৷ ৭০ হাজার টন ✓ ৷ ৷ ৭৩ হাজার টন
 ৷ ৷ ৯০ হাজার টন ৷ ৷ ৫০ হাজার টন
- ☒ নারী এশিয়া কাপ-২০১৮ মালয়েশিয়ার কোন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়?
 ✓ ৷ ৷ কিনারা স্টেডিয়াম
 ৷ ৷ কিলাত কিলাব স্টেডিয়াম
 ৷ ৷ পুত্রজায়া স্টেডিয়াম
 ৷ ৷ কুয়ালালামপুর স্টেডিয়াম
- ☒ গুয়েংডোলায় সক্রিয় আন্দ্রেয়গিরি কুরেগোতে 'শ্রবণকালের ভয়াবহ দুর্ঘটনা'য় কত লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন?
 ৷ ৷ সাড়ে ১২ লাখ ৷ ৷ সাড়ে ১৫ লাখ
 ৷ ৷ ১৫ লাখের বেশি ✓ ৷ ৷ ১৭ লাখের বেশি
- ☒ ২৬ জুন ২০১৮ এশিয়ার অন্যতম বড় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির মেলা 'কানেক্ট-টেক এশিয়া ২০১৮' কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?
 ✓ ৷ ৷ সিঙ্গাপুর ৷ ৷ জাপান
 ৷ ৷ চীন ৷ ৷ ভারত
- ☒ ওয়াশ্‌ ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) এর তথ্যমতে বিশ্বের কত কোটি মানুষের ব্যাংক হিসাব নেই?
 ৷ ৷ ১৫০ কোটি ৷ ৷ ১৬০ কোটি
 ✓ ৷ ৷ ১৭০ কোটি ৷ ৷ ১৮০ কোটি
- ☒ যুক্তরাজ্যের খ্রিস্ট উইলিয়াম প্রথমবারের মতো তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে কোন কোন দেশ সফর করেন?
 ৷ ৷ চীন-ভারত ✓ ৷ ৷ ইরান-সিঙ্গাপুর
 ৷ ৷ মিয়ানমার-জাপান ৷ ৷ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন
- ☒ মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় আটক অভিভাবকদের কাছ থেকে পৃথক করা শিশুদের পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়ার মার্কিন আদালতের নির্দেশ কত দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে?
 ✓ ৷ ৷ ৩০ দিন ৷ ৷ ২৫ জন
 ৷ ৷ ১৫ দিন ৷ ৷ ২০ দিন



বাংলাদেশ

৪ বাংলাদেশিসহ ১২৯ শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা দিচ্ছে জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে শান্তিরক্ষা মিশনে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কর্তব্য পালনকালে নিহত চার বাংলাদেশিসহ ১২৯ শান্তিরক্ষী ও বেসামরিক কর্মীকে সম্মাননা দেবে জাতিসংঘ। ২৯ মে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। শান্তিরক্ষী দিবস পালনে একটি স্মরণসভার সভাপতিত্ব করবেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। সভায় নিহত ১২৯ শান্তিরক্ষী ও বেসামরিক কর্মীকে মরণোত্তর সম্মাননা 'দ্যাগ হ্যামারশোল্ড মেডেল' দেওয়া হবে। বাংলাদেশের যে নিহত চার শান্তিরক্ষী এ সম্মাননা পাবেন, তারা ২০১৭ সালের ৫ জানুয়ারি মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে দায়িত্বরত অবস্থায় নিহত সেনাবাহিনীর সৈনিক আব্দুর রহিম এবং ওই বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর মালিতে দায়িত্বরত নিহত সিপাহি মনোয়ার হোসেন, ল্যাপ করপোরাল জাকিরুল আলম সরকার এবং সার্জেন্ট আলতাফ হোসেন।

সার্ক চলচ্চিত্র উৎসবে চার বিভাগে পুরস্কার পেলেন তৌকীর

আবারও সার্ক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পেয়েছে তৌকীর আহমেদের ছবি। উৎসবের অষ্টম আসরে এক সঙ্গে চারটি পুরস্কার জিতে নিলো তৌকীর পরিচালিত 'হালদা'। চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে-শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক, শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ও শ্রেষ্ঠ আবহ সংগীতের সম্মান অর্জন করে ছবিটি। উৎসবের সমাপনী দিনে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে সার্ক কালচারাল সেন্টারে তৌকীর আহমেদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সার্ক কালচারাল সেন্টারের কর্তৃপক্ষ। ২০১৭ সালে একই উৎসবে 'অজ্ঞাতনামা' চলচ্চিত্রের জন্য সেরা চিত্রনাট্যকরের পুরস্কার পেয়েছিলেন তৌকীর আহমেদ। উৎসবে এবার ২৬টি চলচ্চিত্র জয়গা পেয়েছে। এর মধ্যে তৌকীরের 'হালদা' ছবিটি ছাড়াও আমন্ত্রিত হয় আকরম খানের 'খাঁচা' ও মোরশেদুল ইসলামের 'আঁখি ও তার বন্ধুরা'।

অতিরিক্ত ১৮ বিচারপতি নিয়োগ হাইকোর্টে

সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১৮ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৩০ মে বুধবার রাষ্ট্রপতি তাদেরকে সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শপথ গ্রহণের দিন থেকে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে এই নিয়োগ

দেন। নিয়োগ আদেশে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর পরই আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদস্য (সাবেক জেলা জজ) মো. আবু আহমেদ জমাদার, আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল ভোগরত জেলা জজ) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, নরসিংদীর জেলা ও দায়রা জজ ফাতেমা নজীব, ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কামরুল হোসেন মোল্লা, ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ এস এম কুদ্দুস জামান, ঢাকা বিভাগীয় বিশেষ জজ মো. আতোয়ার রহমান, সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী এস এম আব্দুল মবিন, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খিজির হায়াত, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শশাংক শেখর সরকার, সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন শামীম, মো. রিয়াজ উদ্দিন খান, মো. খায়রুল আলম, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এস এম মনিরুজ্জামান, সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী আহমেদ সোহেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীর, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল খোন্দকার দিলীরুজ্জামান ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ড. এ কে এম হাফিজুল আলম। এর আগে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বশেষ বিচারপতি নিয়োগ হয়। হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৮০ জন বিচারপতি। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই ১৮ জন যুক্ত হওয়ায় বিচারপতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৮ জনে।

পোশাক রপ্তানিতে আয় আরও বেড়েছে

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ২ হাজার ৮১২ কোটি ৮৫ লাখ মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৯.৭৭ শতাংশ বেশি। ১০ মাস শেষে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৯.৩৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ৩ হাজার ৩৭২ কোটি ৮৮ লাখ ডলার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৬.৬৬ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে দশমিক ৪৪ শতাংশ কম রপ্তানি হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার ৩৭২ কোটি ৮৮ লাখ ডলার। ইপিবি'র তথ্যানুযায়ী, পোশাক ছাড়াও পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, কৃষিজাত পণ্য

রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, প্রাস্টিক পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়নি। চলতি অর্থবছর ৩ হাজার ৭৫০ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। এর মধ্যে তৈরি পোশাকে ৩ হাজার ১৬ কোটি, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে ১৩৮ কোটি, পাট ও পাটজাত পণ্যে ১০৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা আছে।

সংসদে সপ্তদশ সংশোধনী বিল পাসের সুপারিশ

সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনের বিধান আরও ২৫ বছর বহাল রাখতে সংসদে উপস্থাপিত সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রতিবেদন দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। ০৬ জুন বুধবার সংসদে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবদুল মতিন বসরুর পক্ষে কমিটির সদস্য শামসুল হক টুকু এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। গত ১০ এপ্রিল সংবিধানে সপ্তদশ সংশোধনী আনতে একটি বিল সংসদে উপস্থাপন করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। পরে এটি পরীক্ষা করে সংসদে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদে ২০০৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত নারী সদস্যের ৪৫টি আসন সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন এ আইনের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় পরবর্তী সংসদের অর্থাৎ নবম সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে ১০ বছর। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারি। সেই ইঁপাবে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যের মেয়াদ আছে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। সে অনুযায়ী ৩৫০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে গঠিত বর্তমান জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং সংসদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ৫০ জন সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। তবে পঞ্চদশ সংশোধনীতে ওই বিধির মেয়াদ না বাড়ালে ২০১৯ সালের ২৪ জানুয়ারির পর তার আর কার্যকরিতা থাকবে না। এ কারণেই ওই বিধির মেয়াদ আরও ২৫ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব তোলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

করমুক্ত আয় সীমা আড়াই লাখ অপরিসীম থাকছে

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সাধারণ করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা চলতি অর্থবছরের ন্যায় আড়াই লাখ টাকায় অপরিসীম রাখা হয়েছে। নারী ও ৬৫ বছর উপর করদাতাদের ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত কর দিতে হবে না। প্রতিবন্ধী করদাতাদের ক্ষেত্রে এই সীমা ৪ লাখ টাকায় রাখা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের জন্য করমুক্ত সীমা আরো ৫০ হাজার বেশি হবে। এছাড়াও শ্রেষ্ঠত্ব

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মমুক্ত আয়সীমা চলতি বছরের ন্যায় ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আগামী অর্থবছরের বাজেটের কর্মমুক্ত আয়ের সীমার ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাব করেন। সাধারণ করদাতাদের ক্ষেত্রে আয়ের সীমা আড়াই লাখ টাকার পর প্রথম ৪ লাখ টাকার জন্য ১০ শতাংশ, পরবর্তী ৫ লাখ টাকার জন্য ১৫ শতাংশ, এর পরের ৬ লাখ টাকার জন্য ২০ শতাংশ, আর পরবর্তী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর ২৫ শতাংশ এবং অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপর ৩০ শতাংশ হারে কর দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় অধ্যাপক হলেন তিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

দেশের তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। নিয়োগ পাওয়া তিন শিক্ষাবিদ হলেন ইউনিভার্সিটি অব লিম্বারেল আর্টসের অধ্যাপক ইমেরিটাস ও বাংলা অধ্যয়ন কেন্দ্রের উপদেষ্টা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। ১৯ জুন মঙ্গলবার জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, নিয়োগ পাওয়া জাতীয় অধ্যাপকেরা 'জাতীয় অধ্যাপকগণ সিদ্ধান্ত মালা, ১৯৮১' অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন এবং সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন। সরকার শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত, চিন্তাবিদ ও শিক্ষকদের জাতীয় অধ্যাপক করে থাকে। জাতীয় অধ্যাপকেরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কোনো গবেষণা সংস্থা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে নিজের পছন্দমতো ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ করতে পারবেন। তবে যে ক্ষেত্রে কাজ করবেন, তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) অবহিত করতে হবে। জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে তাঁরা ইউজিসির মাধ্যমে সম্মানী ভাতা গ্রহণ করবেন। এর আগে সর্বশেষ ২০১১ সালের জুন মাসে পাঁচজন শিক্ষাবিদকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

ন্যাশনাল লাইফের ইমার্জিং ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অর্জন

বাংলাদেশের বীমা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স এবার এশিয়ার সম্মানজনক ইমার্জিং এশিয়া ইনস্যুরেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলো। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আয়োজিত অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল লাইফের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জামাল এম এ নাসের এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বীমা খাতে 'ব্যবসায় অগ্রসরমান কোম্পানি' হিসেবে 'ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স' অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স ইন্সুরেন্স ইন্সটিটিউট অব ইন্ডিয়া এবং থাইলেম্বার অব কমার্স যৌথভাবে বীমা শিল্পে বিশেষ

অবদানের জন্য বাংলাদেশ ছাড়াও ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, লাওস এবং কম্বোডিয়ায় বিভিন্ন বীমা কোম্পানিকে উক্ত অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

বিবিএসের জরিপ: দেশে গড় আয় এখন ৭২ বছর

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় এখন ৭২ বছর। এর মধ্যে পুরুষের গড় আয় বেড়ে হয়েছে ৭০ বছর ৭ মাস ২০ দিন আর নারীর ৭৩ বছর ৬ মাস। এক বছর আগে (২০১৬ সাল) দেশের মানুষের গড় আয় ছিল ৭১ বছর ৭ মাস। গড় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারী এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৭ সালের হিসাবে এসব তথ্য উঠে এসেছে। 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ' (এমএসডিএসবি) শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের অনুমিত জনসংখ্যা ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার। ২০১৭ সালের ১ জুলাই জনসংখ্যার প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১৬ কোটি ২৭ লাখ। হিসাব অনুযায়ী, পুরুষের সংখ্যা ৮ কোটি ১৯ লাখ ১০ হাজার, নারীর সংখ্যা ৮ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশই স্থির রয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে পুরুষের গড় আয় বেড়ে হয়েছে ৭০ বছর ৭ মাস ২০ দিন। ২০১৬ সালে যেখানে পুরুষের গড় আয় ছিল ৭০ বছর ৩ মাস ১৮ দিন। তবে পুরুষের চেয়ে নারীর গড় আয় বাড়ার হার বেশি। ২০১৬ সালে নারীর গড় আয় ছিল ৭২ বছর ১০ মাস ২৪ দিন। ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ বছর ৬ মাস। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশের মোট বিবাহযোগ্য পুরুষ জনসংখ্যার ৫৯.৯ শতাংশ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। ২০১৬ সালে এ হার ছিল ৫৯.২ শতাংশ। একই সঙ্গে বিপ্লবীক, তালুকপ্রাপ্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন পুরুষের হার ১.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশ। অবিবাহিত পুরুষ জনসংখ্যার হার কমে হয়েছে ৩৮.৬ শতাংশ। যা এর আগের বছর ছিল ৩৯.৪ শতাংশ। নারীদের বিবাহ, তালুক ও পৃথক বসবাসও বেড়েছে। বিবাহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার প্রবণতা ২০১৬ সালের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। ২০১৭ সালে এ হার হয়েছে ১০.৫ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ১০ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ২০১৬ সালের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। ২০১৭ সালে ৬২.৫ শতাংশ মানুষ এ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, যা আগের বছর ছিল ৬২.৩ শতাংশ। ৭ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭২.৩ শতাংশ হয়েছে। ১৫ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সী জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭২.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭২.৯ শতাংশ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

সবচেয়ে মূল্যবান ব্র্যান্ড

সবচেয়ে মূল্যবান ১০০ ব্র্যান্ডের তালিকা 'ব্র্যান্ডজি' প্রকাশ করেছে ডব্লিউপিপি এবং কানটার মিলওয়ার্ড ব্রাউন। নতুন তালিকায় শীর্ষে দশে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে দুটি চীনা প্রতিষ্ঠান। এর একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট আলিবাবা, অন্যটি ইন্টারনেট সেবানির্ভর প্রতিষ্ঠান টেনসেন্ট। শীর্ষ দশের বাকি আটটি প্রতিষ্ঠানই মার্কিন। এদের মধ্যে শীর্ষে যথারীতি গুগল, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে অ্যাপল। তৃতীয় আমাজন, চতুর্থ মাইক্রোসফট, পঞ্চম টেনসেন্ট, ষষ্ঠ ফেসবুক সপ্তম ভিসা, অষ্টম ম্যাকডোনাল্ডস, নবম আলিবাবা, এবং দশম এটিএনটি।

ইতিহাস গড়ল স্পেন

স্পেনের সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেন তাঁর ১৭ সদস্যের মন্ত্রিসভায় ১১ জন নারীকে মন্ত্রী করেছেন। দেশটির ষষ্ঠ ফিলিপ ৭ জুন পেদ্রোস ১৮ সদস্যের মন্ত্রিসভাকে শপথবাচ্য পাঠ করান। দেশটির ইতিহাসে মন্ত্রিসভায় এত বেশি সংখ্যক নারী অন্তর্ভুক্তির ঘটনা এই প্রথম। শুধু তাই নয়, ইউরোপের যেকোনো দেশের তুলনায় এই হার অনেক বেশি। পেদ্রো সানচেন প্রতিরক্ষা, অর্থ, অর্থায়ন ও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন নারীদের। দলীয় নেতা ও রাজনীতির বাইরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠন করা পেদ্রো সানচেনের মন্ত্রিসভাকে 'নারীবাদী মন্ত্রিসভা' বলা হচ্ছে।

নারীদের জন্য শীর্ষ বিপজ্জনক দেশ ভারত

বিশ্বে নারীদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ ভারত। দেশটিতে নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি নারীদের জন্য বিপজ্জনক বিশ্বের এমন ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ করে থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন। ওই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। তালিকায় এর পরেই রয়েছে আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, ডিআর কঙ্গো, ইয়েমেন, নাইজেরিয়া এবং সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের নাম। সাত বছর আগে একই জরিপে ভারত চতুর্থ অবস্থানে ছিল। যৌন নিপীড়ন, পাচার, জোরপূর্বক শ্রম, বলপূর্বক বিয়ে, যৌন দাসত্ব ও ঘরোয়া সহিংসতার শিকারের হার বিবেচনায় এনে বিশ্বের ৫৫০ বিশেষজ্ঞ তালিকাটি তৈরি করেছেন। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক রীতি অনুযায়ী নারীরা কতটা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, সেটিও আমলে নেওয়া হয়েছে। তালিকার ১০ দেশের ৯টিই এশিয়া, আফ্রিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্য থেকে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই পাঁচাত্তর।

১৯তম আইফা অ্যাওয়ার্ডস

১০ বছর পর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (আইফা) জমকালো আসর। ১৯তম এই আসরে সেরা অভিনেত্রীর খেতাব জিতেছেন প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবী। 'মম' ছবিতে অনবদ্য অভিনয়ের সুবাদে তার

ঘরে গেছে এই স্বীকৃতি। ব্যাংকের সিয়াম নিরামিত থিয়েটারে গত রবিবার (২৪ জুন) রাতে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তার স্বামী বনি কাপুর। আইফা অ্যাওয়ার্ডসে এ বছর সেরা অভিনেতা হয়েছে ইরফান খান। 'হিন্দি মিডিয়াম' ছবিতে মেয়েকে নামি স্কুলে ভর্তি করতে মরিয়া একজন বাবার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি।

এক নজরে বিজয়ীরা

সেরা চলচ্চিত্র : তুমহারি সুলু
সেরা অভিনেতা : ইরফান খান (হিন্দি মিডিয়াম)
সেরা অভিনেত্রী : শ্রীদেবী (মম)
সেরা পরিচালক : সকেত চৌধুরী (হিন্দি মিডিয়াম)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা : নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী (মম)
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী : মেহের ভিজ (সিক্রেট সুপারস্টার)
সেরা গল্পকার : অমিত মাসুরকার (নিউটন)
সেরা চিত্রনাট্য : নিতেশ তিওয়ারি ও শ্রেয়াস জেন (বেরেলি কি বরফি)
সেরা গায়ক : অরিজিৎ সিং (হাওয়াইয়ে, জব হ্যারি মেট সেজাল)
সেরা গায়িকা : মেঘনা মিশ্র (ম্যায় কৌন হু, সিক্রেট সুপারস্টার)
সেরা গীতিকার : মনোজ মুনতাসির (মেরে রাশকে কামার, বাদশাহো)
সেরা সংগীত পরিচালনা : আমাল মালিক, তানিস্ক বাগচি ও অখিল সাচদেবা (বর্দিনাথ কি দুলহানিয়া)
সেরা আবহ সংগীত : প্রীতম (জান্না জাসুস)
আজীবন সম্মাননা : অনুপম খের
বর্ষসেরা স্টাইল আইকন : কৃতি স্যানন

একনায়ক যুগে তুরস্ক

ধারাবাহিকভাবে প্রায় ১৬ বছর দেশ শাসনের পরও ২৪ জুন রবিবারের জাতীয় নির্বাচনে তুরস্কের জনগণ রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের পক্ষেই রায় দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা নিজের হাতে নেন। একই সঙ্গে দেশটির সংসদ দুর্বল হয়ে পড়বে, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পদটিও বিলোপ করতে পারেন তিনি। মানবাধিকার প্রশ্নে যেসব বিতর্ক ছিল, এবার তিনি সেগুলো উপেক্ষা করে বিরোধীদের বিরুদ্ধে কড়া কড়ি করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশটির পরাজিত প্রধান বিরোধীদলীয় নেতা ইনস নির্বাচনে অস্বচ্ছতার কথা বলেও ফল মেনে নিয়েছেন। তবে তার ভাষা হলো- এর মধ্য দিয়ে তুরস্ক এখন মারাত্মক একনায়কের শাসনের যুগে প্রবেশ করছে। ২৬ জুন নির্বাচনে বিজয়ের পর এরদোগান নতুন প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন। এর আগে তিনি গত বছর গণভোটে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করেন। এবার জরী হওয়ার পর যে ক্ষমতাগুলো নিজের হাতে রাখবেন, সেগুলো হলো রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ দান। রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। দেশে যে কোনো সময় জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবেন- এ জন্য সংসদ বা মন্ত্রী পরিষদের কাছে যেতে হবে না। পর্যবেক্ষণ করা বলেছেন, দেশটিতে আসন্ন শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্যের ঘাটতি দেখা দেবে। এ বিষয়ে এরদোগানের ভাষ্য, তিনি মূলত নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন মজবুত অর্থনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কুর্দি বিদ্রোহীদের পরাজিত করার জন্য। উল্লেখ্য,

এরদোগান ২০০৩ সালে প্রথম তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এর পর ২০১৪ সালে তিনি দেশটির নতুন সংবিধানের আওতায় প্রেসিডেন্ট হন। ২০২৩ সালে যখন তিনি চলতি মেয়াদ শেষ করবেন, তখন তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদে নির্বাচন করতে পারবেন। তার মানে হচ্ছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন।

বার্বাডোজ পেল প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতার অর্ধশতকেরও বেশি সময় পর বার্বাডোজ পেল প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। ৫২ বছর বয়সী আইনজীবী মিয়া মটলি সেই ইতিহাস গড়লেন। হাইস্কুলে পড়ার সময়ই এক শিক্ষককে তিনি বলেছিলেন, 'আমিই হব বার্বাডোজের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।' ২৫ মে ২০১৮ শুক্রবার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হলো তার। সাধারণ নির্বাচনে মটলির বার্বাডোজ লেবার পার্টির (বিএলপি) কাছে হেরে গেছে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (ডিএলপি)। ৩০টি আসনের সবকটিতেই জয় নিশ্চিত করেছে বিএলপি। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হয় ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র বার্বাডোজ। মিয়া মটলির জন্ম ১৯৬৫ সালে।

স্বাস্থ্যসেবার ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমানের দিক দিয়ে ভারত, পাকিস্তান, ভুটান এবং নেপালের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী দ্য লানসেট তাদের এক গবেষণায় এটি জানিয়েছে। ওই জরিপে দেখা যায়, স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩২তম। যেখানে ভারত ১৪৫তম, পাকিস্তান ১৫৪তম, ভুটান ১৩৪তম এবং নেপালের অবস্থান ১৪৯তম। আর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তানের অবস্থান ১৯২তম। স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে বিশ্বে শীর্ষস্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। আর সবার নিচে রয়েছে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক। তালিকায় সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা ও গুণগতমানে দ্বিতীয় নরওয়ে, তৃতীয় নেদারল্যান্ড, চতুর্থ লুক্সেমবার্গ, পঞ্চম অস্ট্রেলিয়া, ষষ্ঠ ফিনল্যান্ড, সপ্তম সুইজারল্যান্ড, অষ্টম সুইডেন, নবম ইতালি এবং দশম এনডোর। এরপর পর্যায়ক্রমে আয়ারল্যান্ড, জাপান, অস্ট্রিয়া, কানাডা, বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স এবং ২০তম অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। তবে চীনের অবস্থান ৪৮তম। এদিকে স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমানের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে কাতার। বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে কাতারের অবস্থান ৪১তম। এরপরে রয়েছে কুয়েত। তাদের অবস্থান ৪৪তম। এছাড়া ব্যাংকিংয়ে সৌদি আরবের অবস্থান ৫২তম। এরপর যথাক্রমে রয়েছে ক্রুনাই ও ওমান। তাদের অবস্থান ৫৩তম ও ৫৪তম। উল্লেখ্য, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশগুলোর চিকিৎসাসেবার মানের ওপর ভিত্তি করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

সাইবার নিরাপত্তায় ৭৩তম বাংলাদেশ

সাইবার নিরাপত্তায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭৩তম। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সাইবার

সিকিউরিটি ইনডেক্সের (এনসিএসআই) প্রকাশিত তালিকায় বাংলাদেশ এ অবস্থানে উঠে এসেছে। সম্প্রতি বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা সূচকে ১০০ দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে এনসিএসআই। সাইবার হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুতি, সাইবার ঘটনা, অপরাধ ও বড় ধরনের সংকট ব্যবস্থাপনায় তৎপরতা মূল্যায়ন করে সূচকটি তৈরি করেছে এনসিএসআই। এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে ফ্রান্স। দেশটি পেয়েছে ৮৩.১২ স্কোর। জার্মানি ও এস্তোনিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দেশ দুটির স্কোর যথাক্রমে ৮৩.১২ ও ৮১.৮২। আর ২৫.৯৭ স্কোর পেয়ে বাংলাদেশ ৭৩তম হয়। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও ভুটান যথাক্রমে ৮১.৪৮, ১২.৯৯ ও ১২.৯৯ স্কোর পেয়ে ৮৩, ৯২ ও ৯৩তম স্থান অর্জন করেছে। শ্রীলংকা ২৩.৩৮ স্কোর পেয়ে হয়েছে ৭৭তম। তালিকায় সবার নিচে রয়েছে গুশেনিয়া মহাদেশের দেশ কিরিবাতি। সূচকে তাদের স্কোর ১.৩০। আর ২.৬০ পয়েন্ট নিয়ে ৯৯তম অবস্থানে রয়েছে আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার।

শিশুর উন্নয়নে বাংলাদেশ আগের চেয়ে এগিয়েছে: সেভ দ্য চিলড্রেন

১ জুন বিশ্ব শিশু দিবসকে সামনে রেখে ৩১ মে এই বিশ্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেভ দ্য চিলড্রেন। এতে বলা হয় শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বাংলাদেশে। প্রসঙ্গত, ইউনেস্কোর হিসেবে গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ঝরে পড়ার হার ক্রমাগত কমে এখন ৩৬ শতাংশ। সেভ দ্য চিলড্রেন প্রকাশিত 'এন্ড অব চাইল্ডহুড' র্যাংকিংয়ে এবার চার ধাপ অগ্রগতি করে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩০তম। গত বছর অবস্থান ছিল ১৩৪তম। গতবারের চেয়ে ২১ পয়েন্ট বেশি পেয়ে ৭০১ পয়েন্ট নিয়ে এ বছর পাকিস্তান (৪৪৯) ও আফগানিস্তানের (১৬০) তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। তবে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে প্রতিবেশি ভারত (১১৩), শ্রীলংকা (৬০) ও মিয়ানমারের (১০৭) চেয়ে। ১৭৫টি দেশের মধ্যে র্যাংকিংয়ে শীর্ষে রয়েছে যৌথভাবে সিঙ্গাপুর ও স্লোভেনিয়া। শীর্ষ পাঁচের অন্য দেশগুলি হচ্ছে নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। সেভ দ্য চিলড্রেনের প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি শিশু যাদের বয়স ৫ বছরের কম তারা অপস্থিতি ভোগে, ৪৪ ভাগ কিশোরী মেয়েদের ২০ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায় এবং ৩.৫ ভাগ শিশু ৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই মারা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তায় পিছিয়ে বাংলাদেশ, বরাদ্দও কম

জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এ দেশে কমপক্ষে একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাবীন রয়েছে মোট জনসংখ্যার ২৮.৪ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ায় এ হার ৮৫ শতাংশ। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি হারে মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আছে। বাংলাদেশের পেছনে আছে ভারত। জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন কর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (এসকাপ) অর্থনৈতিক

ও সামাজিক জরিপে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার এই চিত্র উঠে এসেছে। এ প্রতিবেদনটি গত ৮ মে প্রকাশ করা হয়। এসকালের প্রতিবেদনে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় থাকা জনসংখ্যার হার তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার আফগানিস্তান, ভুটান, ভারত, ইরান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্কের চেয়ে বাংলাদেশের ব্যয় কম। অন্যদিকে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের ব্যয় বেশি। সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ জিডিপি ১.৭ শতাংশ ব্যয় করে। অন্যদিকে পাকিস্তান ব্যয় করে মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে তুরস্ক। তাদের ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির সাড়ে ১৩ শতাংশ। দেশে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৫৪ হাজার ২০৬ কোটি টাকা। ৭ জুন ঘোষিত আগামী অর্থবছরের বাজেটে তা ৬৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়াতে পারে। এখন দেশে প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ প্রায় ১৪৫টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আছে।

বিশ্ব শান্তির সূচকে ৯ ধাপ পিছালো বাংলাদেশ
বিশ্ব শান্তি সূচকে (গ্লোবাল পিস ইনডেক্স-জিপিআই) ২০১৭ সালের জুলাই ৯ ধাপ পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। ১৬০টি দেশের ওপর ওই সূচক নির্ধারণ করা হয়। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৩তম, অর্জন করেছে ২.০৮৪ পয়েন্ট। ২০১৭ সালে ২.০৩৫ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৪তম। ৬ জুন বুধবার লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সর্বশেষ গ্লোবাল পিস ইনডেক্স। এবার ভুটানের অর্জন ১.৫৪৫, শ্রীলঙ্কা ১.৯৫৪ ও নেপাল ২.০৫৩ পয়েন্ট। তা সত্ত্বেও ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। এবার ভারতের অর্জন ২.৫০৪, পাকিস্তান ৩.০৭৯ ও আফগানিস্তান ৩.৫৮৫ পয়েন্ট। ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস প্রস্তুত করেছে এবারের ১২তম গ্লোবাল পিস ইনডেক্স বা বিশ্ব শান্তির সূচক। এটি সিডনিভিত্তিক একটি অলাভজনক নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সবচেয়ে কম শান্তির দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সিরিয়া, আফগানিস্তান, দক্ষিণ সুদান, ইরাক ও সোমালিয়ায়। অন্যদিকে আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও ডেনমার্ককে চিহ্নিত করা হয়েছে সবচেয়ে শান্তির দেশ হিসেবে।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি চলতি বছরই
প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ বছরই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এই চুক্তি সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাইত্রিপালা সিরিসেনার সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে চুক্তি করতে সম্মত হয় বাংলাদেশ। সে সময় আরও ১৩টি সমঝোতা স্মারকও সই হয়। এখন মুক্তবাণিজ্য চুক্তির কারিগরি বিষয়গুলো দুদেশ খতিয়ে দেখছে। খুব শিগগিরই এ বিষয়ে দুদেশের মধ্যে কারিগরি পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। দুদেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক এবং শ্রীলঙ্কার বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যে সুবিধা দিয়েছে,

সে কারণে শ্রীলঙ্কা বিনিয়োগবিষয়ক অংশীদারিত্বের জন্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মোংলা বন্দরে এনএইউজিএফএস গ্যাস (বাংলাদেশ) লিমিটেড যে ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, সেটা প্রমাণ করে বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কার বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো সুযোগ রয়েছে।

চীনে এসসিও আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলন

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও)তে ভারত ও পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করার পর এই প্রথম সম্মেলন হচ্ছে। ২০১৭ সালে আস্তানায বার্ষিক সম্মেলনে দেশ দুটিকে যুক্ত করা হয়। সংস্থার অন্য সদস্য দেশগুলো হলো চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। এ ছাড়া এবারের সম্মেলনে চার পর্যবেক্ষক দেশও থাকছে; এরা হলো আফগানিস্তান, ইরান, মঙ্গোলিয়া ও বেলারুশ। ১৮তম বার্ষিক সম্মেলনে ইরান, রাশিয়াসহ অন্যান্য কৌশলগত মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে দুইদিনের আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনের আয়োজন করেছে চীন। ৯-১০ জুনের দুই দিনের এই সম্মেলনে মুক্ত বাণিজ্য, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সহায়তা, সম্ভাবনামূলক বিরোধী সহায়তা, বেস্ট এন্ড রোড প্রকল্প এবং পর্যটনের ওপর জোর দিবেন এসসিও সদস্যরা। এছাড়া রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মামুনু হোসাইন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ সব নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠকে মিলিত হবেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

সবচেয়ে ক্ষমতাধর সুপার কম্পিউটার আবারও যুক্তরাষ্ট্রে

৮ জুন শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি 'সামিট' নামের নতুন একটি কম্পিউটার উন্মোচন করে। বলা হচ্ছে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর কম্পিউটার। চীনের কাছে পিছিয়ে থাকার পর আবারও বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির কম্পিউটারের জায়গা দখল করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সুপার কম্পিউটারটি বানাতে যুক্তরাষ্ট্র কম্পিউটার নির্মাতা মার্কিন প্রতিষ্ঠান আইবিএম আর চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ায় সঙ্গে মিলে কাজ করেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম বরাত দিয়ে জানা যায়, আইবিএম এই সুপার কম্পিউটার বানিয়েছে। এটি দ্রুততম সুপারকম্পিউটার। সামিট আসার আগে বিশ্বের দ্রুততম সুপার কম্পিউটারের মালিক দেশগুলোর তালিকায় পঞ্চম স্থানে ছিল যুক্তরাষ্ট্র। সামিট সেকেন্ডে সর্বোচ্চ দুই লাখ ট্রিলিয়ন হিসাব করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাধর সুপার কম্পিউটার টাইটানের চেয়ে এটি আটগুণ বেশি ক্ষমতাধর। এটি বানাতে চার বছর লেগেছে।

ট্রাম্প-কিম ঐতিহাসিক বৈঠক : যে ৪ বিষয়ে সমঝোতা

হোয়াইট হাউস ১২ জুন মঙ্গলবার দুই নেতার সই করা সমঝোতাপত্রটি প্রকাশ করে। যে চার বিষয়ে ট্রাম্প ও কিম একমত পেয়েছেন, সেগুলো হলো-
১. দুই দেশের জনগণের শান্তি ও সন্ধির স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া নতুন ধারার সম্পর্কের সূচনা করবে।
২. কোরীয় উপদ্বীপে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করবে দুই দেশ।

৩. ২৭ এপ্রিলের পানমুনজাম ঘোষণা অনুযায়ী পুরোপুরি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে উত্তর কোরিয়া।

৪. যুদ্ধবন্দিদের উদ্ধারের অঙ্গীকার করছে উত্তর কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে যাদের শনাক্ত করা গেছে, তাদের নিজ নিজ দেশে শিগগিরই প্রত্যাবাসন করা হবে।

নেপালের সঙ্গে চীনের ২৪০ কোটি ডলারের আট চুক্তি স্বাক্ষর

চীনের সঙ্গে ২৪০ কোটি ডলারের আটটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে নেপাল। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির চীন সফরের দ্বিতীয় দিনে ২০ জুন বুধবার চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে এসব চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী চীনের বিনিয়োগকারীরা নেপালে জলবিদ্যুৎ, পানিসম্পদ, সিমেন্ট কারখানা ও ফল চাও খামার উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগ করবে। বেইজিংয়ে নেপাল দূতাবাসে এসব চুক্তি সই হয়। 'বেস্ট অ্যান্ড রোড ফ্রেমের' আওতায় নেপালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাড়তে চীন প্রস্তুত। নেপালের সার্বভৌমত্ব রক্ষায়ও বেইজিং অঙ্গীকারবদ্ধ' বলেন শি। ১৮ জুন সোমবার ৫ দিনের সফরে চীন যান কে পি ওলি। ২১ জুন বিকেলে বেইজিংয়ের গ্রেট হলে ওলি ও তার চীনা প্রতিপক্ষ লি কেরিয়াংয়ের মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠকের পর আরো কয়েকটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ওলি। এরপর এটাই তার প্রথম চীন সফর। এর আগে তিনি ভারত সফর করেন।

সৌদি নারীর এখনো যে পাঁচ অধিকার নেই

এই প্রথম সৌদি নারীরা স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। আর ২৪ জুন থেকে নারীরা গাড়ি চালানোর অনুমতি পান। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বলছেন, তিনি সৌদি সমাজের আধুনিকায়ন করতে চান। কিন্তু তার পরও এই দেশে এখনো মেয়েরা অনেক কিছুই করতে পারেন না যেমন :
বাংক অ্যাকাউন্ট খোলা : পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সৌদি নারীরা কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না। সৌদি আরবে যে 'গার্ডিয়ানশিপ প্রথা' চালু রয়েছে, তার কারণেই এই বিধিনিষেধ।
পাসপোর্ট পাওয়া : গার্ডিয়ানশিপ প্রথার আরেকটি উদাহরণ বিশেষ ভ্রমণের পাসপোর্ট পেতে হলে একজন সৌদি নারীর অবশ্যই একজন পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি লাগবে।
বিয়ে কিংবা বিয়েবিচ্ছেদ : বিয়ে কিংবা বিয়েবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি দরকার হয়।
পুরুষ সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে কফি খেতে যাওয়া : সৌদি আরবে সব রেস্টুরেন্টেই পুরুষ আর মহিলাদের বসার জায়গা আলাদা। যারা পরিবার-পরিজন নিয়ে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছেন, তাদের বসতে হয় পরিবার এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে।
ইচ্ছেমতো পোশাক পরার স্বাধীনতা : সৌদি নারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরার সময় মুখ ঢাকতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাপড়ে আবৃত থাকতে হবে।

৩৮তম বিসিএস

লিখিত পরীক্ষার টিপস

বাংলা

- আবু হোরাযরা

১. 'মেঘনাদবধ' কাব্য সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
উত্তর : বাংলা সাহিত্যাকাশে রচনার সময়কালে খুবই ক্ষণজন্মা এক প্রধান পুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট, মহাকাব্য, প্রহসন, সার্থক নাটক, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও ট্রাজেডি নাটকের রচয়িতা। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য। যেটা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।

মেঘনাদবধ কাব্যের পরিচয় : মাইকেলের সর্ববৃহৎ এবং বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মেঘনাদবধ। এটা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এটা মাইকেলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এখানে তিন দিন ও দুই রাতের একটি ঘটনা কাব্যিক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ঘটনাটি রামায়ণ থেকে অনুকরণকৃত। রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করেছে রাবণ। সীতাকে উদ্ধারের জন্যে রাম তার ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধে রাবণের সন্তান বীরবাহু এবং কুম্ভকর্ণ মারা গেছে। রাবণের স্ত্রী মেন্দোদারী হাহাকার করছে। রাবণের আরেক সন্তান মেঘনাদ তার স্ত্রী প্রমীলাকে নিয়ে উদ্যানে বিলাসিতায় মত্ত ছিলো। দেশান্ত্রবোধের কারণে সে তার আরাম ত্যাগ করে যুদ্ধে এসেছে। কিন্তু নিজের চাচা বিভীষণের চক্রান্তে অগ্নিদেবের মন্দিরে নিরস্ত্রভাবে লক্ষ্মণের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মৃত্যুতে স্ত্রী প্রমীলা চিত্তাভোজন করেছে। মাইকেল নয়টি সর্গ বা অধ্যায়ে তার এ কাব্যটি রচনা করেন। প্রথম সর্গ অভিষেক, শেষ সর্গ সংযুক্তিয়া। মূলত ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতা মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করেন এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। মাইকেলের মেঘনাদবধ শুধু একটি মহাকাব্যই নয়। এটি একটি দেশপ্রেমের প্রতীক, একটি ধর্মীয় বিরোধ। সত্য মিথ্যার মাঝে বিদ্রোহী এ এক অমর মহাকাব্য।

২. চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান করুন।

উত্তর : মধ্যযুগের আদি নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। যেটি ১৯০৯ সালে বাকুড়া জেলায় কালিয়া গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেছিলেন শ্রী বসন্তরঞ্জন রায়। 'চণ্ডীদাস সমস্যা' বলতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটির লেখক/কবি জনিত সমস্যাকে বুঝায়।

চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান : শ্রী কৃষ্ণকীর্তনের

পুঁথিতে তিন ধরনের লেখা পাওয়ার কারণেই মূলত এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। চণ্ডীদাস নামটি এ পুঁথিতে বহুবার লেখার কারণে মূল চণ্ডীদাস কতজন সেটা নিয়েই এ সমস্যার সৃষ্টি।

ড. আহমদ শরীফের মতে, চণ্ডীদাস ৪ জন।

১. আদি চণ্ডীদাস ২. দ্বিজ চণ্ডীদাস ৩. দীন চণ্ডীদাস ৪. চণ্ডীদাস।

সুকুমার সেনের মতে, চণ্ডীদাস ৩ জন।

১. আদি চণ্ডীদাস ২. দ্বিজ চণ্ডীদাস ৩. দীন চণ্ডীদাস।

কিন্তু পুঁথির লেখায় তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

প্রথমত : আদি চণ্ডীদাসের লেখা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তার উপমা ও রূপকের ব্যবহার মধ্যম মানের।

দ্বিতীয়ত : দ্বিজ চণ্ডীদাসের লেখা প্রয়োজনের অনুযায়ী যথার্থ। তার উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অলংকারের ব্যবহার অতুলনীয়।

তৃতীয়ত : দীন চণ্ডীদাস নিম্নমানের কবি।

প্রয়োজনের তুলনায় তার লেখা কম। তিনি রাধা-কৃষ্ণের দৈহিক নগ্নতা বেশি প্রকাশ করেছেন।

অতএব বলা যায়, চণ্ডীদাস ৩ জন। প্রথমজন আদি চণ্ডীদাস। যার ডাকনাম অনন্ত বড়। তাই

তাকে বড় চণ্ডীদাস নামে ডাকা হয়। দ্বিতীয় জন দ্বিজ চণ্ডীদাস। যে মূলত পদাবলীর কবি।

তৃতীয়জন দীন চণ্ডীদাস। তিনি সতের শতকের কবি। এটাই চণ্ডীদাস সমস্যার সমাধান।

৩. আরাকান রাজসভার কবিদের নাম ও রচনা লিখুন।

উত্তর : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অনেকটাই রাজসভা কেন্দ্রিক ছিল। তেমনি এক রাজসভা আরাকান। যেখানে রাজত্ব হিন্দুদের হলেও কবিরা বেশিরভাগই মুসলমান ছিলেন। আরাকানের বর্তমান নাম চট্টগ্রাম। এখানেই প্রথম মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়।

আরাকানের কবিগণ :

১. দৌলত কাজী : আরাকানের প্রথম মুসলিম কবি।

তার রচনা "সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী।"

২. মরদন : তার রচনার নাম নসীরানামা।

৩. কোরেশী মাগন ঠাকুর : আরাকানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই আলাওলের সাহিত্যগুরু। তার রচনা 'চন্দ্রাবতী'।

৪. আলাওল : আরাকানের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি অনেকগুলো অনূদিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার গ্রন্থগুলো হলো- পদ্মাবতী, সয়ফুলমূলক ও বদিউজ্জামাল তোহফা, রাহতালনামা, সপ্তপয়কর, সেকান্দারনামা ও পদাবলী।

৫. আবদুল করীম খোন্দকার : রচনা "দুদ্রা মজলিস"।

৬. শমশের আলী : রচনার নাম "রিজওয়ান শাহ।"

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যখন দেবতা ও ধর্ম ছাড়া কোনো সাহিত্যই রচিত হতো না, কেবল আরাকানেই তখন মানুষকে এবং মানুষের জীবনকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে বলা যায়। মধ্যযুগের আধুনিক রাজসভাই ছিল আরাকান রাজসভা।

ভাষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য
- শারমিন সুবাহানা দোহেলা

সাহিত্য হিসেবে বাংলা বহু আগে পৃথিবীর বুকে জায়গা করে নিলেও সে ছিল অবহেলিত। গরীব, দুঃখী, পাগিয়ে বেড়ানো মানুষেরাই বাংলা প্রথম লিখেছিল। কিন্তু পৃথিবীর বুকে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা হয় ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই সেই ভাষা আন্দোলন নিয়েও তৈরি হয়েছে বাংলা সাহিত্য। যেগুলো আমাদের সাহিত্য আর প্রয়োজনের বিচারে এক অমূল্য সম্পদ। আমি এ গ্রন্থে কয়েকটি সাহিত্যকর্ম আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। যা আপনাদের কিছুটা প্রয়োজন মেটাতে পারে।

কবিতা : ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবিতা "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি" কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী। চট্টগ্রামে বসে তিনি এ কবিতাটি লিখেছিলেন। তার অসুস্থতার কারণে তিনি এটি নিজ হাতে লিখতে পারেননি। তার মুখে শুনে লিখেছিলেন 'ননী ধর'। প্রথমে এটি চট্টগ্রাম প্রেসক্রাফে পড়া হয়। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমনার বটমূলে পাঠ করা হয়। ভাষা আন্দোলনের অন্য কয়েকটি কবিতা হলো-

◆ মাগো ওরা বলে-আবু জাফর ওয়ায়দুল্লাহ।

◆ বর্ণমালা আমার দুখিনী বর্ণমালা-শামসুর রাহমান।

◆ ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়-আবদুল লতিফ।

◆ স্মৃতির মিনার - আলাউদ্দিন আল আজাদ।

◆ একুশের কবিতা - আল মাহমুদ।

উপন্যাস : ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপন্যাস আরেক ফাল্গুন। উপন্যাসিক জহির রায়হান।

অন্যান্য উপন্যাস-

◆ একুশে ফেব্রুয়ারি - জহির রায়হান

◆ যাপিত জীবন - সেলিনা হোসেন

◆ নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি - সেলিনা হোসেন

◆ ওঙ্কার - আহমদ হুফা

◆ আর্তনাদ - শওকত ওসমান।

নাটক : ভাষা আন্দোলনের প্রথম নাটক 'কবর'। মুনীর চৌধুরীর এ নাটকটি জেলখানায় বসে লেখা। রনেশ দাসগুপ্তের অনুরোধে তিনি এ নাটকটি রচনা করেন।

ছোটগল্প : ৫২-এর প্রথম ছোটগল্পের লেখক জহির রায়হান। গল্পের নাম "একুশের গল্প"।

অন্যান্য গল্পগুলো হলো-

◆ পলিমাটি - সিরাজুল ইসলাম

◆ বিগবাক - আতোয়ার রহমান

◆ গিবরবাসি - নাসরিন জাহান

◆ আরো একজন - শওকত ওসমান।

গান : ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গানগুলোর মাঝে শ্রেষ্ঠ হলো-

◆ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি

গীতিকার : আবদুল গাফফার চৌধুরী

প্রথম সুরকার : আবদুল লতিফ।

বর্তমান সুরকার : আলতাফ মাহমুদ।

◆ সালাম সালাম হাজার সালাম

গীতিকার : ফজলে খোদা

সুরকার : আবদুল জব্বার।

Suggestion of International Affairs - Abu Naser Tuku

Short Question

1. Geopolitics and Geo-economic কী? বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতির ৫টি সুবিধা আলোচনা করুন।
2. Post modernism কী? ইহার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
3. ইউরোপীয়ান কাউন্সিল ও ইউরোপীয়ান কমিশন-এর মূল পার্থক্য লিখুন।
4. Brexit কী?
5. Foreign Policy'র Internal এবং External factor-সমূহ লিখুন।
6. Non state actor কী?
7. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে non state actor-এর ৫টি ভূমিকা লিখুন।
8. CEDAW কী?
9. Disarmament ও Arms control-এর মধ্যে তফাৎ কী?
10. Terrorism কী?
11. Balance of power ও Balance of threat-এর মধ্যে তফাৎ কী?
12. Nationalism-এর উপাদানসমূহ কী? Nationalism ও Nation-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
13. Nation এবং state-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
14. Human Security কী?
15. Globalization-এর বৈশিষ্ট্য ও Trend-সমূহ আলোচনা করুন।
16. জাতি রাষ্ট্রের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব কী?
17. Globalization কাকে বলে?
18. স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের উপর Globalization-এর প্রভাব কী?
19. Diplomatic immunities ও Privileges-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
20. সংক্ষেপে কূটনীতিবিদদের ৫টি immunities ও privileges আলোচনা করুন।
21. Regionalism and Regionalization-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
22. SDG কী?
23. North-South gap বলতে কী বুঝেন?
24. উন্নত রাষ্ট্রসমূহ স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে কেন foreign aid দেয়?
25. স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ কেন foreign aid গ্রহণ করে?
26. FDI-এর প্রয়োজনীয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে?
27. Tariff, Non-Tariff ও Para tariff বাধা বলতে কী বুঝেন?
28. Climate diplomacy ও Economic diplomacy কী?
29. সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ কী? নব্য উপনিবেশবাদের ৫টি ধারা লিখুন।
30. TRIMS ও TRIPS কী?
31. Cop ও Mop কী?
32. Kyoto protocol কী?

33. Peace, Peace keeping, peace building এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কী?
34. ছিটমহল কী?
35. GSP কী?
36. Corridor কী?
37. Traditional security এর মূল বিষয়সমূহ কী?
38. IMP-এর কাজ কী?
39. WB-এর কাজ কী?
40. WTO-এর কাজ কী?
41. অপ্রচলিত নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?
42. New world order কী?
43. WTO-এর সর্বোচ্চ সম্মেলন কী? সর্বশেষ সম্মেলন কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
44. BCIM ও BBIN কী?
45. International Trade কেন সংঘটিত হয়?
46. Free trade ও Financial liberalism কী?
47. Protectionism কী?
48. NPT কী? Blue economy কী?
49. SATPA ও SAFTA কী?
50. Electoral College কী?
51. Responsibility to Protect (R2P) কী?
52. Bretton-Woods Institutions বলতে কী বুঝেন?
53. Power কী?
54. National Power কী?
55. Hard, Soft ও Smart power কী?
56. APEC কী?
57. Foreign Policy-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
58. Kyoto Protocol, Montreal Protocol ও Cartagena Protocol কী?
59. G-8 ও G-77 কী?
60. টিকা লিখুন
EU, ASEAN, NATO, BIMSTEC, ADB, AIIB, NDB, OPEW.

Broad Question

1. আঞ্চলিকতাবাদের সফলতার পূর্বশর্তসমূহ ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করে EU থেকে ব্রিটেনের Brexit-এর কারণসমূহ আলোচনা করুন।
2. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কারণ ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করুন।
3. পররাষ্ট্রনীতি কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করে পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসমূহ আলোচনা করুন।
4. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আলোচনা করুন।
5. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করে ইহার সফলতা ও ব্যর্থতাসমূহ আলোচনা করুন।
6. Non state-এর উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইহাদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
7. মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর ব্যাপক নির্ধাতনের পর বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ইহার সমাধানে বাংলাদেশ সরকার কী কী বিকল্প ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

৮. কূটনীতি কী? কূটনীতিবিদদের কার্যাবলি, সুযোগ-সুবিধা ও বিমুক্তিসমূহ আলোচনা করুন।
৯. Balance of Power কী? Balance of Power অর্জনের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
১০. ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের পদ্ধতি আলোচনা করুন।
১১. বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় জাতিসংঘের সংস্কার কতটুকু প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।
১২. স্বায়ুত্বের সাম্প্রতিক প্রকৃতি কী? উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক সংকট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় বিশ্ব রাজনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
১৩. সিরিয়া সংকট কী? রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকায় এ সংকট সমাধান সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কী?
১৪. ২০১৫ সালে ৬ জাতির সাথে ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে এর সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।

✳ Captcha কী? পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কী করা উচিত?

যে কোনো নেটওয়ার্কের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নিরাপত্তা বা নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা। একটি নেটওয়ার্কে প্রবেশকারী মানুষ বা যন্ত্রকে আলাদা করার যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে Captcha বলে। কোনো নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার পরও একটি বিশেষ লেখা টাইপ করতে হয়, যে লেখাগুলো শুধু মানুষই বুঝতে পারবে, কিন্তু কোনো যন্ত্র বুঝতে পারবে না। এই বিশেষ লেখাগুলোকে Captcha বলে। নেটওয়ার্কের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়।

পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য করণীয় :

পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলো করব-

- সংক্ষিপ্ত পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে দীর্ঘ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব।
- কেবল ছোট বা বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার না করে ছোট ও বড় হাতের অক্ষর মিশিয়ে ব্যবহার করব।
- শক্তিশালী পাসওয়ার্ড বর্ণ, সংখ্যা ও প্রতীক সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অনলাইনে পাসওয়ার্ডের শক্তিমত্তা যাচাই করে পাসওয়ার্ডের শক্তিমত্তা বাড়তে হবে।

✳ ম্যালওয়ার কী? ম্যালওয়ার কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর।

কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে, যা কম্পিউটারের কাজে বিঘ্ন ঘটায়, হার্ডওয়্যারের ইন্টারফেস বিনষ্ট করে, এমনকি সম্পূর্ণ কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে, এ ধরনের সফটওয়্যারকে ক্ষতিকারক সফটওয়্যার বা মেলিসিয়াস সফটওয়্যার বলে। মেলিসিয়াস সফটওয়্যারকে সংক্ষেপে ম্যালওয়ার বলে। কম্পিউটার ভাইরাস, কম্পিউটার ওয়ার্ম, ট্রোজান হর্সেস, বুটকিটস, কিলগার, ডায়ালাগ প্রভৃতি ম্যালওয়ারের অন্তর্ভুক্ত।

Question Analysis : 10th To 37th BCS Written Examination (Last-Phase)

1. Fill in the blanks.

- ◆ Did Kamal care — living in the country? (for)
- ◆ He is suspected — receiving stolen goods. (of)
- ◆ His wife advised him not — any risks. (to take)
- ◆ What is the matter — him that he is often late? (with)
- ◆ He mentioned all — problems at the beginning. (of the)
- ◆ This is the book I was telling you—. (about)
- ◆ How do you account — this change? (for)
- ◆ They live— catching fish. (on)
- ◆ I hope you will — this opportunity. (avail yourself of)
- ◆ He is incapable — forming lasting friendship. (of)
- ◆ He gets—well with his colleagues. (on)
- ◆ You—better call a doctor. (had)
- ◆ The thief made—with the cash. (away)
- ◆ This course of action was decided—at the meeting. (on)
- ◆ I ran—my friend at the airport. (across)
- ◆ Could he survive that long only— bread and water? (on)
- ◆ Could you not think—a better excuse? (of)
- ◆ He fell—the woman at first sight. (in love with)
- ◆ Tom hit—an excellent idea. (upon)
- ◆ His looks are so striking he stands—in any gathering. (out)
- ◆ I want to live — peace with you. (in)
- ◆ Don't be poor — spirit. (in)
- ◆ I do not care — you. (for)
- ◆ He is jealous — my fame. (of)
- ◆ Momena is careful — her ornaments.(of)
- ◆ I resigned myself — fate. (to)
- ◆ I suspect him — treachery. (of)
- ◆ He sent me a cheque — Tk. 5000. (for)
- ◆ Don't look down — the poor. (upon)
- ◆ The principal gave — the prizes. (away/out)
- ◆ He was sick — the whole business.(of)
- ◆ The soil of Comilla is favourable— roses. (to/for)
- ◆ He was reverted — his former post. (to)
- ◆ Be careful! You may fall — your bicycle. (off)
- ◆ Do not try to divert the man — this purpose. (from)
- ◆ Alcohol tells — your health. (upon)
- ◆ He took her — a spy. (for)
- ◆ Water eats — iron. (away)
- ◆ I cannot make — what he says.(out)
- ◆ They had to call — the match as the ground was wet. (off)
- ◆ The thief ran away and the police ran — him. (after)
- ◆ They blamed me — their sufferings. (for)
- ◆ The boarder kept the cabin key — the hotel manager. (to)

- ◆ You must abide — your decision. (by)
- ◆ My father insisted — my going to Chittagong. (on)
- ◆ I will see — the problem tomorrow. (to)
- ◆ He called — me — my residence. (on), (at)
- ◆ Do not quarrel — this issue.(over/on)
- ◆ I cannot lower myself — such meanness. (to)
- ◆ Luna has cut — her budget. (down)
- ◆ We went — boat to Sylhet.(by)
- ◆ Lean the ladder — the wall.(against)
- ◆ Can you think — a better solution? (of/about)
- ◆ Don't be— such a bad mood. (in)
- ◆ His climb— power has not been easy. (to)
- ◆ I have no prejudice — any food. (against)
- ◆ Excuse me for trespassing — your time. (on)
- ◆ We urged — him to consider it. (upon)
- ◆ His book treats — music.(of)
- ◆ He has little thirst — knowledge.(for)
- ◆ His words are susceptible — flattery. (to)
- ◆ They revel — frivolities.(in)
- ◆ Don't dwell — past mistakes.(for)
- ◆ Is the room large — for you? (enough)
- ◆ He reposed — bed for some time. (on)
- ◆ He has a reputation—honesty. (for)
- ◆ The teacher impressed—us the value of discipline. (on/upon)
- ◆ He jumped— a conclusion not warranted by facts. (to)
- ◆ The alternative — submission is death. (to)
- ◆ I have no prejudice — him. (against)
- ◆ He is intent — visiting Germany. (upon/on)
- ◆ The prize money was divided — the eleven players. (among)
- ◆ I was ignorant—the plan. (of)
- ◆ Yesterday I came—an old friend. (across)
- ◆ Napoleon had a genius—military tactics. (for)
- ◆ He is rich—to buy a house. (enough)
- ◆ She said nothing—reply. (in)
- ◆ I took an umbrella—it should rain. (lest)
- ◆ Your small money was—great help to me. (a)
- ◆ Contrary—our expectations, he failed in the examination. (to)
- ◆ You will miss the train—you start at once. (unless)
- ◆ I heard somebody—at the door. (knocking)
- ◆ You must conform—the regulations. (with/to)
- ◆ Examinations act as an incentive—diligence. (to)
- ◆ He is too miserly to part—his money. (with)
- ◆ The old man is as wise as—owl. (an)
- ◆ Her friend is still angry—her. (with)
- ◆ A woman's work is—done. (never)
- ◆ Shut the windows and keep the cold—. (off)
- ◆ He does not leave his house—9 O'clock.(until/before)
- ◆ His illness is a mere pretext—his absence. (for)
- ◆ I cannot stop—meanness. (to)
- ◆ A public man should be tolerant—criticism. (of)
- ◆ Never do anything that is not compatible—public safety. (with)

- ◆ We should live in a style suited—our condition. (to)
- ◆ You have no experience—this matter. (of)
- ◆ Why are you—a fuss? (making)
- ◆ The dignity—the occasion was spoiled by the fight. (of)
- ◆ Your dependence—him in this matter will not be good for you. (on)
- ◆ Your contribution—the welfare of the society was appreciated. (to)
- ◆ Will you share your business —me? (with)
- ◆ Here is our file —the company's past history. (on)
- ◆ All is lost—honour. (except)
- ◆ The incident happened—five and six O'clock in the morning. (between)
- ◆ He was too poor—neglect the offer. (to)
- ◆ He is—a liar and a villain. (both)
- ◆ Where are you coming—? (from)
- ◆ He is — M. A. from Oxford. (an)
- ◆ The ball hit Sumon—face. (on the)
- ◆ As—historian, her work was highly rated. (a)
- ◆ What was— point of his talk? (the)
- ◆ Who were you talking—? (to)
- ◆ The market place is—fire. (on)
- ◆ The man,—I saw, told me to come back today. (whom)
- ◆ We knew that the bridge—unsafe. (was)
- ◆ He is not only industrious—intelligent. (but also)
- ◆ Mr. Asad has houses— in the country and in the city. (both)
- ◆ The sun shone— brightly that I had to put on my sunglasses. (so)
- ◆ Mr. Samad was—a powerful swimmer that he always won the races. (such)
- ◆ His job is — important than his friend's. (more)
- ◆ I found out where—buy fruit cheaply. (to)
- ◆ The plate was too hot—touch. (to)
- ◆ He agreed — me leaving early on Friday. (with)
- ◆ Copper is — useful metal. (a)
- ◆ He is not — honourable man.(an)
- ◆ Do you see — blue sky? (the)
- ◆ — Bay of Bengal is on the south of Bangladesh. (The)
- ◆ He was accused—a crime he did not commit. (of)
- ◆ This boy is good—mathematics. (at)
- ◆ Please call—Mr. Khan tomorrow morning. (on)
- ◆ I do not agree—my friend. (with)
- ◆ He was convinced—Mr. Khan's innocence. (of)
- ◆ We are always anxious — buy the best products in the market. (to)
- ◆ The student was exempted—paying his fees. (from)
- ◆ As he reached 18, the boy became independent—his father. (from)
- ◆ Public servants should be answerable—the people. (to)
- ◆ We congratulated the players—their success. (on)

- ◆ Do not insist—an answer. (on)
- ◆ I am indebted—my father for supporting my venture. (to)
- ◆ The mother was proud—her son. (of)
- ◆ A new tax was imposed—cigarette. (on)
- ◆ We are still short—the fund. (of)
- ◆ Have you time to listen—my story?(to)
- ◆ She was oblivious—the presence of her friend. (of/to)
- ◆ Better write his debt—(off)
- ◆ Time and tide—for none. (wait)
- ◆ You will get—trouble if you do not mend yourself. (into)
- ◆ I'll have finished—the time you get back. (by)
- ◆ I'll see—it that you get home all right. (to)
- ◆ We have not yet arrived—any decision. (at)
- ◆ I don't want to burden you—my worries. (with)
- ◆ Don't be—such a hurry. (in)
- ◆ It is bad psychology to laugh—children. (at)
- ◆ Do you adhere—any special political opinions. (to)
- ◆ I am not going to put—with any more interruptions. (up)
- ◆ Our journal aims—having at least ten thousand readers next year. (at).
- 2. Make sentences with the following :
- A wolf in sheep's clothing (আসল চরিত্রের বিপরীতমুখী ভূমিকা): Be careful because he looks kind but in fact he is a wolf in sheep's clothing.
- Gift of the gab (বাকপটুতা): Sher-e-Bangla had the gift of the gab to convince the people.
- Helter skelter (এলোমেলোভাবে): People were screaming and running helter skelter down the steps to escape the flames.
- Rank and file (সাধারণ শ্রেণির লোক): We should not ignore the rank and file of our country.
- Foot the bill (অর্থ পরিশোধ করা): Tasnia's parents footed the bill for her course fees in Northern University.
- Fight shy of (এড়িয়ে চলা): Nila always fights shy of me.
- Carry the day (জয়লাভ করা): Our freedom fighters carried the day against the occupation forces of Pakistan in 1971.
- Benefit of doubt (সন্দেহের সুবিধা): Because of the benefit of doubt, the accused got free from the charge.
- Pave the way (সুগম করা মসৃণ করা): The anti-Islamic mentality of the government of Egypt has paved the way of its downfall.
- Give in (নতি স্বীকার করা): At last, Napoleon gave in in the war of Waterloo.
- Turn in (হস্তান্তর করা): They turned in a petition with 80000 signatures.
- Black out (অন্ধকারে ঢেকে ফেলা): A power failure blacked out the whole city last night.
- Apple of discord (বিবাদের বিষয়): A small piece of land is the apple of discord between the two brothers.

- In harness (কর্তব্যরত অবস্থায়): The patriot died in harness.
- Come of (জন্মগ্রহণ করা): Nazrul Islam comes of a noble family.
- Day after day (দিনের পর দিন): The old sailor remained alone in the icy Atlantic day after day.
- Through thick and thin (সুখে দুঃখে): I am always at your side through thick and thin.
- Black sheep (ফুলাশার): Terrorists are the black sheeps of a country.
- Null and void (বাতিল): Almost all the promises of the political leaders are null and void.
- A man of letters (শ্যামান ব্যক্তি): Nobel Laureate Amartya Sen is a man of letters.
- An apple of discord (বিবাদের কারণ): The plot of land is an apple of discord between the two brothers.
- Heart and soul (সর্বাত্মকভাবে): Napoleon tried heart and soul to win the war of Water-Loo.
- Break away (হঠাৎ প্রবল প্রচেষ্টায় পালিয়ে যাওয়া): The thief broke away from the grip of the policeman.
- Make up one's mind (মনস্থির করা): She has made up her mind to become a doctor.
- Look forward to (প্রত্যাশা করা): I look forward to having your reply.
- Fresh blood (নবীন / তরুণ): Germany included some fresh blood in the 1st eleven of their football team.
- Fall out (ঝগড়া/গড়়ে যাওয়া): His hair is falling out.
- In case of (কোন কিছু ঘটলে): In case of his failure you will help him.
- As though (যেন): He laughs as though he were mad.
- Pros and cons (পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি): I know the pros and cons of the suspected matter.
- Put out (নিভিয়ে দেয়া): Put out the lamp before midnight.
- Run after (ধাওয়া করা): The police ran after the thief after crossing the road.
- ABC (প্রাথমিক জ্ঞান): As a Bangalee, I know the ABC of English.
- Come to terms (বোধ হওয়া): However, let us come to terms by party rules.
- White elephant (কাজে আনেনা কিন্তু ব্যয়বহল): The high rising building here for the hospital is like a white elephant.
- Look after (তত্ত্বাবধান করা): One should always look after one's parents.
- out of date (অচল/সেকেলে): Now this shirt is out of date.
- with a high hand (বেপরোয়াভাবে): Colonel Gaddafi ruled Libya with a high hand.
- make up one's mind (মনস্থির করা): He made up his mind to do this work.
- as soon as (সাথে সাথে/শীঘ্রই): Hamim did the sum as soon as I told him.
- get rid of (মুক্ত করা): Arafat got rid of himself from all superstitions of our society.

- fall flat (কান্ডিত ফলনাতে ব্যর্থ হওয়া): My advice fell flat on him.
- because of (কারণে): Ruma was not able to go to college because of rain.
- Fool's paradise (বোকার স্বর্গ): To become a BCS cadre is like living in a fool's paradise for me.
- At a loss (কিংকর্তব্য বিমূঢ়): I am at a loss what to do with the matter.
- Laughing stock (উপহাসের পাত্র): He is mere a laughing stock in their company.
- Open secret (গোপনীয় অথচ সকলের জানা বিষয়): Conflict over Tipaimukh Dam is an open secret now.
- Red handed (হাতেনাতে ধরা পড়া): The thief was caught red handed.
- Burning question (আলোচিত বিষয়): Global economic recession is the burning question of the day.
- Out and Out (পুরোপুরি): He is out and out a wicked man.
- With might and main (যথাসাধ্য ক্ষমতা সহকারে): I am trying with might and main to do better in the examination.
- Gift of the gab (বাগ্মিতা): Sher-e-Bangla had an extraordinary gift of the gab to convince the people.
- Take a fancy to (আকৃষ্ট হওয়া): Scientists generally do not take a fancy to art.
- Look into (তদন্ত করা): A three member committee has been formed to look into the share-market scam.
- To the purpose (যথাযথভাবে): He performed his duty to the purpose.
- Burning issue (আলোচ্য বিষয়): Growth of population is a burning issue in Bangladesh.
- Sorry figure (খারাপ ফল): He cut a sorry figure in the examination as he was inattentive to his study.
- Do away with (বন্ধ বা সমাপ্ত করা বা হওয়া): All of us should do away with all kinds of malpractice.
- In order that (কারণ): Privatization is said to be beneficial in order that it may promote competition.
- So long as (যতক্ষণ): So long as we are students, we should study hard to do well in BCS.
- Get along with (কারো সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা): We should get along with our friends.
- Turn up (পৌঁছে যাওয়া): We arranged to meet at the cinema hall at 5.30, but he never turned up.
- Feel like (কোন কিছু সম্পর্কে ধারণা বা অনুভূতি): I feel like a patient.
- In addition to (অধিক): In addition to the roast beef, I would like to have a baked potato.
- Run short of (শেষ হয়ে যাওয়া): The ancient mariner as well as the crew ran short of drinking water and their throats got dried.
- Spare no pains (কষ্টের ক্রটি না করা): The students spare no pains to do well in the examination.

- **Make good** (ক্ষতিপূরণ করা) : All the members of the family made good.
- **Pick a quarrel with** (ইচ্ছাকৃত ঝগড়া করা) : The man unfairly picks a quarrel with me.
- **Make hay while the sun shines** (সুযোগের সম্ভাব্য ব্যবহার করা) : We should make hay while the sun shines.
- **Tell upon** (ক্ষতি করা) : His sleeplessness will tell upon his health.
- **Null and void** (বাতিল) : This law has now become null and void.
- **Cast aside** (অবহেলা করা) : Mafi casts aside her old clothes.
- **Hang around** (ঝুলিয়ে দেয়া) : The dead albatross was hung around the old sailor's neck.
- **Gain ground** (অগ্রসর হওয়া) : The bilateral talks between India and Bangladesh over sharing of Ganges water gained a ground at last.
- **Hand in glove** (ঘনিষ্ঠ) : The secretary is hand in glove with his minister.
- **Throw cold water** (নিরুৎসাহিত করা) : Nobody should throw cold water on the efforts of children.
- **An axe to grind** (গুণ্ডামার্ম সাধনের উদ্দেশ্য) : I have no axe to grind and I just want to help you.
- **Put heads together** (নিজস্বের মধ্যে কোন সমস্যা বা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা) : I am sure Laila and I can come up with an idea for a wedding present if we put our heads together.
- **Cry in the wilderness** (অরণ্যে রোদন) : We keep stressing the need to save money but I'm afraid we are crying in the wilderness.
- **Break away** (হঠাৎ প্রবল প্রচেষ্টায় পালিয়ে যাওয়া) : The thief broke away from the grip of the policeman.
- **Fall through** (সফলভাবে কোন কিছু সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়া) : Their project fell through at the last minute.
- **By fits and starts** (অনিয়মিতভাবে) : He, who reads by fits and starts, cuts a sorry figure in the examination.
- **A thorn in one's flesh** (যিনি সর্বদাই বিরক্ত বা বাধা প্রদান করে/গলার কাঁটা) : He has been a thorn in my flesh ever since he joined this department.
- **To throw out of gear** (অকেজো হয়ে পড়া) : The whole administration was thrown out of gear by this accident.
- **Rank and file** (সাধারণ সৈনিক) : I think there is some trouble with the rank and file in the police department.
- **Make a case** (দাবীর পিছনে যুক্তি রাখা) : You cannot make a case out of this example.
- **Let loose** (ভয়ঙ্কর খারাপ কিছুর সম্ভাবনা বুলে দেয়া) : A reign of terror was let loose on them.
- **Half a chance** (কোন কিছু করার সুযোগ দেওয়া) : I am sure she will succeed if she is given half a chance.
- **To smell a rat** (সন্দেহ করা) : When Karim started speaking incoherently, I smelt a rat.
- **Gain ground** (অগ্রসর হওয়া) : Our new product is gaining ground against that of our competitor.
- **Flesh and blood** (রক্ত-মাংস বা মানবীয়) : No flesh and blood can bear such sort of insult.
- **At arm's length** (দূরে) : I do not know why he keeps me at arm's length.
- **Draw the line** (পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করা) : I supported him to draw the line on the issue.
- **With an eye to** (দৃষ্টি রেখে) : He worked hard with an eye to obtaining good marks.
- **Come to terms** (আপস করা) : He was compelled to come to terms with the enemy.
- **Open secret** (যে গুপ্ত রহস্য সবারই জ্ঞান) : It is an open secret that Kala Jahangir is a killer.
- **Cry in the wilderness** (অরণ্যে রোদন) : We keep stressing the need to save money, but I am afraid we are crying in the wilderness.
- **Gain the upperhand** (নিয়ন্ত্রণ নেওয়া) : The progressive wing of the party has now clearly gained the upper hand.
- **Out-and-out** (সম্পূর্ণরূপে) : Nazrul Islam was out and out a rebel poet.
- **Worth one's while** (লাভজনক) : It would be worth your while to come to the meeting.
- **Up and doing** (সক্রিয় হয়ে) : Be up and doing, if you want to succeed in life.
- **To all intents and purposes** (বাস্তবিকপক্ষে) : To all intents and purposes, he wanted to help us.
- **A square pig in a round hole** (বেখাপ্পা) : This scholar is a square pig in a round hole in our sales firm.
- **Through thick and thin** (বিপদে আপদে সব অবস্থাতেই) : A man should love another man through thick and thin.
- **Swan song** (শেষ কাজ বা অন্তিম রচনা) : Do you know what the swan song of Shelley is?
- **Eat the humble pie** (ভুল স্বীকার করা) : He had to eat the humble pie for his rudeness.
- **Get on with** (খাপ খাইয়ে চলা) : He can't get on with his wife.
- **Bear out** (উক্তি সমর্থন করা) : We can not bear out the speeches of the leader.
- **All for** (অত্যন্ত ব্যগ্র) : She is all for love.
- **By dint of** : (সাহায্যে) : He succeeded in life by dint of hard work.
- **Look down upon** : (ঘৃণার চোখে দেখা) : One should not look down upon the poor.
- **Through and through** : (সম্পূর্ণভাবে) : I have read the book through and through.
- **On the brink** : (প্রান্তে) : He watched the beautiful scenery of setting sun standing on the brink of river.
- **With a good grace** : (সুদৃষ্টিতে) : The headmaster considered his case with a good grace.
- **In the wake of** : (পঁচাতে) : Cholera breaks out in the wake of Sidre.
- **A fool's paradise** : (বোকোর স্বর্গ) : He has been living in a fool's paradise, if he believe Neha.
- **Out of question** (প্রশ্নাভীত) : He was killed by someone, it was out of question.
- **See through** (বুঝতে পারা) : I was clever enough to see through him.
- **Show off** (অহংকার করা) : Don't show off because you are not the best student in the class.
- **Put up with** (সহ্য করা) : I cannot put up with him.
- **Benefit of the doubt** (সন্দেহাবশত) : The judge gave the accused the benefit of the doubt by allowing her to go free.
- **In cold blood** (হিংস্র মনোভাৱে) : The man was murdered in cold blood.
- **Line up to** (শেষ) : The teacher ordered the students to line up to a single line.
- **On one's own** (নিজ দায়িত্বে) : Can you carry this bag on your own?
- **Put off** (বুলে ফেলা) : Put off your dirty clothes.
- **Make to** (পর্যাপ্ত পরিমাণ বা সম্ভাব্যজনক না হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া যাওয়া) : Rana makes to Kamal to recite the poem.
- **In consonance with** (সামঞ্জস্য রেখে) : The steps to remove poverty are taken in consonance with the circumstances of our rural economy.
- **With a view to** (উদ্দেশ্যে) : I went to Dhaka with a view to getting a job.
- **Give in** (আত্মসমর্পণ করা) : The Pakistani army was at last compelled to give in.
- **At par** (সমান ভাবে) : Your salary will increase at par with the rise in the prices of commodities.
- **Go in for** (নিজেকে কোন কাজে নিযুক্ত করা) : Shamim can go in for the UNESCO Art Competition.
- **Owing to** (জন্য) : I could not go to college owing to my illness.
- **A far cry** (প্রায় অসম্ভব) : Once upon a time, it was a far cry to make the antidote of tuberculosis.
- **Care for** (গোহা করা) : Ruma does not care for her mother at all.
- **Do away with** (হত্যা করা) : Do away with your bad habits.
- **Few and far between** (মাঝে মাঝে) : He came here few and far between.
- **To turn the tide** (খারাবাহিকতা পরিবর্তন করে দেয়া) : I want to turn the tide of public opinion.
- **A castle in the air** (আকাশ কুসুম ভাবা) : I do not like to build a castle in the air.
- **In black and white** (লিখিতভাবে) : I submitted an application in black and white.
- **Through thick and thin** (বিপদে আপদে সব অবস্থাতেই) : A man should love another man through thick and thin.
- **A man of straw** (দুর্বল চিত্তের লোক) : It is very difficult for a man of straw like him to make any decision.
- **In vain** (ব্যর্থ) : They tried and tried, but their efforts were in vain.
- **Get away with** (থরা না পড়ে অন্যায় কিছু করা) : How long will you get away with cheating?

<ul style="list-style-type: none"> ● Pot luck (খাওয়ার যা কিছু আছে) Come quick and take a pot luck. ● A trying time (দুঃসময়) He is in a trying time at his father's death. ● Caught on (আক্রান্ত হওয়া) He has been caught on by Jaundice. ● Taken in (নিয়ন্ত্রিত) Rahim was taken in by Salam. ● At stake now (বিপদাপন্ন) His life is at stake now. ● take a fancy to (পছন্দ করল) : He took a fancy to live in my house. ● Broke out (প্রাদুর্ভাব হল) Cholera has broken out in this village. <p>3. Correct the following sentences:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ When four years old, Paul's father died. - When Paul was four years old, his father died. ❖ Each of the actors made their entrance on time. - Each of the actors made his entrance on time. ❖ Sitting on the top of the pyramid, the camels looked very tiny. - When I was sitting on the top of the pyramid, the camels looked very tiny. ❖ Before arrived, they had a serious quarrel. - They had had a serious quarrel before I arrived. ❖ The cost of food, clothing and household goods have risen considerably. - The cost of food, clothing and household goods has risen considerably. ❖ If you work hard you will success in life. - If you work hard, you will succeed in life. ❖ His hairs are grey. - His hair is grey. ❖ Gold is brighter and precious than most other metals. - Gold is brighter and more precious than most other metals. ❖ He is suffering from fever for a week. - He has been suffering from fever for a week. ❖ The man was arrested by police who was innocent. - The man who was arrested by police, was innocent. ❖ I cannot accept fewer than fifty dollars for this article. - I cannot accept less than fifty dollars for this article. ❖ Being very tired, the alarm was not heard. - As he was very tired, he could not hear the alarm. ❖ Karim as like as his brother is an honest man. - Karim, like his brother, is an honest man. ❖ There are trees on either sides of the road. - There are trees on both sides of the road. ❖ A cluster of roses and daffodils are just outside my bedroom window. - A cluster of roses and daffodils is just outside my bed room window. ❖ Neither Habib nor his sister were present there. - Neither Habib nor his sister was present there. ❖ The air was so cold that my hands almost freeze. - The air was so cold that my hands were almost frozen. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ He drove to the edge of the river nearly. - He nearly drove to the edge of the river. ❖ While on telephone, the water in the pot boiled over. - While I was on the telephone, the water in the pot boiled over. ❖ The application of technical methods and skills were not welcomed by the villagers. - The application of technical methods and skills was not welcomed by the villagers. ❖ He was immediately anxious for starting. - He was anxious to start immediately. ❖ When eighteen, children are considered young adults. - At eighteen, children are considered young adults. ❖ Seeing the advancing army, all valuables were hidden under the stairwell. - Seeing the advancing army, they hid all the valuables under the staircase. ❖ Ejaj dislikes politics because he believes that they are corrupt. - Ejaj dislikes politicians because he believes that they are corrupted. ❖ He said that he will finish the project by May. - He said that he would have finished the project by May. ❖ Karim was exhausted so he decided to lay down for a little while. - Karim was so exhausted that he decided to lie down for a little while. ❖ The teacher always makes the students stay in their seats. - The teacher always makes the students stay their seats. ❖ Rarely Rahim forgets to do his homework. - Rarely does Rahim forget to do his homework. ❖ I need both sugar as well as milk to bake the cake. - I need both sugar and milk to bake the cake. ❖ We went to the meeting despite of our heavy burden of work in the office. - We went to the meeting inspite of our heavy burden of work in the office. ❖ The frightening hostages only wanted to be left alone. - The frightened hostages only wanted to be left alone. ❖ The carpenter joined the two beams together with long nails. - The carpenter joined the two beams with long nails. ❖ The introduction of all these machines are sure to increase production. - The introduction of all these machines is sure to increase production. ❖ He went to the mosque to pray . - He went to the mosque for praying. ❖ He announced that he will take the plane to Dhaka. - He announced that he would take the plane to Dhaka. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ They all rejected that idea of the Captain's. - They all rejected that idea of the Captain. ❖ He knew Mr. Khan who stopped smoking five years ago. - He knew that Mr. Khan stopped smoking five years ago. ❖ Badal is the fastest of the two boys. - Badal is the faster of the two boys. ❖ The basket containing ten apples were made of cane. - The basket containing ten apples was made of cane. ❖ None of us are perfect. - None of us is perfect. ❖ They came to meet my friend and I. - They came to meet my friend and me. ❖ We spent the evening as we used to do in the old days. - We spent the evening as we did in the old days. ❖ All the members were not present. - All members were present ❖ On arriving in Dhaka, his friends meet him at the station. - On his arrival in Dhaka, his friends met him at the station. ❖ Dhaka University is sometimes called Oxford of the East. - Dhaka University is sometimes called the Oxford of the East. ❖ He said that the earth moved round the sun. - He said that the earth moves round the sun. ❖ It has been raining since two days. - It has been raining for two days. ❖ Walking down the road, a bus hit Mr. Khan. - While Mr. Khan was walking down the road, a bus hit him. ❖ Shakespeare wrote many poetry. - Shakespeare wrote many poems. ❖ It is an independant newspaper. - It is an independent newspaper. ❖ The United Nations have a tremendous job before it. - The United Nations has a tremendous job before it. ❖ When a boy or a girl enters college, they find it very different from high school. - When a boy or a girl enters college, he or she finds it very different from high school. ❖ Guard against misspellings. - Guard against misspelling. ❖ Last year the people began to realise how much she has contributed. - Last year the people began to realise how much they had contributed. ❖ The affect of the storm was devastating. - The effect of the storm was devastating. ❖ By the evening the auditorium was all ready full. - By the evening the auditorium was already full. ❖ He agreed with his friend's plan. - He agreed to his friend's plan. ❖ The recurrence of identical sounds help to awaken the emotions. - The recurrence of identical sounds helps to awake the emotions.
--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Employ whomever is willing to work. – Employ whoever is willing to work. ❖ The worker has a reasonable, secure future. – The worker has a reasonably secure future. ❖ The current was swift, but he could not swim to shore. – The current was swift, so he could not swim to shore. ❖ I was truly sorry for my rude behaviour. – I was extremely sorry for my rude behaviour. ❖ Taking our seats the game started. – When we took our seats, the game started. ❖ Our teacher will not take the class today. – Our teacher will not hold the class today. ❖ The food was very tasteful. – The food was very tasty. ❖ Of the two officers, who do you think is more senior? – Of the two officers, who do you think is senior? ❖ He is appointed as a lecturer in the college. – He has been appointed a lecturer in the college. ❖ My friend takes pride on his learning. – My friend takes pride in his learning. ❖ Do you approve the idea? – Do you approve of the idea? ❖ Many cattles were slaughtered on the occasion. – Many cattle were slaughtered on the occasion. ❖ He entered into the building by the main door. – He entered the building through the main door. ❖ Hardly did we reach the station when the train left. – Hardly had we reached the station when the train left. ❖ The meeting was participated by all the members of the committee. – The meeting was participated in by all the members of the committee. ❖ The book is yet to see light of the day. – The book is yet to see the light of the day. ❖ So far I know he is innocent. – So far as I know, he is innocent. ❖ He expects his furniture's to arrive soon. – He expects his furniture to arrive soon. ❖ Bread and egg are my favourite breakfast. – Bread and egg is my favourite breakfast. ❖ Whom do you think you are? – Who do you think you are? ❖ Get the picture hanged in your room. – Get the picture hung in your room. ❖ Choose only such friends which you can trust. – Choose only such friends whom you can trust. ❖ No less than one thousand people attended the meeting. – No fewer than one thousand people attended the meeting. ❖ I saw a dead horse walking along the road. – Walking along the road, I saw a dead horse. ❖ He is neither a poet nor philosopher. – He is neither a poet nor a philosopher. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Let Munir and I go. – Let Munir and me go. ❖ He excels to speak English. – He excels in speaking English. ❖ One of my friend came to see me last day. – One of my friends came to see me last day. ❖ The child as well as mother was asleep. – The children as well as the mother was asleep. ❖ When he saw the thief, then he chased after him. – As soon as he saw the thief, he chased after him. ❖ Are you going to participate the ceremony? – Are you going to participate in the ceremony? ❖ The plane was landed just at 12 p.m. – The plane landed just at 12 p.m. ❖ He was servicing here sometimes back. – He served here sometime back. ❖ He wants to admit to Dhaka College. – He wants to get himself admitted into Dhaka College. ❖ Airport is busy place. – Airport is a busy place. ❖ He wrote a novel, but before that he wrote an one-act play. – He had written a novel before wrote an one-act play. ❖ I am looking forward to see you. – I am looking forward to seeing you. ❖ Do you know who am I? – Do you know who I am? ❖ A friend of mine was died of cancer. – A friend of mine died of cancer. ❖ There is nothing to be afraid at night. – There is nothing to be afraid of at night. ❖ Selim is not interest for politics. – Selim is not interested in politics. ❖ I insist you to do this. – I insist on your doing this. ❖ What you can do now? – What can you do now? ❖ He is senior than you. – He is senior to you. ❖ I could not come as because I was ill. – I could not come because I was ill. ❖ We will discuss about this matter tomorrow. – We will discuss this matter tomorrow. ❖ It is I who is to blame. – It is I who am to blame. ❖ Who you went there? – Why did you go there? ❖ Elephants are found in Asia and Africa. – Elephants are found both in Asia and in Africa. ❖ Everyone of them are bound to fight for their country. – Everyone of them is bound to fight for his country. ❖ He come to see you yesterday, is not it? – He came to see you yesterday, didn't he? ❖ It has been raining since a long time. – It has been raining for a long time. 4. Report in the indirect speech: ■ The prisoner said to the Judge, "By Allah! I have not stolen the money, I am wrongly accused." 	<ul style="list-style-type: none"> – Swearing by Allah, the prisoner told the Judge that he had not stolen the money and he was wrongly accused. ■ The people said to their Chairman, "Let us repair the road with our own means." – The people proposed to their Chairman that they should repair the road with their own means. ■ The Principal said to the students, "Don't waste your time in futile argument, listen to your subject teacher if you find anything confusing." – The Principal advised the students not to waste their time in futile argument and to listen to their subject teacher if they found anything confusing. ■ "Congratulations on your brilliant success!" said Azim to his friend cheerfully. – Azim congratulated his friend cheerfully on his brilliant success. ■ "I wish I were a billionaire!" said his father with a deep sigh. – His father said with a deep sigh that he wished he had been a billionaire. ■ He said to me, "May you be happy." – He wished for me that I might be happy. ■ Alexander said to Porus, "How do you desire to be treated?" – Alexander asked Porus how he (p) desired to be treated ■ The old man said to the boy, "What do you want?" – The old man asked the boy what he wanted. ■ "Brother, take this golden key and open the door", said the Magician. – Addressing as brother the magician told the person to take that golden key and to open the door. ■ Kamal said to the boys, "Let us sing a song to celebrate the day." – Kamal proposed to the boys that they should sing a song to celebrate the day. ■ The teacher said to me, "May you shine in life." – The teacher wished that I might shine in life. ■ "Do you know Bangladesh Cricket Team has defeated Newzeland?" Babul said to Rafiq. – Babul asked Rafiq if he knew Bangladesh Cricket Team had defeated Newzealand. ■ Mona said to her son, "I have often told you not to play with fire." – Mona told her son that she had often told him not to play with fire. ■ "I will do it today", the boy said. – The boy said that he would do it that day. ■ Mona said to her friends, "Let us have a picnic on Friday." – Mona proposed to her friends that they should have a picnic on Friday. ■ The boy goes on saying, "I am busy." – The boy goes on saying that he is busy. ■ The old woman said to him, "God bless you."
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - The old woman wished for him that God might bless him. ■ "Don't swim out too far, boys", I said. - I advised the boys not to swim out too far. ■ The school children said, "Long live our President." - The school children wished that their president might live long. ■ "I'll do it tomorrow", he promised. - He promised that he would do it the next day. ■ "I don't know the way. Do you?" Mother said. - Mother told me that she did not know the way and she asked me if I knew. ■ The boys said, "Bravo! we have won the game". - The boys applauded that they had won the game. ■ He said, "Good morning, Mr. rahim". - He wished Mr. Rahim good morning ■ My father said to me, "Read attentively". - My father advised me to read attentively ■ He said to me, "Let us go there together". - He proposed to me that we should go there together. ■ He said, "Man is mortal". - He said that man is mortal. ■ My mother said to me, "When did you come back from school?" - My mother asked me when I had come back from school. ■ The master said to his servant, "Do as I told you". - The master ordered his servant to do as he had told him. ■ He said, "Be quiet and listen to my words." - He ordered to be quiet and listen to his words. ■ "Help! Help!" shouted the woman. - The woman shouted for help repeatedly ■ The holy man said, "May peace prevail". - The holy man wished that peace might prevail ■ He said, "Let us wait for the award". - He proposed that they should wait for the award. ■ I said to her, "Could you give me a cup of tea?" - I asked her humbly if she could give me a cup of tea. ■ He said, "What a nice bird it is!" - He exclaimed with wonder that it was a very nice bird. ■ There were two people on board. (Complex sentence) - There were two people who were on board. ■ The porter was very fortunate. (Exclamatory) - How fortunate the porter was! ■ Don't make any mistake. (Passive) - Let not any mistake be made. ■ My mother said to me "Where are you going today?" (Indirect speech) - My mother asked me where I was going that day. ■ Foyot's is a restaurant. (Interrogative) - Isn't Foyot's a restaurant? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ What a fine bird it is! (Assertive) - It is a very fine bird. ■ When the thief saw the police, he ran away. (Simple) - Seeing the police, the thief ran away. ■ He said that he was unwell that day. - He said, "I am unwell today." ■ He said to me that he would help me. - He said to me, "I shall help you." ■ Hena wished that I might be happy. - Hena said to me, "May you be happy." ■ He exclaimed in grief that he could not stand by me in my distress. - He said to me, "Oh! I cannot stand by you in your distress." ■ "We never eat meat", they explained. - They explained that they never ate meat. ■ "I'm waiting for Farida", he said. - He said that he was waiting for Farida. ■ "I've found a flat", my father said. - My father said that he had found a flat. ■ "I took the books home", she said. - She said that she had taken the books home. 5. Change the form of the voice: ❖ My book is read by many. - Many read my book. ❖ Tell me the tale. - Let the tale be told to me. ❖ I placed the proposal to him. - The proposal was placed to him by me. ❖ All respect Seraj for his uprightness - Seraj is respected for his uprightness by all. ❖ Munni was singing a modern song. - A modern song was being sung by Munni. ❖ Did you take the therapy? - Was the therapy taken by you? ❖ Onions sell at high prices. - Onions are sold at high prices. ❖ People hate liars. - Liars are hated. ❖ Medicine should be taken on time. - We should take medicine on time. ❖ He will be reading a book. - A book will be being read by him ❖ We should stop smoking. - Smoking should be stopped. ❖ The glass was broken by Rajib. - Rajib broke the glass. ❖ Honesty is the best policy. - Honesty is called the best policy. ❖ People speak English all over the world. - English is spoken all over the world. ❖ His pen has been stolen. - Someone has stolen his pen. ❖ He made me do the work. - I was made to do the work by him. ❖ I was annoyed with him. - He annoyed me. ❖ Fire burnt the ship. - The ship was burnt. ❖ A storm has uprooted the tree. - The tree has been uprooted by a storm. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Read the book. - Let the book be read. ❖ The thief was caught. - Someone caught the thief. ❖ By whom was this done? - Who did this? ❖ My pen has been stolen. - Someone has stolen my pen. ❖ Mita loves Soma. - Soma is loved by Mita. ❖ By whom was this book given to you? - Who gave you this book? ❖ I have been invited to the party. - Someone has invited me to the party. ❖ He is loved by all. - All loves him. ❖ Who will help you? - By whom will you be helped? ❖ Tell him to come. - Let him be told to come. ❖ Enter the room by this door. - You are asked to enter the room by this door. ❖ He killed himself. - He was killed by himself. ❖ He made arrangements leave the house. - Arrangements were made to leave the house by him. ❖ Promises should be kept. - We should keep our promises. ❖ English is spoken all over the world. - People speak English all over the world. ❖ I offered him a job. - He was offered a job by me. ❖ Do this work. - Let this work be done (by you). ❖ He is writing a letter. - A letter is being written by him. ❖ The boy purchased a nice pen. - A nice pen was purchased by the boy. ❖ Open the door. - Let the door be opened. ❖ The hunter shot a bird. - A bird was shot by the hunter. ❖ Do you see the bird? - Is the bird seen by you? ❖ Please do this work. - You are requested to do this work. ❖ Badal offered me a seat. - I was offered a seat by Badal. ❖ I do not like puffed rice. - Puffed rice is not liked by me. ❖ There is no time to lose. - There is no time to be lost. ❖ I have lost my pen. - My pen has been lost. ❖ Had you not called him? - Hadn't he been called by you? 6. Choose the better alternative of the state verbs and even verbs and rewrite the sentences : ○ The soldier - (be/is/is being) angry and he - (shouts/is shouting/shouted) at his enemy. Ans : is, is shouting
--	--	---

<p>○ You should stop before you - (get/will get/are getting) into trouble. Ans : get</p> <p>○ This book - (belongs/is belonging) to me and you cannot - (demand/are demanding) it. Ans : belongs to, demand</p> <p>○ By the time he (receives/will receive/will have received) this letter, I - (am/will be) in Japan. Ans : will have received, will be</p> <p>○ The population of the world - (increased/was increased/is increasing) and we must (produced/ produce) more food. Ans : is increasing, produce.</p> <p>○ I never thought I— you again. (see) Ans : would see</p> <p>○ We will tell him about it after he — (arrive) Ans : arrive</p> <p>○ I would have been able to come if you — me know in time. (let) Ans : had let</p> <p>○ I could have finished the work yesterday if you — me (remind) Ans : had reminded</p> <p>○ Do you think it will be better if he — tomorrow? (come) Ans : comes</p> <p>○ He — everything he could to help me. (do) Ans : did</p> <p>○ The boy never — the sea. (see) Ans : seen</p> <p>○ I requested him to come, but he — no interest in the matter. (show) Ans : showed</p> <p>○ His friends were not — by his sorrow. (move) Ans : moved</p> <p>○ I think he never — me. (pray) Ans : prays</p> <p>○ Has he — in persuading him?(succeed) Ans : succeeded</p> <p>○ I am not interested — you any more. (visit) Ans : to visit</p> <p>○ I am sorry — you yesterday. (rebuke) Ans : for rebuking</p> <p>○ I tried to pacify him but he went on — (grumble) Ans : grumbling</p> <p>○ We wanted....the building (leave). Ans : leave</p> <p>○ We were preventedthe place (leave). Ans : from leaving</p> <p>○ Army succeeded....the problem (solve). Ans : in solving</p> <p>○ I am thinking.... away next week (go). Ans : of going</p> <p>○ Mary promised....me a book (buy). Ans : to buy</p> <p>○ He failed.... the problem (solve).Ans : to solve</p> <p>○ I think you behaved very.... (selfish/selfishly). Ans : selfishly.</p> <p>○ Fred failed — the problem. (solve) Ans : to solve</p> <p>○ I am trying to sell my car but nobody is interested — it. (buy) Ans : to buy</p> <p>○ I am looking forward — away next week. (go) Ans : to going</p> <p>○ Mary wouldn't dream — me a book. (buy) Ans : of buying</p>	<p>○ Bill is not interested — married. (get) Ans : to get</p> <p>○ I am sorry — at you yesterday. (shout) Ans : for shouting</p> <p>○ Sorry — you but have you got a pen I could borrow? (disturb) Ans : to disturb</p> <p>○ It is a big factory. Five hundred people (employ) there. Ans : are employed</p> <p>○ The park gates (lock) at 30 every evening. Ans : are locked</p> <p>○ The boat (sink) quickly but fortunately everybody (rescue) Ans : sank</p> <p>○ While I was on holiday, my camera (steal) from my hotel room. Ans : was stolen</p> <p>○ I (buy) a new bicycle last week. Ans : bought</p> <p>○ The company is not independent. It (own) by a much larger company. Ans : is owned</p> <p>○ Most of the Earth's surface (cover) by water. Ans : is covered</p> <p>○ The letter (post) a week ago. Ans : was posted</p> <p>○ You are walking too (slow/slowly). Ans : slowly</p> <p>○ Of the two girls, she was the (taller/tallest). Ans : taller</p> <p>○ The boy reported much (earlier/earliest). Ans : earlier</p> <p>○ He plays cricket (goodly/ well). Ans : well.</p> <p>○ She—with me yesterday. (had danced, danced, would dance) Ans : danced</p> <p>○ Neither Reena nor Beena—talked with me. (have, has) Ans : has</p> <p>○ He has been complaining —the last five days. (for, since) Ans : for</p> <p>○ The road—at that point (begin, began, begun). Ans : began</p> <p>○ Your cold sounds (terrible/ terribly). Ans : terrible</p> <p>○ The pianist plays very (good/well). Ans : well</p> <p>○ The boys speak (fluent/fluently) English. Ans : fluent</p> <p>○ The table has a (smooth/smoothly) surface.Ans : smooth</p> <p>○ The earth—round the sun. (move, moves, moved) Ans : moves</p> <p>○ The workers—the minister yesterday. (see, have seen, saw) Ans : saw</p> <p>○ It—since early morning. (rained, is raining, has been raining) Ans : has been raining</p> <p>○ Either Rahim or his brother—done it. (has, have) Ans : has</p> <p>7. Transform the following sentences according to the instruction given in parenthesis:</p> <p>a. He was ill, so he did not go to office. (Simple sentence).</p> <p>— On account of his illness he did not go to office.</p>	<p>b. I hope to play tennis this evening. (Complex sentence)</p> <p>— I hope that I shall play tennis this evening.</p> <p>c. The car broke down in the middle of the street.(Complex sentence)</p> <p>— While the car was in the middle of the street, it broke down.</p> <p>d. This is the book about which I told you. (Compound sentence)</p> <p>— This is the book and I told you about it.</p> <p>7. Transform the following simple sentences into complex ones:</p> <p>a. I expect to meet him tonight.</p> <p>— I expect that I shall meet him tonight.</p> <p>b. I believe in his innocence.</p> <p>— I believe that he is innocent.</p> <p>c. The president ordered the murderer to be executed.</p> <p>— The president ordered that the murderer would be executed.</p> <p>d. The duration of my stay is uncertain.</p> <p>— It is I whose duration of staying is uncertain.</p> <p>8. Fill in the blanks with appropriate prepositions in the following sentences:</p> <p>□ I have no confidence—him. (in)</p> <p>□ Only graduates are eligible—the post. (for)</p> <p>□ I have no prejudice—him. (against)</p> <p>□ The house is infested—rats. (with)</p> <p>□ There is no exception—this rule. (to)</p> <p>□ He is devoid—commonsense. (of)</p> <p>□ Early rising is beneficial—health. (to)</p> <p>□ He never pays—his accommodation. (for)</p> <p>□ He is aware—all that you have done.(of)</p> <p>□ He is sitting—the examination this year. (for)</p> <p>□ — course — time he became a famous man. (In, of)</p> <p>□ I shall look—the matter. (into)</p> <p>□ He will set — a shop — the end of the year. (up, at)</p> <p>□ We went to the airport to see—our uncle. (off)</p> <p>□ I have applied—one—the posts. (for, of)</p> <p>□ Can I look up a word — your dictionary? (in)</p> <p>□ Jalal asked me— a loan of Tk. 500/-(for)</p> <p>□ He looked as if he hadn't slept— weeks. (for)</p> <p>□ I am not susceptible — hypnotic influences. (to)</p> <p>□ The curse — poverty destroys the will power of the poor. (of)</p> <p>□ No country should yield— foreign pressure. (to)</p> <p>□ There must be some remedy — corruption. (for)</p> <p>□ Can you cope— your problems? (with)</p> <p>□ This ticket is valid— six months. (for)</p> <p>□ Your answer is not relevant—the question. (to)</p> <p>□ Nothing can compensate— this kind of loss. (for)</p> <p>□ Only graduates are eligible—this job. (for)</p> <p>□ I hope you are not envious— my success. (of)</p> <p>□ Is he competent— the work? (for)</p> <p>□ She cannot adapt herself — new situations.(to)</p>
---	--	---

English Vocabulary

- Shakhawoat Hossen

Vocabulary with Mnemonic

1. Imbibe (ইমবাইব)– শোষণ করা/ পান করা ।
Mnemonic Imbibe-এ bibe আছে । Bibe থেকে baby. শিশুরা দুধ Imbibe বা পান করে ।
2. Impermeable [ইমপার্মিআবল]–অপ্রবেশ্য, অভেদ্য, জলাভেদ্য ।
Mnemonic :Impermeable থেকে permeable (Permission) যেখানে প্রবেশ করার permission নেই সেটা impermeable
3. Infinitesimal [হিনফিনিটসিমল]–অতিক্ষুদ্র ।
Mnemonic :Infinitesimal এর শেষে simal কে small (ক্ষুদ্র) এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় ।
4. Increment (ইনক্রিমেন্ট)–বৃদ্ধি ।
Mnemonic Increment থেকে increase (বৃদ্ধি করা) । increase – increment বৃদ্ধি । এভাবে মনে রাখা যায় ।
5. Lethargic [লিথার্জিক]– অলস ।
Mnemonic Lethargic কে Lazy (অলস) এর সাথে Rhyming (ছন্দ) আকারে পড়ে মনে রাখা যায় ।
7. Myriad (মিরিআড)–বিপুল, অগন্য সংখ্যা, অনেক ।
Mnemonic : Myriad থেকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (Riad) । Riad বাংলাদেশের হয়ে বিপুল রান করেছে । বিশেষ করে ২০১৫ বিশ্বকাপে ।
8. Nepotism [নেপটিজম]–স্বজনপ্রীতি/ আত্মীয় পোষণ ।
Mnemonic :Nepotism এ নতি-পতি । নতিপতি হলো আত্মীয়-স্বজন । সুতরাং Nepotism মানে স্বজনপ্রীতি ।
9. Nebulous [নেবিউলাস]–ঝাপসা ।
Mnemonic :প্রথমে Nebu (নিবু) থেকে মনে রাখা যায় । নিবু-নিবু অবস্থা মানে (ঝাপসা) Nebulous দেখায় ।

10. Oblique [অবলীক]–বাঁকানো ।

Mnemonic :আমরা অবলীক (/) চিহ্ন ব্যবহার করি (oblique) বাঁকা টান দিয়ে ।

11. Opprobrium [অপ্রোব্রিয়াম]–নিন্দা, অপমান ।

Mnemonic :অপ্রব্রিয়াম (Opprobrium) থেকে অপমান মনে রাখলে সহজে মনে থাকবে Opprobrium অর্থ নিন্দা, অপমান ।

12. Oxidize (অক্সিডিজ) –মরিচা ধরা ।

Mnemonic :Oxidize থেকে Oxygen । জলীয়বাষ্প ও অক্সিজেন বিক্রিয়া করে লোহায় Oxidize মরিচাধরে ।

13. Palatable [প্যালাটাবল]– সুস্বাদু, রুচিকর (tasty)।

Mnemonic Palatable=Table উপর Palate থাকে আর প্লেটে যদি সুস্বাদু খাবার থাকে ।

14. Plight (প্লাইট)–গুরুতর ও কঠিন অবস্থা ।

Mnemonic :অন্ধকারে light এর আলোনা থাকলে অবস্থা হবে Plight.

15. Perturb (পার্টাৰ্ভ) –উত্তেজিত করা, বিরক্ত করা, বিঘ্ন সৃষ্টি করা ।

Mnemonic Perturb-Disturb অতএব কাউকে disturb করা মানে Perturb (বিরক্ত) করা ।

16. Perpetrate (পার্পিট্রেইট)– অপরাধ সংগঠন, অন্যায় সাধন করা ।

Mnemonic :প্রথমে Perpe (পাপি) আছে । পাপিরা Perpetrate (অপরাধ বা অন্যায়) বেশি করে ।

17. Parsimonious [পার্সিমোউনিআস] – কৃপণ ।

Mnemonic Parsimonious = (Purse- টাকা রাখার ছোট থলে । moni থেকে money) যারা purse- এ শুধু money রাখে খরচ করে না তারা Parsimonious (কৃপণ)

Vocabulary With Combined Context

1. সকল Eulogy শুধু সৃষ্টি কর্তার জন্য ।
ব্যাখ্যা : Eulogy [ইউলাজি] – প্রশংসা

2. বাংলাদেশে বিভিন্ন চাকুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে Nepotism দেখা যায়, Nepotism দেশের জন্য ভাল না ।

ব্যাখ্যা : Nepotism [নেপাটিজাম]– স্বজনপ্রীতি

3. বাংলাদেশে বিভিন্ন চাকুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে Favoritism দেখা যায়, Favoritism দেশের জন্য ভাল না ।

ব্যাখ্যা : Favoritism [ফেইভারিটিজম]–প্রিয় ব্যক্তিদের প্রতিপক্ষপাতিত্ব

4. তোমার এমন Repugnant (ঘৃণ্য) কর্মকাণ্ড আমি সমর্থন করি না ।

ব্যাখ্যা : Repugnant [রিপাগ্‌নান্ট]– বিস্বাদ, অপছন্দনীয় ।

5. তোমার এমন Disdained কর্মকাণ্ড আমি সমর্থন করি না ।

ব্যাখ্যা : Disdain [ডিস্‌ডেইন]–ঘৃণা করা ।

6. রাহাত খুবই Obdurate টাইপের ছেলে ।

ব্যাখ্যা : Obdurate [অব্‌ডিউরট]–একগুয়ে, জেদী ।

7. রাহাত খুবই Stubborn টাইপের ছেলে ।

ব্যাখ্যা : Stubborn [স্টাৰ্ভান]– একগুয়ে, জেদী ।

8. এই প্রশ্নটি খুবই Conundrum । তাই কেউ উত্তর করতে পারে নাই ।

ব্যাখ্যা : Conundrum [কনন্‌ড্রাম] – কঠিন প্রশ্ন

9. আমাদের সমাজে বিয়ের পূর্বে একটি ছেলে একটি মেয়ের সাথে মেলামেশা করা Tabbo.

ব্যাখ্যা : Tabbo [ট্যাবু] – নিষিদ্ধ ।

10. হাসিবকে খুনের মামলা থেকে Exonerate দেয়া হলো

ব্যাখ্যা : Exonerate [ঈগ্‌জনারেইট]– মুক্তি দেয়া

11. সে তার অপরাধের জন্য Contrite.

ব্যাখ্যা : Contrite [কন্‌ট্রাইট] – অনুতপ্ত

12. যে বেশি কথা বলে তাকে Garrulous বলে ।

ব্যাখ্যা : Garrulous [গ্যারালাস] – বাচাল । (Talkative)

13. Licentious ছেলেরা সুন্দরী মেয়েদের দেখলে ইভটিজিং করে ।

ব্যাখ্যা : Licentious [লাইসেন্‌শাস] – লম্পট, অসৎ ।

14. আমাদের দেশে Arable জমির পরিমাণ দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে ।

ব্যাখ্যা : Arable [আরাবল] – চাষযোগ্য, আবাদী ।

15. কাউকে নিয়ে Deride করা উচিত না ।

ব্যাখ্যা : Deride [ডেরাইড] – উপহাস,



বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাজ্ঞিতগণের সংগঠন জি-৭-এর আউটরিচ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনসহ চার দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য, বৈশ্বিক সন্ত্রাসসহ আরও নানা বিষয়ে কথা বলেন। জি-৭-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে— কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। কানাডার কুইবেকের হোটেল লা মানোয়া রিচেলে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমন্ত্রণে জি-৭ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ২০১৬ সালে জাপানে এবং ২০১৭ সালে ইতালিতে জি সেভেন আউটরিচ সম্মেলনে যোগ দেন তিনি।

শেখ হাসিনার চার প্রস্তাব : জি-সেভেন আউটরিচ সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনসহ চার দফা প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৯ জুন কানাডার কুইবেকে জি-সেভেন আউটরিচ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সম্মেলনে শেখ হাসিনা এসব প্রস্তাব তুলে ধরেন। জার্মানির চ্যাম্পেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফের প্রধান ক্রিস্টিন লগার্ডও ছিলেন সেখানে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবগুলো হলো-

১. জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমারকে রাজি করাতে হবে।
 ২. মিয়ানমারকে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে রাখাইন পরামর্শক কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে করতে হবে।
 ৩. রাখাইনে নিপীড়নের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কাজ করতে হবে।
 ৪. রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো অমানবিক নিপীড়ন বা মানবাধিকার লংঘনের জন্য জবাবদিহি ও বিচার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে মিয়ানমারের প্রতি চাপ প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জি-৭ নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে

রাখাইন রাজ্যে কার্যকর পরিবেশ তৈরিতে মিয়ানমারকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। রোহিঙ্গাদের বারবার দেশ থেকে বিতাড়ণ বন্ধ এবং মূল সমস্যার সমাধানে মিয়ানমারকে অবশ্যই কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আরো আন্তর্জাতিক বিশেষ করে জি-৭ দেশগুলোর সমর্থন প্রয়োজন। শেখ হাসিনা বলেন, ইতোমধ্যেই রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের অধিকার নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই প্রক্রিয়া যাতে স্থায়ী ও টেকসই হয় সেজন্য আমরা এতে ইউএনএইচসিআরকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১১ লাখের বেশি মিয়ানমারের নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছে এবং তারা নিজ দেশে গণহত্যার মুখোমুখি হওয়ায় জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মোট ১২২টি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ সংস্থা কল্পবাজারে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পগুলোতে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও মানবাধিকার লংঘনের দায়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান।

সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ সুরক্ষার আহ্বান : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি-৭ এর আউটরিচ বৈঠকে বিশ্ব মহাসাগর বিষয়বলি শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঋকিপূর্ণ দেশগুলোর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের প্রতিবেশ সুরক্ষারও আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এখন উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি বর্জ্য নিক্ষেপ এবং সাগরের জল অশ্রী হয়ে যাওয়াসহ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের ৭৫টি উপকূলীয় দ্বীপ ডুবে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে এবং নদীগুলোতে সাগরের লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ায় হুমকির মুখে পড়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ২ কোটি লোকের বাস্তুভিটা স্থানান্তরের ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদেরও জীবিকার সুযোগ সীমিত এবং মহাসাগরীয় চ্যালেঞ্জ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা খুবই সীমিত। মহাসাগরে প্রাস্টিক বর্জ্য নিক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি প্রাস্টিকের পরিবর্তে শিল্পে পাট জাতীয় প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্ব এক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে পচনশীল জৈব প্রযুক্তিকে

বিকল্প হিসেবে দেখতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সাথে মানিয়ে নিতে দরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোর সমর্থনের জন্য কানাডীয় সরকারের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে মোকাবেলা করার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য কানাডা আগামী ৫ বছরে ২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে। আর গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের জন্য দেবে (জিসিএফ) ৩শ' মিলিয়ন ডলার।

জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এই সম্মেলন যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী কানাডার কুইবেকের হোটেল শ্যাটো ফঁতেনেকে গঠেন। ওই হোটেলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে যান কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বৈঠকে শেখ হাসিনা কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিক নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী ৯ জুন সকালে সড়কপথে কুইবেক সিটি থেকে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার দূরে লা মালবাই পৌঁছান। সেখানে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর স্ত্রী সোফাই প্রেগের তাঁকে স্বাগত জানান। শেখ হাসিনা জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন ও আউটরিচ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে কানাডার গভর্নর জেনারেলের দেয়া নৈশভোজে অংশ নেন। শেখ হাসিনা পরে কুইবেক থেকে টরেন্টো ফিরে আসেন এবং ওইদিন বিকেলে কানাডা আওয়ামী লীগের এক সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য রাখেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটসের একটি ফ্লাইট ৮ জুন টরেন্টোর সময় রাত আড়াইটায় (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টা) টরেন্টোর পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। ১২ জুন তিনি দেশে আসেন।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট এবং জি-২০'র সভাপতি মার্কুরিকো ম্যাকরি, হাইতির প্রেসিডেন্ট ও ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির সভাপতি জোভেনেল মইসি, জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী এ্যাড্রিউ হোলনেস, কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উহুরো কেনিয়াভা, মার্শাল আইল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিলদা কেনিয়ার, নরয়ের প্রধানমন্ত্রী এরনা সোলবার্গ, রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট ও আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতি পল কাগামি, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সাল, সিসিলির প্রেসিডেন্ট ড্যানি ফেউরি, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসা, ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট নগুয়েন জুয়ান পুউ, ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিন ল্যাগার্টি, ইকোনমিক কো-অপারেশন ও ডেভেলপমেন্ট সংস্থার মহাসচিব জোসে এ্যাঞ্জেল গুরিয়া, জাতিসংঘের মহাসচিব এন্টনিউ গুতেরেস এবং বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস্টালিনা গিউরিগিভাও এই সম্মেলনে যোগ দেন।

বিতর্কিত মার্কিন অভিবাসন নীতির আদ্যোপাত্ত

- মো: তরিকুল ইসলাম (প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি প্রধান নির্বাচনী ওয়াদা ছিল যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে নিশ্চিন্ন প্রাচীর নির্মাণ। তবে সে দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে কম ভোট পাওয়া প্রেসিডেন্টের পক্ষে এই প্রস্তাব এবং আনুষঙ্গিক বিপুল বাজেট প্রতিনিধি সভায় অনুমোদন করানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এই প্রেসিডেন্ট বসে থাকার পাত্র নন। তিনি অবৈধ মেক্সিকান অভিবাসীর স্রোত বন্ধ করার জন্য পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানদের পৃথক করার এক নিষ্ঠুর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখপোষ্য শিশু থেকে চৌদ্দ বছরের বালক পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিশুকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন বন্দি শিবিরে রাখেন। প্রেসিডেন্টের এমন নিষ্ঠুর পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই ব্যাপক প্রতিবাদ উঠে, বিশ্বব্যাপী চলে নিন্দার ঝড়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বন্দি শিশুদের বরাত দিয়ে জানায়, তাদের নানাভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এতে স্বভাবতই বিক্রপ প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়েছে এবং এই অভ্যন্তরীণ প্রতিবাদের জোরের কাছে ক্ষাপাটে ও মেজাজি প্রেসিডেন্ট নতিস্বীকার করতে শুরু করেছেন। শিশুদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে এবং বাবা-মা ও পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তারা। কিন্তু এই সুবাদে ব্যাপকভাবে মেক্সিকান অভিবাসীদের জোর করে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াও চলছে। যারা প্রায় ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারসহ বসবাস করছিল, সেখানকার নাগরিক, তারাও এর থেকে বাদ পড়ছে না। এতে সে অঞ্চলে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

অভিবাসন বিতর্কের গুরুত্ব কী : মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের রুখতে সম্প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করে ট্রাম্প প্রশাসন। এ নিয়ে সমালোচনার জবাবে শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলে আসছেন, তিনি নতুন কোনো অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেননি। বিগত ডেমোক্র্যাট প্রশাসনের নেয়া নীতি মেনেই মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছেন তিনি। অবশ্য অবৈধ অভিবাসীদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নকরণের ঘটনা পূর্ববর্তী মার্কিন প্রশাসনগুলোতেও দেখা গেছে। তবে মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, সে সংখ্যাটি অনেক কম ছিল। অতীতে দেখা গেছে, যেসব লোক অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করত এবং যাদের অপরাধের কোনো রেকর্ড ছিল না তাদের আইনের আওতায় অপরাধী ব্যাঘাত না করে শুধুই অস্থায়ীভাবে আটক করা হতো। কিন্তু বিতাড়িত করার সুপারিশ করা হতো। মা ও শিশুরা সাধারণত একসঙ্গেই থাকত। তবে ট্রাম্প প্রশাসন সব ধরনের অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীর বিরুদ্ধে আইনগত জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার

প্রথম ৬ সপ্তাহেই প্রায় ২ হাজার শিশু পরিবার-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই শিশুদের হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিস বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় সরকারের ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিজ ও ফস্টার কেয়ারে রাখা হয়েছিল তাদের। অতীতে এমন নজির দেখা যায়নি। **নিজ দল ও পাঁচ মার্কিন ফার্স্টলেডি তোপের মুখে ট্রাম্প :** কঠোর অভিবাসী ইস্যুতে নিজ দল রিপাবলিকানদের তোপের মুখে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়াও মেক্সিকোর অভিবাসন প্রত্যাশীদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া 'জিরো টলারেন্স' নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নেন মার্কিন ফার্স্টলেডির। ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান নির্বিশেষে ফার্স্টলেডিদের মধ্যে ৫ জন এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এদের মধ্যে বর্তমান ফার্স্টলেডি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পও রয়েছেন। এ ছাড়া সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের স্ত্রী লরা বুশ, ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্ত্রী মিশেল ওবামা, ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারি ক্লিনটন, শান্তিতে নোবেলজয়ী সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিন কার্টার ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিশ্লেষকরা বলছেন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে মার্কিন ফার্স্টলেডিদের এমন একতরফী ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে বিরল।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী শিশুরা আলাদা থাকবে না, কঠোর নীতি থেকে সরে এলেন ট্রাম্প হুমুল সমালোচনার মুখে অবৈধ অভিবাসীর সন্তানদের তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে পৃথক রাখার নীতি থেকে সরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবৈধ অভিবাসীদের আটক পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। ২০ জুন বুধবার এ সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে সেই করার পর ট্রাম্প বলেন, বাবা-মায়ের কাছ থেকে সন্তানদের বিচ্ছিন্ন করার দৃশ্য তিনি আর দেখতে চান না। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা বাবা-মায়ের কাছ সন্তানদের আলাদা রাখার নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। মার্কিন কংগ্রেস থেকেও এ নিয়ে চাপে ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প তার আগের অবস্থানে সরে এসে ওই নির্বাহী আদেশে সেই করেছেন। ট্রাম্পের নতুন এ আদেশের ফলে অবৈধ অভিবাসী শিশুদের আলাদা না করে তাদের পরিবারের সঙ্গেই রাখা হবে। আর শিশুদের ২০ দিনের বেশি আটক না রাখার আদেশ সংশোধন করে আদালতের কাছে আবেদন করা হবে। তবে ইতোমধ্যে যেসব পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে, তাদের বিষয়ে আদেশে কিছু বলা হয়নি।

ইবি-৫ বিনিয়োগ ভিসা বাতিল বা সংস্কারের আহ্বান ট্রাম্প প্রশাসনের : মার্কিন কংগ্রেসের প্রতি ইবি-৫ বিনিয়োগ ভিসা কর্মসূচি বাতিল বা সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকায় অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও অপব্যবহারের অভিযোগ বৃদ্ধির খবর বের হওয়ার পর এমন আহ্বান জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইবি-৫ 'ইমিগ্র্যান্ট ইনভেস্টর ভিসা প্রোগ্রাম' অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অনুন্নত এলাকায় ব্যবসা খাতে দশ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করলে তার বিনিময়ে আমেরিকায় বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ বা গ্রিন কার্ড পেতে পারেন। তবে শর্ত হচ্ছে, এই বিনিয়োগের ফলে অন্তত দশ জন নাগরিকের কর্মসংস্থান পূরণ হতে হবে। কিন্তু, ইবি-৫ ভিসার হাত ধরে আমেরিকায় ঢুকেছেন এমন অনেক বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধেই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে গত কয়েক বছরে। ফলে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এই ভিসা নীতি বদল বা বাতিলের দাবি তোলা হয়েছে। এদিকে, শীর্ষ মার্কিন আইনজীবীরাও, এই ভিসার বিরোধীতা করছেন। তাদেরও দাবি, এই ভিসা ব্যবহার করে জালিয়াতি করার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এর মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। বিনিয়োগ ভিসার কোটায় প্রতি বছর ১০ হাজার ব্যক্তিকে গ্রিনকার্ড দেয় আমেরিকা। প্রতি দেশের জন্য বরাদ্দ ভিসা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ। চীন ও ভিয়েতনামের পর এই ভিসার আবেদনকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। **অভিবাসন নীতিতে কিছুটা নরম যুক্তরাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশকারী অভিবাসীদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি কিছুটা শিথিল করার কথা জানিয়েছেন দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান। বলা হচ্ছে, গত সপ্তাহে অবৈধ অভিবাসীদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিচার প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। দেশটির কাস্টমস ও সীমান্ত সুরক্ষা (সিবিপি) কমিশনার কেভিন ম্যাকআলোনান জানান, অভিবাসীদের পরিবার থেকে শিশুদের বিচ্ছিন্ন করা বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশনার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন, অবৈধভাবে প্রবেশকারী পরিবারগুলোকে একত্রে আটক রাখতে। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ভুলে গেলে চলবে না, যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণই অভিবাসী জনগোষ্ঠীর এক দেশ। সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং প্রতিবেশী লাতিন আমেরিকান মানুষ এসে বসতি করেছে। ফলে অভিবাসীদের দ্বারা গঠিত জনগোষ্ঠীর একটি দশ ভূমিপুত্রকন্যাদের দ্বারা গঠিত দেশের মতো অভিবাসন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। দেশটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হওয়ার ফলে এই সেদিনও তাদের তৃতীয় বিশ্ব থেকে নানা পেশার মানুষ গ্রহণ করতে হয়েছে। ডিভি লটারির মাধ্যমে এ দেশ থেকেও অনেকেই সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়েছেন। ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্র সংকীর্ণ প্রভাবভিত্তিক দিক দেশকে ঠেলে দিলে কেবল প্রতিবেশী মেক্সিকোয় বিপর্যয় ঘটবে না, এর সুদূরপ্রসারী বিক্রপ ফল নানাভাবেই প্রকাশ পাবে, নিষ্ঠুর শিশু নির্যাতন এরই একটি রূপ। এমন ঘটনা অনভিপ্রেত, নিন্দনীয়।



৫৪

- মো. তরিকুল ইসলাম (প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান)

জি-৭ কী জি-৭ (গ্রুপ অব সেভেন) হচ্ছে কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি সংঘ। ইউরোপীয় ইউনিয়নও জি-৭ এর প্রতিনিধিত্ব করে। এই ৭টি দেশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বের সাতটি মূল উন্নত অর্থনীতির দেশ। এরা বৈশ্বিক সম্পদের শতকরা ৬৪ ভাগের প্রতিনিধি। ২০১৪ সালের ক্রিমিয়া সংকটে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার কারণে ২০১৪ সালের ২৪ মে রাশিয়াকে জি-৮ থেকে বাদ দেওয়া হয়। এখন তাই এই জোটটি জি-৭ নামে পরিচিত। কানাডার কুইবেকের লা মালবে শহরে ৮ জুন শুক্রবার শুরু হয় গ্রুপ অব সেভেন (জি-৭) নামে পরিচিত বিশ্বের সাত প্রধান পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশের দুই দিন ব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন। তবে সম্মেলন শুরুর আগেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর দুই মিত্র ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাখো ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে টুইট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর যোগদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনে যোগদানের আশঙ্কা দূর হলেও জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা কমেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ঘনিষ্ঠ মিত্রদের মধ্যে দূরত্ব : ন্যাটোর ভূমিকা, ইরান চুক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে বড় ধরনের দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে বড় মতানৈক্য ঘটেছে বাণিজ্য বিষয়ে। ট্রাম্পের অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অংশীদারেরা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছে। আর এ কারণে সেসব দেশ থেকে আমদানি করা একাধিক দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন তিনি। এছাড়া ফ্রান্স ও কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশাল শুল্ক ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ করেন ট্রাম্প।

জি-৭ এর সদস্য দেশগুলোর অসন্তোষ শুধু ফ্রান্স ও কানাডা নয় জি-৭ ভুক্ত অন্য দেশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি ও জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) ট্রাম্পের ব্যবহারে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী ইইউর বিরুদ্ধে শুল্ক আরোপের বিষয়টি এককথায় অবাস্তব বলে নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে, জার্মানির চ্যান্সেলর অঙ্গোলা মার্কাল ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' বলে মন্তব্য করেছেন।

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় : জি-৭ এর শিল্পোন্নত ৭টি দেশের নেতারা বৈঠকে বসে তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করেন।

অর্থনৈতিক বিষয়ের লক্ষ্যই তাদের আলোচনার মূল এজেন্ডা হলেও এখন বড় দুটি বৈশ্বিক বিষয় এতে গুরুত্ব পায়। এক হচ্ছে এশিয়ার স্টক এবং অপরটি ইউরোপের বিষয়।

শুল্ক মুক্ত জি-৭ এর প্রস্তাব ট্রাম্পের : ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানিতে শুল্ক আরোপকারী ট্রাম্প জি-৭ সম্মেলনে শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ঘোষণা দিয়েছেন। কানাডায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭ এর শীর্ষ সম্মেলনে এ ঘোষণার এক সঙ্গীত আগেই তিনি কানাডা, মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেন। কাজেই জাপান বাদে জি-৭ এর বাকি পাঁচ সদস্যের ওপর মার্কিন শুল্ক বসে। ৯ জুন শনিবার সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে কানাডা ত্যাগের পূর্বে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জি-৭ এর অন্য সদস্যদেশগুলোকে শুল্ক ও ভর্তুকিসহ বাণিজ্য বাধাগুলো তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের প্রস্তাবের পাশাপাশি তিনি এই জোটে রাশিয়াকে ফিরে পাওয়ার দাবিও তুলেছেন। উল্লেখ্য রাশিয়া এই জোটে থাকলেও ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখলের পর দেশটিকে জোট থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং আবারও স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের জি-৭ জোট নামে আগের পরিচিতি ফিরে পায়।

রাশিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাদে জি-৭ এর অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান : যুক্তরাষ্ট্র বাদে জি-৭ এর অন্য সদস্যরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানি রাশিয়াকে জোটভুক্ত করার বিরোধীতায় অনড় রয়েছে। যুক্তরাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'এই জোটে আসতে হলে রাশিয়াকে কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনতে হবে।'

জি-৭ সম্মেলনের বিশৃঙ্খল সমাপ্তি : বিশ্বনেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই বিশৃঙ্খল পরিবেশে শেষ হলো এবারের জি-৭ সম্মেলন। সম্মেলনে বাণিজ্য শুল্ক আরোপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিরোধ চরমে পৌঁছায়। কানাডাকে 'অসং' উল্লেখ করে সম্মেলন শেষে দেওয়া যৌথ বিবৃতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এ সম্মেলনে সাত দেশের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজনক বাণিজ্য নিয়ে সমঝোতা হলেও শেষ মুহূর্তে সেখান থেকে সরে আসেন তিনি।

কানাডার অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক বাণিজ্য নিয়ে মতৈক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নেতাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের পর ৯

জুন শনিবার সমঝোতা হয়। এদিন পারস্পরিক সুবিধাভিত্তিক বাণিজ্যের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে আট পৃষ্ঠার যৌথ বিবৃতি ঘোষণা করে গ্রুপভুক্ত সাত দেশ। ট্রাম্পও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তবে সম্মেলন শেষ হতে না হতেই বিবৃতি থেকে ওয়াশিংটন নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন বলে জানান ট্রাম্প। তার দাবি, অন্য দেশগুলো অন্যায়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর 'বিপুল শুল্ক' আরোপ করেছে। এদিকে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্ক আরোপের কারণ হিসেবে ট্রাম্প যে নিজ দেশের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের যুক্তি দেখিয়েছেন তা 'অপমানজনক'। আমরাও ১ জুলাই থেকে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ নিচ্ছি। এই দ্বন্দ্বের জের ধরেই আগাম কানাডা হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মার্কিন পণ্যে পাল্টা শুল্ক বসাল ইইউ : যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পাল্টা ২৮০ কোটি ইউরো মূল্যের শুল্ক আরোপ করে। বারবন হুইস্কি, মোটরসাইকেল, কমলার রসসহ ইউরোপের রপ্তানি হয় এমন বেশ কিছু মার্কিন পণ্যে এই শুল্ক কার্যকর হয়েছে। এর মধ্যে তামাক, হার্লি ডেভিডসন মোটরসাইকেল, ক্র্যানবেরি ও পিনাট বাটারসহ বেশিরভাগ পণ্যে বসেছে ২৫ শতাংশ শুল্ক। জুতা, কয়েক ধরনের পোশাক ও ওয়াশিং মেশিনসহ কিছু পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। জি-৭ সম্মেলনে বাণিজ্য বিরোধ নিয়ে সুরাহা না হওয়ায় ইউরোপ পাল্টা এ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের কটর বাণিজ্যনীতির কারণে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যেও সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। এরই মধ্যে দেশ দুটি একে অন্যের কোটি কোটি ডলারের রপ্তানি পণ্যে শুল্ক বসিয়েছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন— চীন ও মেক্সিকোর মধ্যে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতিকেই ট্রাম্প নিজ দেশের অর্থনীতির বিকাশে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করেন। তবে এ নিয়ে তিনি চিন্তিত নয়। বিশ্ববাজারের প্রতিকূল পরিস্থিতির শঙ্কা সত্ত্বেও এর আগে তিনি বলেছিলেন, 'বাণিজ্যমুক্ত ভাল এবং এতে সহজেই জয়ী হওয়া যায়'।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যাহারের ঘোষণা জি-৭ সম্মেলনের বিবৃতির কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। যদিও ইইউ বলেছে, ট্রাম্পের প্রত্যাহার সত্ত্বেও যৌথ ঘোষণা অটুট থাকবে, এতদসত্ত্বেও ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ছেয়ে যাওয়া অটোমোবাইল পণ্যের শুল্কের পরিমাণও খতিয়ে দেখা হবে এবং একই সাথে ট্রুডোর দেওয়া বক্তব্যকে মিথ্যা দাবী করেন।



সিঙ্গাপুরে ট্রাম্প-কিমের ঐতিহাসিক বৈঠক

— শরিফুল হাসান

‘বিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে’। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে ঐতিহাসিক বৈঠকের পর এমন কথাই বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১২ জুন সিঙ্গাপুরের ‘সান্তোসা’ দ্বীপের কাপেল্লা হোটেলে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। কোরীয় যুদ্ধের পর প্রায় ৭ দশক ধরে পারস্পরিক বৈরীভাবাপন্ন দেশ উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকের পর দুই নেতা কোরীয় উপদ্বীপে ‘দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল শান্তি’ স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ট্রাম্প ঘোষণা করেন, তিনি উত্তর কোরিয়াকে ‘নিরাপত্তার নিশ্চয়তা’ দিচ্ছেন। বিনিময়ে কিম কোরীয় উপদ্বীপকে বি-পারমাণবিকীকরণে তার ‘দৃঢ় ও অবিচল প্রতিশ্রুতি’ দান করেন। দুই নেতা আরও বলেন, ঘোষণাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’ তারা বিভিন্ন স্তরে আরও বৈঠক অনুষ্ঠান করবেন। অথচ এর আগে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দুই দেশের দুই শীর্ষ নেতা পরস্পরের প্রতি পারমাণবিক হুমকিসহ আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলছিলেন। হুমকি-পাল্টা হুমকি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যে কোনো সময় তা সামরিক সংঘাতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। ক্ষেপণাস্রমযুক্ত কোরীয় উপদ্বীপ প্রতিষ্ঠার দুরার খুলে দেবে এমন প্রত্যাশা করছে সবাই।

দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল শান্তি স্থাপনের আলোচনা : এই বৈঠকের পর দুই নেতা কোরীয় উপদ্বীপে ‘দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল শান্তি’ স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক এই বৈঠকে তিনদফা চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ‘বিশ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবে’। তিন দফা সমঝোতা চুক্তির মধ্যে উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কাজ করা, কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার এবং এপ্রিলের ২৭ তারিখে পানমুনজন সীমান্তে অনুষ্ঠিত দুই কোরীয় নেতার শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণা নিশ্চিতকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিমের সাথে বৈঠক শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিমকে একজন সং, অকপট ও মেধাবী নেতা বলে অভিহিত করার পাশাপাশি উত্তর কোরীয় নেতার সাথে বিশেষ বন্ধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে উত্তেজনা কমিয়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে কিম জং-উন মিসাইল পরীক্ষা স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছেন। দুই নেতার বৈঠক, যৌথ ঘোষণায় যাই থাক না কেন, এতদিনের উত্তপ্ত বৈরিতা সিঙ্গাপুরে এসে শীতল ও বিশেষ সম্পর্কে রূপ নেয়ার একটি প্রাথমিক লক্ষণ অনেকটাই স্পষ্ট। দুই পক্ষ থেকেই

বৈঠকের সাফল্যের দাবি করায় একে একটি উইন উইন সিটুয়েশন বলা যায়। দুই নেতার বৈঠকের মধ্য দিয়ে কোরীয় উপদ্বীপে শান্তির বার্তা কতটা বাস্তব রূপ লাভ করে তা তাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। বৈঠকের যৌথ বিবৃতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে এতে অনুচ্যারিত থেকে যাওয়া বিষয়গুলো। উত্তর কোরিয়ার খুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম কর্মসূচি বন্ধ, আন্ত মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্রম ধ্বংস, পারমাণবিক স্থাপনাগুলোয় পরিদর্শকদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান, উত্তর কোরিয়ার মানবিক অধিকার পরিস্থিতি কিছুই এখানে নেই। অনেকেই বলছেন, বৈঠকটি যে আদৌ অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে উত্তর কোরিয়ার গুপ্ত চাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, কার্যকর চাপের ফলেই কিম জং-উন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছেন। এরপর সামনে এগোনোর জন্য নমনীয় রাস্তা ধরতে হবে। বৈঠকে আলোচনা চলাকালে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ রাখার কথা বলেন ট্রাম্প। কার্যত, এটি বরাবরই কিম দাবি করে আসছিলেন। উত্তর কোরিয়ার জন্য এটি বিরাট ছাড়। নিউইয়র্ক টাইমসের কলামিস্ট নিকোলাস ক্রিস্টফ মনে করছেন, আলোচনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সম্পূর্ণ বোকা বানিয়েছেন কিম এবং ভয়ের ব্যাপার হলো ট্রাম্প সেটা বুঝছেন না। অনেকেই মনে করছেন এই বৈঠকে উত্তর কোরিয়া যদিও ‘সম্পূর্ণ বি-পারমাণবিকীকরণ’ এবং ক্ষেপণাস্রম পরীক্ষা স্থান ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু কবে নাগাদ তা করা হবে এবং সেই প্রক্রিয়ার সুযোগ কতটা রয়েছে, সেগুলো পরিষ্কার করেনি। ফলে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক রাষ্ট্র হিসেবে উত্তর কোরিয়ার অবস্থান অপরিবর্তিত থেকে গেলেও এ বৈঠক বিশ্বমঞ্চে কিম জং-উনকে রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদায় আসীন করেছে।

গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ : এই সফরে দুই নেতার যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিশ্বের শীর্ষ গণমাধ্যমগুলো ফলাফল খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের মতে, দুই নেতার আলোচনা থেকে সত্যিকারের সাববস্তু যদি বেরিয়ে এসে থাকে, তা হলো দুই দেশের প্রধান ও তাদের সফরসঙ্গীদের জন্য কর্মমধ্যাহ্নভোজ-এ পরিবেশিত ডার্ক চকলেট টার্ট। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস তার সম্পাদকীয়তে বলেছে, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থে বৈঠকটিকে সুযোগের অপচয় বলা চলে। বিশ্বের দরবারে নিজের বৈধতা আদায় করে নেওয়ার জন্য এ বৈঠক উত্তর কোরিয়ার ভীষণভাবে এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাননি ট্রাম্প। সিঙ্গাপুর বৈঠকে অজিত সমঝোতাকে স্বাগত জানিয়েছে চীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার

বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহারের কোনো ঘোষণা দেয়নি। ইতিপূর্বে আর কখনো কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট উত্তর কোরিয়ার কোনো শীর্ষ নেতার সাথে এমন বৈঠক করেননি।

সিঙ্গাপুর কেন তাদের পছন্দ? কয়েকটি স্থানের কথা শোনা গেলেও শেষে সিঙ্গাপুরেই এই বৈঠক হয়। কারণ খুব কম দেশই আছে, যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়া দুই দেশেরই কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সিঙ্গাপুর তেমনি এক দেশ। সান্তোস শহরটির বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের অনেক নেতার বৈঠকসহ বড় বড় অনেক সম্মেলন আয়োজনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেমন- ২০১৫ সালে চীন ও তাইওয়ান বৈঠকস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল এই সিঙ্গাপুরকে। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, সিঙ্গাপুরকে বাছাই করা হয়েছে কারণ, তাঁরা এটি আয়োজন করতে চেয়েছে। কারণ তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সিঙ্গাপুরের সদিচ্ছা ও সৌজন্যের কারণেই পছন্দ করা হয়েছে। আর উত্তর কোরিয়াও এখানে বৈঠক করতে রাজি হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার পছন্দের কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাংবাদিকেরা মনে করছেন, উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে খুব বেশি দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই। আর যাদের সঙ্গে রয়েছে, তাদের মধ্য সিঙ্গাপুর প্রথম দিকে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে তাদের দূতাবাসও আছে।

গোয়েন্দাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সূত্রের বরাতে দিয়ে খবরে বলা হয়, সিঙ্গাপুরে কিমের স্বস্তি বোধের বড় কারণ হলো তারা সিঙ্গাপুরকে নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করে। উত্তর কোরিয়ার অনেকের এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। এমনকি তারা চিকিৎসা করতেও এখানে আসে। দ্য ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিনের নিউইয়র্কভিত্তিক লেখক অঙ্কিত পাভা মনে করেন, সিঙ্গাপুর কিমের পছন্দের কারণ হলো দেশটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। তাই নিজের দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো নিয়ে কিমকে বিপজ্জনক কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে না। ঐতিহাসিক এই বৈঠকে খরচ হয় প্রায় ২০ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৬ কোটি ৩৮ লাখ ৬০ হাজার ২৯২ টাকা। সিঙ্গাপুরের এফওয়ান পিট বিল্ডিংয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়া সেন্টার পরিদর্শনের সময় দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি সিয়োন লুং বলেন, একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সফল করতে সিঙ্গাপুর এই অর্থ ব্যয় করছে, যা ‘আমাদের সুগভীর অগ্রহের’ জায়গা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভূ-রাজনৈতিক খেলোয়াড় হিসেবে খেলাটা সিঙ্গাপুরের জন্য খুব সহজ নয়। এই খেলা মানে হলো একদিকে অস্থির ট্রাম্পকে সামলানো, অন্যদিকে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের চাপ সামলানো। তবে সিঙ্গাপুর উভয়ের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই মানিয়ে নিয়েছে। আর এ বৈঠক ভবিষ্যতেও সিঙ্গাপুরকে মধ্যস্থতাকারী ও আকর্ষণীয় আয়োজক হিসেবে প্রমাণ করবে। তবে কোথায় বৈঠক হলো তার চেয়েও বড় ব্যাপার সারা পৃথিবী এখন শান্তি চায়।

প্রিন. পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি

জীবনী ও সাহিত্যিকর্ম

—টিপু সুলতান

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রথমেই যার নাম আলোচিত তিনি আখতারুজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস। তৎকালীন মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি বদিউজামান মুহম্মদ ইলিয়াস ও বেগম মরিয়ম ইলিয়াসের সন্তান ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তৎকালীন সমাজবাস্তবতা ও ব্যক্তিচেতনাবোধ গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। স্বকীয় বর্ণনারীতি এবং কথ্যভাষার ব্যবহার তাঁর রচনামণ্ডলীর অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

❖ বাংলাদেশের প্রথম সচেতন কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন— ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে), পৈত্রিক নিবাস বগুড়া শহরের চেলোপাড়া।

❖ বিশিষ্ট এই সাহিত্যিকের শিক্ষা জীবন— বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৫৮), ঢাকা কলেজ থেকে আই.এ (১৯৬০) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলাতে অনার্সসহ মাস্টার্স (১৯৬৪)।

❖ ‘চিলেকোঠার সেপাই’ ও ‘খোয়ানামা’ আখতারুজ্জামানের যে শ্রেণির রচনা— মহাকাব্যোচিত উপন্যাস।

❖ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান আখতারুজ্জামানের যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু— ‘চিলেকোঠার সেপাই’।

❖ ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৯৮৬ সালে, ‘রোববার’ নামক সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকায়।

❖ রত্ন, ওসমান, আনোয়ার, হাভিভ বিজির চরিত্রগুলো যে উপন্যাসের— ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের।

❖ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, তেভাগিশের মনস্তত্ত্ব, আসামের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে উপন্যাসের আলোচ্য বিষয়— ‘খোয়ানামা’ উপন্যাসের।

❖ ‘খোয়ানামা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৯৯৬ সালে।

❖ ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ ও ‘রেইনকোট’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যে শ্রেণির রচনা— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্প।

❖ সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তানি দখলদারিত্বের বর্ণনা রয়েছে— ‘খোয়ানামা’ গল্পগ্রন্থে।

❖ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অন্যান্য গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), দুখভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের গুম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭) প্রভৃতি।

❖ ‘সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু’ প্রবন্ধ গ্রন্থটির রচয়িতা— আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২২টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে)।

❖ প্রেমের গল্পো, ফোঁড়া, ফেরারী, কান্না, যুগলবন্দী, অপঘাত, পায়ের নিচে জল, নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি তাঁর যে শ্রেণির রচনা— ছোটগল্প।

❖ “কী পশ্চিমবাংলা কী বাংলাদেশ সবটা মেলালে তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক” আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে উক্তি করেছেন— পশ্চিমবঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশেখা দেবী।

❖ তাঁর যে যে সাহিত্যকর্ম অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে— ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এবং ‘তার কান্না’ সাহিত্য অবলম্বনে।

❖ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যে যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন— বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), অনন্দ পুরস্কার (১৯৯৬), একুশে পদক (মরণোত্তর) ১৯৯৯ প্রভৃতি।

❖ স্নানামধ্য এই কথাসাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন— ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি (ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকাত)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

ধর্মাত্মতা আমাদের সমাজজীবনে যে কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ থেকে আমরা যেন কোনো ভাবেই বের হতে পারছি না, আর এই বিষয়গুলোই নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক আলাউদ্দিন আল আজাদ। নরসিংদীর বিশিষ্ট সমাজপতি গাজী আব্দুস সোবহান ও জামিলা আজাদের সন্তান ছিলেন তিনি। সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের বাঁচা মরার জীবন সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে।

❖ বিশিষ্ট এই সাহিত্য সমালোচক জন্ম গ্রহণ করেন— ১৯৩২ সালের ৬ মে, নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার রামনগর গ্রামে।

❖ আলাউদ্দিন আল আজাদের শিক্ষা জীবন— নারায়নপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি (১৯৪৭), ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৪৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলাতে অনার্স মাস্টার্স (১৯৫৪)।

❖ তিনি যে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মে আসীন ছিলেন— জগন্নাথ কলেজ (১৯৫৬-৬১), এম সি কলেজ (১৯৬২-৬৮) চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ (১৯৬৪-৬৭), ঢাকা কলেজ (১৯৭৪-৭৫) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক থাকাকালীন পদত্যাগ।

❖ আলাউদ্দিন আল আজাদ যে প্রতিষ্ঠান হতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন— লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৭০ সালে)।

❖ তাঁর প্রথম রচিত গল্পগ্রন্থের নাম— জেগে আছি (প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে)।

❖ আলাউদ্দিন আল আজাদের অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে— ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), রক্তাকার সিঁড়ি, উজান তরঙ্গ যখন সেকত, আমার রক্ত আমার স্বপ্ন, জীবন জমিন প্রভৃতি।

❖ তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— মাঝি, ঠাণ্ডা ভাত, নোনা, বৃষ্টি, শীষ ফোটোর গান, কয়লা কুড়ানীর দল, আমাকে একটি ফুল দাও (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক) প্রভৃতি।

❖ মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন— ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতাটি (স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমার এখনো চারকোটি পরিবার, খাড়া রয়েছে তো!—)

❖ পাকিস্তান পুলিশ কর্তৃক শহিদ মিনার ভেঙে ফেলার প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর রচিত ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতাটি যে কাব্যের অন্তর্গত— ‘মানচিত্র’ কাব্যের (কাব্যটি ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়)।

❖ আলাউদ্দিন আল আজাদের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— লেলিহান পাণ্ডুলিপি, সাজঘর, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ, শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রভৃতি।

❖ ‘নরকে লাল গোলাপ’ আলাউদ্দিন আল আজাদের যে শ্রেণির রচনা— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক (নাটকটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়)।

❖ তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে— মরক্কোর যাদুকর, মায়াবী প্রহর, ইহুদীর মেয়ে, নিঃশব্দ যাত্রা, ধন্যবাদ, হিজল কাঠের নৌকা প্রভৃতি।

❖ বাংলাদেশের সিলেট জেলার চা শ্রমিকদের জীবন কাহিনি নিয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন— ‘জমা খরচ’ নাটকটি।

❖ আলাউদ্দিন আল আজাদের যে উপন্যাস অবলম্বনে ‘বসুন্ধরা’ নামে সুভাষ দত্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন— ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ অবলম্বনে।

❖ ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়— ১৯৬০ সালে ‘পদক্ষেপ’ নামক পত্রিকায়।

❖ জাহেদ, জামিল, মীর যে উপন্যাসের চরিত্র— প্রথম প্রকাশিত ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’, উপন্যাসের চরিত্র।

❖ চাকমা সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনি অবলম্বনে আলাউদ্দিন আল আজাদ যে উপন্যাসটি রচনা করেন— ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাস।

❖ ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে— রাঙলিমা, দেওয়ানপুর, ইসমাইল, জলি, রমজান প্রভৃতি (উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে)।

❖ ‘কর্ণফুলী’ উপন্যাসের জন্য আলাউদ্দিন আল আজাদ যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন— ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার।

❖ লেখকের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে— শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), শ্যাম ছায়ার সংবাদ, ক্যাম্পাস, স্বাগতম ভালবাসা, পুরানা পল্টন, জোৎস্নার অজানা জীবন, স্বপ্নশীলা প্রভৃতি। ‘ফেরারী ডায়েরী’ শিল্পীর সাধনা, তাঁর যে শ্রেণির সাহিত্যকর্ম— প্রবন্ধগ্রন্থ।

❖ তিনি যে যে পুরস্কার লাভ করেন— বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৮৬), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্মরণ পদক (১৯৯৪) প্রভৃতি।

- ❖ ভাষা আন্দোলনের এই সক্রিয় সৈনিক ও সাহিত্যিক কবে ইলোক ত্যাগ করেন - ২০০৮ সালের ৩ জুলাই।

হুমায়ুন আজাদ

- হুমায়ুন কবীর (আজাদ) একজন প্রথাবিরোধী সাহিত্যিক ছিলেন। বিক্রমপুরের বিশিষ্ট স্কুল শিক্ষক পিতা আবদুর রাশেদ ও মাতা জোবেদা খাতুনের প্রথম সন্তান ছিলেন তিনি। বিখ্যাত এই উপন্যাসিক, গল্পকার, সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী ও নারীবাদী সাহিত্যিক গতানুগতিক চিন্তাধারা সচেতনভাবেই তাঁর লেখনিতে পরিহার করতেন। যার ফলে জনপ্রিয় লেখক হওয়ার পরও তিনি অনেকের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন।
- ❖ বিশিষ্ট এই লেখক ও অধ্যাপক জন্ম গ্রহণ করেন- ১৪ বৈশাখ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ/২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রি: মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের কামাড়াগাঁও গ্রামে নানা বাড়িতে (পৈত্রিক নিবাস রাঢ়িখাল গ্রাম)।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল- হুমায়ুন কবীর (১৯৮৮ সালে নাম পরিবর্তন করেন)।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের শিক্ষা জীবন- স্যার জে সি বোস ইন্সটিটিউশন থেকে এসএসসি (১৯৬২), ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি (১৯৬৪) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স (১৯৬৮)।
- ❖ তিনি উটরেটে ডিগ্রি লাভ করেন- স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে (ভাষাবিজ্ঞানে ১৯৭৬ সালে)।
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন তিনি ব্যাকরণের যে তত্ত্বটি সৃষ্টি করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন- 'সৃষ্টিশীল রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ' তত্ত্বটি।
- ❖ ড. হুমায়ুন আজাদের কর্মজীবন - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- ❖ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম- 'অলৌকিক ইন্সটিমার' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- জ্বালা চিতাবাঘ, সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে, যতোই গভীরে যাই মধু, যতই উপরে যাই নীল, আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে, কাফন মোড়া অশ্রুবিন্দু, পেরোনোর কিছু নেই প্রভৃতি।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস- ছাঙ্গানো হাজার কর্ণমাইল (১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ 'ছাঙ্গানো হাজার কর্ণমাইল' যে শ্রেণির উপন্যাস- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- ❖ 'মানুষ হিসেবে আমার অপরাধসমূহ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়- ১৯৯৬ সালে (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে, নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধু, ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ, শ্রাবণের বৃষ্টিতে রক্তজবা, পাক সার জমিন সাদ বাদ, একটি খুনের গল্প প্রভৃতি।
- ❖ তিনি যে প্রবন্ধ রচনার জন্য মৌলবাদীদের তীব্র রোষানলে পড়েন- 'নারী' প্রবন্ধের জন্য (এটি ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ 'আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম' হুমায়ুন আজাদের যে শ্রেণির রচনা- সমালোচনামূলক গ্রন্থ (২০০৩ সালে প্রকাশিত)।

- ❖ 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' তাঁর যে জাতীয় রচনা অনূদিত গ্রন্থ (সিমন বেভোয়ারের 'দ্য সেকেন্ডসেক্স' অবলম্বনে)।
- ❖ '১০,০০০ এবং আরও একটি ধর্ম' হুমায়ুন আজাদের যে শ্রেণির রচনা - উপন্যাস (২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ 'আব্বুকে মনে পড়ে' কিশোর উপন্যাসটির মূল বিষয়- চার বছরের একটি শিশুর মনে ভেসে উঠা স্মৃতি যে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বাবাকে হারিয়েছে।
- ❖ বাংলা সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনামূলক 'লাল নীল দীপাবলি' গ্রন্থটির রচয়িতা- ড. হুমায়ুন আজাদ (গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন চরিত্র সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ কোন গ্রন্থটি রচনা করেন- 'যাদুকের মৃত্যু' নামক গ্রন্থটি।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা- কাব্যগ্রন্থ ১০টি, উপন্যাস ১৩টি, সমালোচনা গ্রন্থ ২২টি, ভাষা বিজ্ঞানবিষয়ক ৭টি, কিশোরসাহিত্য ৮ টি প্রভৃতি।
- ❖ হুমায়ুন আজাদের যে যে গ্রন্থ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়- নারী, দ্বিতীয় লিঙ্গ ও পাক সার জমিন সাদ বাদ।
- ❖ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, বুক পকেটে জোনাকিপোকা, অন্ধকারে গন্ধরাজ, কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু, কবি অথবা দণ্ডিত অপুঙ্কষ প্রভৃতি।
- ❖ হুমায়ুন আজাদ যে যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (২০১২ মরণোত্তর) প্রভৃতি।
- ❖ 'আততায়ীর সাথে কথোপকথন' গ্রন্থটির রচয়িতা- হুমায়ুন আজাদ (প্রকাশ-১৯৯৫ সাল)।
- ❖ রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তা এবং শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা, গ্রন্থ দুটি হুমায়ুন আজাদের যে শ্রেণির রচনা- সমালোচনামূলক গ্রন্থ।
- ❖ বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক মৃত্যুবরণ করেন- ২০০৪ সালের ১১ আগস্ট (কবি জার্মানিতে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বই মেলা থেকে টিচার্স কোয়ার্টারে ফেরার পথে জেএমবি কর্তৃক মারাত্মকভাবে জখম হন)।

বুদ্ধদেব বসু

- বিশং শতাব্দীর ত্রিশের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, অনুবাদক প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বিশিষ্ট উর্কিল পিতা ভুদেব বসু ও মাতা বিনয়কুমারীর একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। জন্মের পরদিনই মাকে হারানো এই সাহিত্যিকের শৈশব কেটেছে কখনো কুমিল্লা, নোয়াখালী কখনো বা ঢাকা। বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম এই সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যজ্ঞানে অন্য প্রতীভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন মেধা ও মননের দ্বারা।
- ❖ বিশিষ্ট এই কবি জন্ম গ্রহণ করেন- ৩০ নভেম্বর, ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় (পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের মালখা নগর গ্রাম)।

- ❖ বুদ্ধদেব বসুর শিক্ষা জীবন- ১৯২৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এসএসসি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি ১৯২৭ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ এমএ ১৯৩১।
- ❖ তিনি কলকাতা রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন- ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।
- ❖ রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে যাকে স্বীকৃত সব্যাসাচী লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয়- বুদ্ধদেব বসুকে।
- ❖ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্র অবস্থায় তিনি যে পত্রিকার সম্পাদনা করতেন যা আজও প্রকাশিত হয়- বাসন্তিকা পত্রিকা।
- ❖ বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের নাম - মর্মবানী (১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), সঙ্কটবতী (১৯৩৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৩), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), একদিন চিরদিন (১৯৭১), মরণচপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬) স্বাগত বিদায় (১৯৭১) প্রভৃতি।
- ❖ বুদ্ধদেব বসুর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস - সাড়া (১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ তাঁর বিখ্যাত অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে - লাল মেঘ (১৯৩৪), বাসরঘর (১৯৩৫), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), একদা তুমি প্রিয়ে (১৯৩৪), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), রাতভরে বৃষ্টি (১৯৬৭), পরিক্রমা (১৯৩৮) গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), পাতাল থেকে আলো (১৯৬৭)।
- ❖ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে- হাওয়া বদল (১৯৪৩), প্রেম পত্র (১৯৭২), রেখাচিত্র (১৯৩১), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫৬), রজনী হল উতলা প্রভৃতি।
- ❖ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসুর যে শ্রেণির রচনা - প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- ❖ তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে- কাল সন্ধ্যা, সংক্রান্তি, তপস্বী ও ভরগিনী, মায়া-মালঞ্চ প্রভৃতি।
- ❖ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে রয়েছে- কবিতা, কাঁল-কলম, প্রগতি প্রভৃতি।
- ❖ 'আমার ছেলেবেলা, আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসুর যে শ্রেণির রচনা- আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।
- ❖ বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- কালিদাসের মেঘদূত, হেভালিনের কবিতা, বোদলেয়ার: তার কবিতা, বাইরের মারিয়া বিলেকের কবিতা প্রভৃতি।
- ❖ 'সব পেয়েছির দেশে' ভ্রমণ কাহিনীর রচয়িতা - বুদ্ধদেব বসু (১৯৪১ সালে প্রকাশিত)।
- ❖ 'দ্রৌপদীর শাড়ী, তাঁর যে শ্রেণির রচনা - কাব্যগ্রন্থ (১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়)।
- ❖ 'দুঃখ বাইরে থেকে আসে, আর মন খারাপটা নিজের মধ্যে জন্মায়' উক্তিটি বুদ্ধদেব বসুর যে উপন্যাসের- 'তিথিডোর' উপন্যাসের উক্তি।
- ❖ বুদ্ধদেব বসু যে যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন- সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, পদ্মভূষণ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি।
- ❖ কল্লোল যুগের অন্যতম এই প্রধান কাণ্ডারীর জীবনাবসান ঘটে - ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ।

প্রিলি. পূর্ণাঙ্গ প্রভুতি



নবাবী শাসনামল

মুখল সম্রাটদের সিংহাসন দখলের আত্মকলহ এবং তাদের রাজনৈতিক দূরদর্শীতার অভাব প্রভৃৎ কারণে সম্রাটদের ঐতিহ্য ও গৌরব অনেকাংশে লাঘব হতে থাকে। রাজ্যের এই সংকটাপন্ন অবস্থার কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব, মুহম্মদ হাদী নামে এক ব্যক্তিকে হায়দ্রাবাদের দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। সম্রাট তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্মনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে মুহম্মদ হাদীকে সমগ্র বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করে 'মুর্শিদকুলী খান, উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় বাংলার নবাবী শাসন।

- ❖ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলী খান জন্মগ্রহণ করেন - ১৬৬৫ সালে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে (এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে)।
- ❖ তিনি কার নিকট হতে শিক্ষা ও দিওয়ানি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করেন - পারস্যের হাজি শফি ইস্পাহানির নিকট হতে (তিনি তাকে ধর্মান্তরিত করে মুহম্মদ হাদী নাম প্রদান করেন)।
- ❖ সম্রাট আওরঙ্গজেব মুহম্মদ হাদীকে (মুর্শিদকুলী খান) যখন হায়দ্রাবাদের দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন- ১৬৯৬ খ্রি:
- ❖ তাঁর কর্মনৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সম্রাট কখন তাকে বাংলার দিওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করেন- ১৭০০ খ্রি:
- ❖ সম্রাট আওরঙ্গজেব কখন মুহম্মদ হাদীকে 'মুর্শিদকুলী খান' উপাধিতে ভূষিত করেন- ১৭০২ সালে।
- ❖ নবাব মুর্শিদকুলী খানের উপাধি ছিল- জাফর খান (১৭১৪ খ্রি: এই উপাধি পান)।
- ❖ তিনি বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত ছিলেন- ১৭১৭ খ্রি:-১৭২৭ খ্রি: (মৃত্যু পর্যন্ত)।
- ❖ তিনি বাংলার রাজধানী মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করে যে নামকরণ করেন- 'মুর্শিদাবাদ' (১৭১৭ সালে)।
- ❖ মুর্শিদকুলী খানের পর যে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে - মুর্শিদকুলী খানের জামাতা সুজাউদ্দিন।
- ❖ যাকে পরাজিত করে আলীবর্দী খান বাংলার ক্ষমতা দখল করেন - সুজাউদ্দিনের পুত্র সফররাজ খানকে পরাজিত করে (১৭৪০খ্রি:, ১০ এপ্রিল)।
- ❖ আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম ছিল- মির্জা বন্দি বা মির্জা মুহম্মদ আলী (তুর্কি বংশোদ্ভূত)।
- ❖ মুসলমান শাসনামলে এদেশে এসে ধর্ষণ, গণহত্যা, অগ্নিসংযোগসহ নানা অত্যাচার ও লুটতরাজ চালায়- বর্গীরা/মারাঠা সৈন্যরা।

- ❖ নবাব আলীবর্দী খান এদেশ থেকে বর্গীসেনাদের চিরতরে বিতাড়িত করেন- ১৭৪২ খ্রি:।
- ❖ বাংলার এই নবাব ক্ষমতায় আসীন ছিলেন- ১৭৪০ খ্রি: - ১৭৫৬ খ্রি: পর্যন্ত।
- ❖ আলীবর্দী খান যাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন- তাঁর ছোট মেয়ে আমেনার পুত্র মির্জা মুহম্মদ আলীকে (সিরাজউদ্দৌলা)।
- ❖ সিরাজ-উদ-দৌলার পিতা ও মাতার নাম ছিল- পিতা জয়েনউদ্দিন ও মাতা আমেনা।
- ❖ মির্জা মুহম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৭৫৬ খ্রি: (২৩ বছর বয়সে)।
- ❖ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন- ১৭৫৬ খ্রি:।
- ❖ নবাব কলকাতা অধিকার করে নামে অভিহিত করেন- আলীনগর (মাতামহের প্রদত্ত নামানুসারে)।
- ❖ হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত 'অন্ধকূপ হত্যা' ঘটনাটি কোথায় সংঘটিত হয়েছিল - ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ১৭৫৬ সালে (এই হত্যাকাণ্ডের কোন সত্যতা ছিল না)।
- ❖ হলওয়েল কর্তৃক অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর বর্ণনামতে, মোট কতজন ইংরেজকে বন্দি করে হত্যা করা হয়- মোট ১৪৬ জনকে বন্দি করা হয় এবং ১২৩ জন মৃত্যুবরণ করেন।
- ❖ ঐতিহাসিক পলাশী প্রান্তর অবস্থিত - ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল (বর্তমান পলাশী গ্রাম নামে পরিচিত)।
- ❖ পলাশীর প্রান্তরে ঐতিহাসিক যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল - মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে।
- ❖ এই যুদ্ধে নবাবের সাথে থাকা যে সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে - জগৎপেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীর জাফর, রাজবল্লভ, মাহতাব চাঁদ, নন্দকুমার, ইয়ার লতিফ প্রমুখ।
- ❖ পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল- প্রায় ৬৫ হাজার এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাত্র ৩ হাজার (মীরজাফর ও তার অনুসারী প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য নীরব ছিল)।
- ❖ বিশ্বাসঘাতকতার ফলস্বরূপ নবাবের পরাজয় ঘটে- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন (২৩ জুন পলাশী দিবস পালিত হয়)।
- ❖ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলায়নকালে আটক হন- পাটনার পথে রাজমহলের নিকট।
- ❖ বাংলার শেষ স্বাধীন এই নবাবকে হত্যা করা হয়- ৩ জুলাই/৪ জুলাই, ১৭৫৭ সালে (মীরজাফরের পুত্র মীর মিরনের তত্ত্বাবধানে মুহম্মদিবেগ নামের এক ঘাতক কর্তৃক)।

- ❖ নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার শাসনামল - ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল- ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পর্যন্ত (মাত্র ১ বছর আড়াই মাসের মত)।
- ❖ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ- দৌলার পরাজয়ের ফলাফল - দীর্ঘ ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনের সূচনা এবং বাংলার অর্থ সম্পদের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব।
- ❖ নবাবের মৃত্যুর পর বাংলার নামমাত্র নবাব হন - মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭-১৭৬০ সাল পর্যন্ত)।
- ❖ মীর জাফরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইংরেজরা যাকে ক্ষমতায় নিযুক্ত করেন- তারই জামাতা মীর কাসিমকে (১৭৬০ সালে)।
- ❖ স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সাথে ইংরেজদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়- 'বক্সারের যুদ্ধ' (১৭৬৪ সালে)।
- ❖ ১৭৬৪ সালে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম কাদের সাহায্য কামনা করেছিলেন- ফকীর-সন্ন্যাসীদের।
- ❖ মীর কাসিম রাজ্যকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখবার জন্য রাজধানী স্থানান্তরিত করেন- 'মুন্সের' নামক স্থানে।
- ❖ ব্রিটিশ ভারতের ইংরেজ গভর্নর লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন- ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর (ভারতবর্ষে ঘৃণ, দুর্নীতি, সম্পদ আত্মসাৎ প্রভৃতি কারণে দোষী হওয়ায়)।

ইংরেজ শাসনামল

- ❖ পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের বিজয়ের মধ্য দিয়েই মূলত বাংলা তাঁর স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হারায়। পরবর্তীতে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়ে তাদের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করে এবং প্রথম ব্রিটিশ-ভারতের গভর্নর হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের সুদীর্ঘ কার্যক্রম আরম্ভ করে। এরপরই শুরু হয় নিরীহ মানুষের উপর নীলকরদের অত্যাচারের ইতিহাস।
- ❖ প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়- ১৬০০ খ্রি: প্রথম ইংরেজ দূত ক্যাপ্টেন হাকিস যে সম্রাটের শাসনামলে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি পান - সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬১২ সালে)।
- ❖ সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতিপ্রদ প্রদান করেন- ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাত বন্দরের নিকট।
- ❖ 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' যে মুঘল সম্রাটের শাসনামলে বাংলায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন - সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ১৬৩৩ খ্রি: (হরিরহপুরের পিপলাই নামক স্থানে)।
- ❖ ইংরেজদের এদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন - বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা (১৬৫১ খ্রি:)।

- ❖ কলকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর বাণিজ্যের জন্য ক্রয় করে বাণিজ্যনগর প্রতিষ্ঠা করেন- জব চার্নক (১৬৯০ খ্রি:)।
- ❖ যে দুর্গ নির্মাণের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটে - ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ (১৬৯৮ সালে)।
- ❖ সমগ্র মুঘল সম্রাজ্যে ইংরেজদের বিনা শুক্রে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন - সম্রাট ফররুখ শিয়া (মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ১৭১৭ সালে)।
- ❖ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন - ১৭৬৫ সালে মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালে (২৬ লক্ষ টাকা খাজনার বিনিময়ে)।
- ❖ বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর নিযুক্ত হন- লর্ড ক্লাইভ (ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন)।
- ❖ যে চুক্তির মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন- 'এলাহবাদ চুক্তি'র মাধ্যমে (১৭৬৫ সালে)।
- ❖ বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - লর্ড ক্লাইভ (রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার ভার কোম্পানির হাতে এবং শাসন বিভাগের ক্ষমতা নবাবের হাতে)।
- ❖ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে জনগণের উপর নানা ধরনের দুর্ভোগ নেমে আসে এছাড়া অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়- যা 'হিয়াত্তরের মশস্তর' নামে পরিচিত।
- ❖ 'হিয়াত্তরের মশস্তর' যা মহাদুর্ভিক্ষ বলে পরিচিত তা সংঘটিত হয়েছিল - বাংলা ১১৭৬/১৭৭০ খ্রি: (এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন)।
- ❖ হিয়াত্তরের মশস্তরের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ছিলেন- গভর্নর কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২)।
- ❖ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্তি করেন- ওয়ারেন হেস্টিং (১৭৭২ সালে)।
- ❖ ওয়ারেন হেস্টিং তাঁর শাসনামলে যে যে কার্য সম্পাদন করেন- প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন, পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা, ১৭৮৪ সালে ভারত শাসন আইন পাশ, রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ প্রভৃতি।
- ❖ লর্ড কর্নওয়ালিশ বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন- ১৭৮৬ সালে (১৮৮৬-১৭৯৩ পর্যন্ত দায়িত্ব ছিলেন)।
- ❖ লর্ড কর্নওয়ালিশ যে বিধি বিধান চালু করেন - ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইন, সূর্যাস্ত আইন, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, দশশালা বন্দোবস্ত প্রভৃতি।
- ❖ বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন - লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে।
- ❖ একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে নির্ধারিত খাজনা দিতে অসমর্থ হলে জমিদারি নিলামে বিক্রি হতো যে আইনে- লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত "সূর্যাস্ত আইন"।
- ❖ ব্রিটিশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট বা গভর্নর হিসেবে পরিচিত ছিলেন- লর্ড ওয়েলেসলী।
- ❖ লর্ড ওয়েলেসলী যে নীতির মাধ্যমে তাজোর, সুরাট, কর্ণাটক এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন - 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে।
- ❖ যে বীর লর্ড ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতা আইন প্রত্যাখ্যান করেন - মহীশূরের (বর্তমান কর্ণাটক) বীর টিপু সুলতান।
- ❖ টিপু সুলতান অধীনতামূলক নীতি প্রত্যাখ্যান করায় ওয়েলেসলী তাঁর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন - ১৭৯৯ সালে চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধ।
- ❖ চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়- টিপু সুলতান ও আর্থার ওয়েলেসলির মধ্যে (যুদ্ধে মহীশূরের এই মহান বীর বাঘের মত লড়াই করে শহিদ হন)।
- ❖ রাজা রামমোহন রায় যে ইংরেজ গভর্নরের সময় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন - লর্ড হেস্টিং এর সময় (১৮১৭ সালে নির্মিত)।
- ❖ ব্রিটিশ ভারতে যে গভর্নর সমাজ সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন - লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক (১৮২৯-১৮৩৫)।
- ❖ রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'সতীদাহ প্রথা' বাতিল করেন - লর্ড বেন্টিক, ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর।
- ❖ লর্ড বেন্টিক যত সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৮৩৩ সালে।
- ❖ স্বভূবিলোপ নীতি প্রবর্তন করে নাগপুর, সম্বলপুর, সাঁত্তারা এবং বাঁসি ব্রিটিশদের অধীনে আনেন - লর্ড ডালহৌসী।
- ❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন - লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৪ সালে এবং আইন পাস হয় ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই।
- ❖ লর্ড ডালহৌসী অন্যান্য যে পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করেন - প্রথম রেল যোগাযোগ চালু ১৮৫৩, টেলিগ্রাফ ও ডাকটিকিটের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদানপ্রদান, (১৬২ বছর চালু ছিল, ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত)।
- ❖ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম কাগজের মুদ্রা ও পুলিশ সার্ভিস চালু করেন- লর্ড ক্যানিং (১৮৬১ সালে)।
- ❖ যে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ভারতের শাসন ভার ইংল্যান্ডের রানির হাতে অর্পিত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের কারণে।
- ❖ ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে/রানির হাতে অর্পিত হয় - ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট।
- ❖ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় - লর্ড মেয়ো এর সময় ১৮৭২ সালে।
- ❖ লর্ড রিপন যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন - সংবাদ পত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান, ইলবার্ট বিল (ইউরোপীয় বণিক অপরাধীদের বিচার), শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মের বিধান।
- ❖ লর্ড রিপন যে কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন - ১৮৮২ সালে 'হান্টার কমিশন' গঠনের মাধ্যমে।
- ❖ ভারতীয় মহাদেশে সর্ব প্রথম 'আর্মস অ্যাক্ট' বা বৈধ অস্ত্রের আইন প্রবর্তন করেন - লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালে।
- ❖ লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ কার্যকর হয় - ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ সালে (এসময় তিনি ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন)।
- ❖ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল - ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম (পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা)।
- ❖ পশ্চিম বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল - পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা (পশ্চিম বাংলার রাজধানী ছিল কলকাতা)।
- ❖ পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন - ব্যামফিস্ট ফুলার (১৯০৫ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন)।
- ❖ মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন- মুসলিমদের সুবিধা বিবেচনা করে তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া (১৯০৯ সালে আইনটি প্রবর্তিত হয়)।
- ❖ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফলে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করেন- রাজা পঞ্চম জর্জ (১৯১১ সালে)।
- ❖ 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হওয়ার সময় ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর ছিলেন - লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬ খ্রি:)।
- ❖ বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন - 'রাধিবন্ধন' অনুষ্ঠান (এসময় তিনি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করেন)।
- ❖ বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলিমদের অসন্তোষ দূর করতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা হতে স্থানান্তরিত করা হয় - দিল্লিতে (১৯১২ সালে)।
- ❖ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন বা ভারত শাসন আইনের মূল বিষয় ছিল - রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা বড় লাটের হাতে (আইনটি প্রণয়ন হয় ১৯১৯ সালে)।
- ❖ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত করে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানি ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয় - ১৮৫৮ সালে (সিপাহী বিপ্লবের কারণে)।
- ❖ ব্রিটিশ-ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন - লর্ড মাউন্টব্যটেশ (১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন, পাশ পর্যন্ত)।
- ❖ যে কমিশনের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় - র্যাডক্লিফ কমিশন (যা ১৯৪৭ সালের 'সীমানা কমিশন' নামে পরিচিত)।
- ❖ অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন - স্যার ফ্রেডরিক বারোজ।
- ❖ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের শাসন সর্বমোট কার্যকর ছিল - ১৯০ বছর (১৭৫৭ খ্রি:-১৯৪৭ খ্রি: পর্যন্ত)।



ছায়াযুদ্ধে: ইসরাইল ও ইরান

- মো: মোশারেফ হোসেন (সরকারি কর্মকর্তা ও সমাজকর্মী)

সিরিয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্ম হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। প্রথমত, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বহুল আলোচিত ইরান পারমাণবিক চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয়ত, ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরপরই ইসরাইল সিরিয়ায় অবস্থিত ইরানি ঘাঁটিগুলোর ওপর ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে। এই বিমান হামলা কার্যত সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের এক ধরনের যুদ্ধের শামিল। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সিরিয়া সংকটে ইরান প্রথম থেকেই আসাদ সরকারকে সমর্থন করে আসছে, যা প্রত্যক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিরোধী ছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই আসাদ সরকারের বিরোধিতা করে আসছে এবং এটা মোটাটুটিভাবে সবাই জানে যে, যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ায় 'রেজিম চ্যেঞ্জ' এর পক্ষপাতি। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র চায় সিরিয়ায় একটি আসাদবিরোধী সরকার। আইএস সিরিয়া থেকে উৎখাতের পরও সিরিয়ায় যেসব ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠী আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে, তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ ও অস্ত্র পেয়ে আসছে। উপরন্তু সিরিয়ার কুর্দি অঞ্চলে চার হাজারের মতো মার্কিন সেনা অবস্থান করছে। বলা হচ্ছে, এরা কুর্দি গেরিলাদের 'উপদেষ্টা' হিসেবে কাজ করছে। এমনই একটি পরিস্থিতিতে ইরান পারমাণবিক চুক্তি ট্রাম্প কর্তৃক বাতিল ঘোষণা এবং ইসরাইলের সিরিয়ার ভেতরে ইরানি অবস্থানের ওপর হামলা এ অঞ্চলে যে 'ছায়াযুদ্ধের' জন্ম দিয়েছে, তা শুধু উত্তেজনাই বাড়াবে না, বরং একটি বড় ধরনের যুদ্ধেরও সূচনা করতে পারে। এই 'ছায়াযুদ্ধ' এখন অনেকগুলো সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। ইসরাইল এখন সরাসরি ইরানের ভেতরে অবস্থিত ইরানি পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করে দিতে পারে, যেমনটি তারা করেছিল ইরাকে সাদামের জীবিতকালে। এমনকি ইরানি বন্দর 'পোর্ট অব খারগ' এ বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে, যেখান থেকে ইরান তার জাহাজের শতকরা ৯০ ভাগ (গ্যাস ও তেল) বিদেশে রপ্তানি করে। তেল পরিশোধনের জন্য ইরানের যে বড় বড় রিফাইনারি আছে, তা ধ্বংস করে দিতে পারে ইসরাইল। এক্ষেত্রে ইসরাইলি উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ইরানি অর্থনীতিকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়ে ইরানকে দুর্বল করা।

মিত্রদের সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি: ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত ইউরোপে তার বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি

দূরত্ব তৈরি করে দিতে পারে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের পর যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ইউরোপীয় মিত্র দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি এক যৌথ বিবৃতিতে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেছে, Together we Emphasize our Continuing Commitment to the JCPOA. This Agreement reaming Important for our shared Security. পশ্চিমা দেশগুলো ইরান চুক্তিতে থাকতে চায়। তারা এই চুক্তিকে তাদের নিরাপত্তার প্রতি এক ধরনের গ্যারান্টি বলে মনে করছে। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র JCPOA বা ইরান চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেও অপর তিন ইউরোপীয় শক্তি (জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) এই চুক্তির প্রতি কমিটমেন্ট থাকছে। এর ফলে দূরত্ব তৈরি হবে। এর আগে ইউরোপীয় স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

ইরান তেলের ক্ষেত্রে ট্রাম্প একই সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথাও বলেছেন। এতে চীন ও ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কিছুটা ঘাটতি দেখা দিতে পারে। চীন ও ভারত ইরানি তেলের ওপর নির্ভরশীল। ইরান প্রতিদিন ২০ লাখ ব্যারেল তেল রপ্তানি করে। চীন হচ্ছে তার বড় ক্রেতা। ২০১৭ সালে চীন ইরানের রপ্তানিকৃত জ্বালানি তেলের শতকরা ২৪ ভাগ একাই ক্রয় করেছিল। ভারত কিনেছিল শতকরা ১৮ ভাগ, আর দক্ষিণ কোরিয়া ১৪ ভাগ। এখন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে US National Defense Authorization Act অনুযায়ী কোনো কোম্পানি যদি ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ব্যবসা করতে পারবে না। এর অর্থ চীনা ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলো এরপরও যদি ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

নয়া স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা : বিশ্ব নয়া স্নায়ুযুদ্ধের যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে, এখন এতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। ইরানি পার্লামেন্টে মার্কিন পতাকায় আগুন দেওয়ার দৃশ্য প্রতিক্রিয়া ছাপা হয়েছে। এই দৃশ্য ১৯৭৯ সালের একটি দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিল, যখন ইরানি ছাত্ররা তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে নিয়েছিল। সিরিয়ার সংকটকে কেন্দ্র করে মস্কো-বেইজিং-তেহরান অক্ষ গড়ে উঠেছিল। এখন এই অক্ষ আরও

শক্তিশালী হবে মাত্র। ইরান সমঝোতা চুক্তি বাতিল করে ট্রাম্প বিশ্বে উত্তেজনার মাত্রা বাড়ালেন মাত্র। ওয়াশিংটনের নিউ কনজারভেটিভরা এখন একটা যুদ্ধ চায়। এই যুদ্ধটি হবে ইরানের বিরুদ্ধে! এতে ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে একের পর এক যে 'অভিযোগ' উঠছে এবং একটি সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে যে, তিনি হয়তো আর দ্বিতীয় টার্মের জন্য রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাবেন না। এ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারবেন। একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন না এটা আইনের বিধান। তাকে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ এই অনুমোদন নেননি ইরাকের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে। প্রেসিডেন্ট ওবামা অনুমোদন নেননি লিবিয়ায় বোমা বর্ষণের সময় ২০১১ সালে। এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি নেনবেন ইরানের ক্ষেত্রে? এটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। তবে ইসরাইল এখন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই 'যুদ্ধ' শুরু করল। ইরানের আশপাশে কয়েক ডজন মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। ওমান, আরব আমিরাত, কুয়েত, তুরস্ক, ইসরাইল, এমনকি কাভারে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে, সেখানে যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যে-কোনো যুদ্ধে (সিরিয়া অথবা ইরান) ওইসব যুদ্ধবিমান ব্যবহৃত হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে নানা মাত্রার সংকট আমরা এখন প্রত্যক্ষ করছি। সিরিয়া সংকটের সমাধানের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কুর্দিগণ কার্যত এখন সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেখানে তুরস্কের সেনাবাহিনী কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করছে। কুর্দি অঞ্চল আফরিন, যা কিনা সিরিয়ার অংশ, সেখানে মার্কিন সৈন্য 'উপদেষ্টা' হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। ইসরাইল সিরীয় সংকটে এতদিন নিরীপ্ত থাকলেও এখন সরাসরি সিরিয়ার অভ্যন্তরে বিমান হামলা চালিয়ে এই যুদ্ধে শরিক হয়ে গেল। এদিকে সৌদি আরব ইসরাইল সমঝোতায় একটি লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করছে। ইরান-সৌদি দ্বন্দ্ব বাড়ছে। বলা হচ্ছে, সৌদি আরব ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের ওপর যে নিয়মিত বিমান হামলা চালাচ্ছে, তার পেছনে ওয়াশিংটনের সমর্থন রয়েছে। রাশিয়ার ভূমিকাও এখানে লক্ষ রাখার মতো। প্রকাশ্যে আসাদ সরকারকে রাশিয়া সমর্থন করলেও ইসরাইল সিরিয়ায় ইরানি অবস্থানের ওপর বিমান হামলা চালালে, রাশিয়া তাতে নীরব ভূমিকা পালন করে। এরই মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের অবনতি ও জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জেজ্ঞালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তরের ঘটনা ঘটল। মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি সেখানে আরেকটি যুদ্ধের জন্ম দেয় কি না, স্টেই দেখার বিষয় এখন।



মানবচিন্তার প্রশান্তি ও আনন্দের খোরাক যোগাতে বর্তমান বিশ্বে যত খেলা প্রচলিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত খেলা হলো ফুটবল। চীনে সকার নামে ফুটবল খেলার জন্ম হলেও আধুনিক ফুটবলের প্রচলন ঘটে ইংল্যান্ডে। প্রতি ৪ বছর পর পর ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা কর্তৃক আয়োজিত হয় গ্রেন্টেস্ট শো অন আর্থ "বিশ্বকাপ ফুটবল"। ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ২১তম আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাশিয়ায়।

এক নজরে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮

- স্বাগতিক দেশ- রাশিয়া।
- মোট অংশগ্রহণকারী দেশ- ৩২টি।
- প্রথম বায়ের মত অংশগ্রহণকারী দেশ- ২টি (পানামা ও আইসল্যান্ড)।
- উদ্বোধনী ম্যাচ- ১৪ জুন (রাশিয়া-সৌদিআরব)।
- ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে- ১৫ জুলাই-২০১৮।
- উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে- লুঝনিকি স্টেডিয়াম, মস্কো।
- স্বাগতিক দেশ হিসেবে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলছে- রাশিয়া।
- মোট ফ্রণিং- ৮টি (প্রত্যেক ফ্রণে ৪টি করে দল)।
- মোট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে- ৬৪টি।
- মাসকট- জাবিভাকা (ZABIVAKA); ক্রুশ শব্দ, যার অর্থ- যে গোল করে।
- পোস্টার: শিল্পী ইগর গুরো ভিচের আঁকা ব্যালন ডিঅর জেতা ইতিহাসের একমাত্র গোলরক্ষক 'ক্রুশ ফুটবলের প্রতীক' লেভ ইয়াসিনের কালো জার্সি পরা প্রতিকৃতি।
- বল: TELSTAR18 (নিমার্জিত প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস)।
- ১১টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাশিয়া বিশ্বকাপ-২০১৮।
- রাশিয়া বিশ্বকাপে প্রথম বার চালু হচ্ছে VAR (Video Assistance Referee) প্রযুক্তির প্রচলন।
- VAR প্রযুক্তিতে মোট ৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহীত হবে- (গোল, পেনাল্টি, লালকার্ড, ভুল শাস্তি)।
- বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮ থিম সং লিভ ইট আপ (গায়ক নিকি জ্যাম)।
- রাশিয়া বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী মুসলিম দেশ- ৭টি।
- বিশ্বকাপ ফুটবল- ২০১৮ প্রথম গোলকারী- ইউরি গাজিনস্কির (রাশিয়া)।
- বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৮ প্রথম হ্যাটট্রিককারী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল)।
- বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েও এবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে পারে নি- ইতালি।
- ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হয়েও এবারের বিশ্বকাপে হমে ১ম রাউন্ড থেকে বাদ পড়া দল- জার্মানি।

ফুটবল ও বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ফুটবল খেলার জন্ম- চীনে।
- চীনে ফুটবল খেলা- সকার নামে পরিচিত।
- আধুনিক ফুটবল খেলার প্রচলন হয়- ইংল্যান্ডে।
- আধুনিক ফুটবল লেখার নিয়ম-কানুন তৈরি হয়- ১৮৪৮ সালে ইংল্যান্ডের- ক্যামব্রিজ।
- ফুটবল লেখার নিয়ন্ত্রক সংস্থা- ফিফা।
- FIFA- ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
- FIFA- গঠিত হয় ১৯০৪ সালে, প্যারিস, ফ্রান্স।
- ফিফা এর বর্তমান সদর দপ্তর- জুরিক, সুইজারল্যান্ড।
- ফিফা এর বর্তমান সভাপতি- জিয়ান্নি ইনফান্তিনো (সুইজারল্যান্ড) ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।
- FIFA- গঠিত হয়- ৬টি দেশ নিয়ে।
- FIFA- বর্তমান সদস্য- ২১১ দেশ।
- টোটাল ফুটবলের জনক- হল্যান্ডের জোহান ক্রাইফ।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম- ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়াম (ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২ লক্ষ)।
- বর্তমান ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়- ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- ৪ বার ফিফা বর্ষসেরা হওয়ার কৃতিত্ব আছে- মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের ২২তম আসর অনুষ্ঠিত হবে- কাতারে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের ২৩তম আসর অনুষ্ঠিত হবে- আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে।
- ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেবে- ৪৮টি দেশ।
- মিশরের জনপ্রিয় ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহকে সম্মান সূচক নাগরিকত্ব দিয়েছে- চেন্নিয়া।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩০ সালে (উরুগুয়ে)।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন- উরুগুয়ে (রানার্সআপ-আর্জেন্টিনা)।
- বিশ্বকাপ ট্রফির প্রথম নাম- জুলেরিমে কাপ।
- জুলেরিমে কাপের নাম ফিফা বিশ্বকাপ রাখা হয়- ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে।
- ফিফা ট্রফির ভাস্কর- ইতালির সিনিভিও গাজ্জানপা।
- বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা- ফ্রান্সের লুই লরেন্ট।
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা- ফ্রান্সের জাস্ট ফুটেন (১৩টি)।
- বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা জার্মানির মিরোস্লাভ ক্রোজ (১৬টি গোল)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিক বার চ্যাম্পিয়ন দেশ- ব্রাজিল, ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)।
- সবগুলো বিশ্বকাপের চূড়ান্তপর্বে অংশগ্রহণকারী একমাত্র দল- ব্রাজিল।
- ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের ২০তম

আসর অনুষ্ঠিত হয়- ব্রাজিলে।

- ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন- জার্মানি (রানার আপ আর্জেন্টিনা)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন বুট চালু হয়- ১৯৮২ (স্পেন বিশ্বকাপে)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে মাসকট চালু হয়- ১৯৬৬ সালে (প্রথম মাসকট উইলি)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে বদলি খেলোয়ার ব্যবস্থা চালু হয়- ১৯৭০ সালে।
- ফুটবল খেলায় প্রতিটি দল ৩ জন খেলোয়ার বদল করতে পারে।
- ফুটবল খেলায় ৩ ভাবে ট্যাকেল করা যেতে পারে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে (লাল ও হলুদ কার্ড) কার্ড চালু হয়- ১৯৭০ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে কার্ড (লাল, হলুদ) প্রথম দেখানো হয়- ১৯৭৪ সাল থেকে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ চালু হয়- ২০১০ সাল থেকে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলোয়াড়ের ডোপ টেস্ট করা হয়- ১৯৬৬ সাল থেকে।
- ৩টি বিশ্বকাপ জয়ের ফলে জুলে রিমে কাপ (বর্তমান ফিফা বিশ্বকাপ) চিরতরে নিয়ে নেয়- ব্রাজিল।
- ফুটবল খেলোয়ারদের জার্সিতে নম্বর লাগানো প্রথম চালু হয়- ১৯৩৯ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার রানার্সআপ- জার্মানি (১৯৬৬, ১৯৮২, ১৯৮৬, ২০০২)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে ২য় সর্বোচ্চ ৪ বার করে চ্যাম্পিয়ন জার্মানি ও ইতালি।
- ফুটবল খেলা অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়- ১৯০০ সালে।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়নি- ১৯৪২, ১৯৪৬ সালে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণ করেছিল- ১৩টি দেশ।
- এশিয়ার যে দেশ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে ইউরোপের সাথে খেলে- ইসরাইল।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্তপর্বে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ- মিশর (১৯৩৮ সালে)।
- বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়- হাঙ্গেরি ১০-১ এল সালভেদর।
- এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে প্রথম অংশ নেয়- দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৫৪ সালে)।
- বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিককারী- গিলসো স্টাবিল (আর্জেন্টিনা)।
- প্রথমবারের মতো এশিয়া মহাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- ২০০২ সালে (কোরিয়া-জাপান)।
- বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা-রোনালদো ১৫টি (ব্রাজিল)।
- বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল দেওয়া হয়- সেরা খেলোয়ারকে।
- বিশ্বকাপে গোল্ডেন বল চালু হয়- ১৯৮২ সাল থেকে।
- ২০১৪ বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল পান- লিওনেল মেসি।
- বিশ্বকাপে ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতাকে দেওয়া হয়- গোল্ডেন বুট।
- বিশ্বকাপ ফুটবল গোল্ডেন বুট চালু হয়- ১৯৮২ সালে।
- ২০১৪ সালের ২০তম বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট বিজয়ী হামেস রদ্রিগেস (কলম্বিয়া গোল সংখ্যা-৬)।

- ২০১৪ বিশ্বকাপের সেরা গোলকিপার ম্যানুয়েল নুয়ার (জার্মানি)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে ভালো খেলা দলকে দেওয়া হয় ফেয়ার প্লে ট্রফি।
- এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ফেয়ার প্লে ট্রফি লাভকারী দল- ব্রাজিল (৪ বার)
- বিশ্বকাপে প্রথম জয়ী দল- ফ্রান্স (৪-১) বিপক্ষ মেক্সিকো।
- নিজ মহাদেশের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন- ব্রাজিল (১৯৫৮)
- বিশ্বকাপ ফুটবলের অন্যতম রূপকার ও ফিফার প্রথম সভাপতি- জুলে রিমে।
- ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিতে স্বর্ণের পরিমাণ-

- প্রায়- ৫ কেজি।
- বাছাইপর্ব ছাড়াই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩০ সালে।
- স্বাভাবিক দেশ হয়েও বাছাইপর্ব পরিয়ে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে- ইতালি (১৯৩৪ সালে)।
- ফাইনাল বিহীন একমাত্র বিশ্বকাপ- ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ।
- বিশ্বকাপে টাইব্রেকিং প্রথা চালু হয়- ১৯৭৮ সালে।
- সর্বাধিক ফাইনাল ম্যাচ খেলা দল- জার্মানি (৮ বার)।
- সবচেয়ে বেশি জয়- ব্রাজিলের (৭০টি)।
- বিশ্বকাপে টানা সর্বাধিক ম্যাচে অপরাজিত দল- ব্রাজিল (১৩টি)।
- বিশ্বকাপে গোল্ডেন গ্লোব এর পূর্বনাম- ইয়াসিন অ্যাওয়ার্ড।

- বিশ্বকাপে ইয়াসিন অ্যাওয়ার্ড চালু- ১৯৯৪ সালে, ২০১০ সালে এটির নাম হয় গোল্ডেন গ্লোব।
- সর্বশেষ (৭ম) নারী বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল- আমেরিকা।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে বেস্ট ইয়াং প্লেয়ার নির্বাচিত করা হয়- ২১ বছরের কম বয়সী সেরা খেলোয়ারকে।
- ২০১৪ সালের বেস্ট ইয়াং প্লেয়ার নির্বাচিত হয় পল পগবা (ফ্রান্স)।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে এ যাবৎ চ্যাম্পিয়ন দেশের সংখ্যা- ৮টি।
- ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী ও ফুটবলের সম্রাট নামে খ্যাত- ব্রাজিলের কালো মানিক পেলে।

Easy Solution: Right Form of Verb

বিসিএস প্রিলিমিনারিতে ইংলিশ গ্রামারের কিছু Confusing Question সবসময় দেয়া যায়; সেগুলোই ভালোভাবে বুঝে উত্তর দেবার জন্য নিম্নোক্ত Rules-গুলো ভালোভাবে জানা প্রয়োজন

Rule-01 : like এবং alike দুটোই প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে; কিন্তু like ব্যবহৃত হয় দুটি noun-কে তুলনা বোঝাতে এবং alike ব্যবহৃত হয় দুটি noun-এর পরে এবং plural verb-এর পরে।
Ex : The shirt is like that one.
The shirt and that one are alike.

Rule-02 : কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ noun-এর বিশেষ তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়; সেগুলো হলো- age, height, price, style, color, weight, size, length। এগুলো noun-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র, অর্থাৎ—
noun + verb + the same + noun (quality) + as + noun.

Ex : Rony is the same age as jony.
Incorrect : This is not the same big size as the rest of the apartment.

Correct : This is not the same size as the rest of the apartment.

Incorrect : The gold chain that Nipa saw is same weight as yours.

Correct : The gold chain that Nipa saw is the same weight as yours.

Rule-03 : much এবং many-এর একই অর্থ। কিন্তু many ব্যবহৃত হয় plural countable noun-এর পূর্বে এবং much ব্যবহৃত হয় Uncountable noun-গুলোর পূর্বে।

Ex : There are many television programs for children on Saturday.

We don't have much information.

Rule-04 : Only a few এবং only a little দুটোই একই অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু only a few ব্যবহৃত হয় plural countable noun-এর পূর্বে। অন্যদিকে only a little ব্যবহৃত হয় Uncountable noun-এর পূর্বে।

Incorrect : Only a little students are lazy.

Correct : Only a few students are lazy.

Incorrect : We will need only a few food for the picnic.

Correct : We will need only a little food for the picnic.

Rule-05 : মনে রাখতে হবে besides মানে অধিকন্তু এবং beside মানে পাশে।

Ex : Besides our dogs, we have two cats and canary.

We sat beside the teacher.

Rule-06 : But এবং except যখন preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন noun-এর পূর্বে বসে।

Ex : All of the group but Toriql went to lake. All of the group except Toriql went to lake.

The mail comes at ten o'clock everyday except Sunday.

Rule-07 : Instead of এবং instead দুটার অর্থই পরিবর্তে, কিন্তু instead of ব্যবহৃত হয় noun, adjective এবং adverb-এর পূর্বে কিন্তু শুধু instead sentence-এর পরে বসে noun, adjective এবং adverb-এর পরে বসে ওই clause-টিকেই নির্দেশ করে।

Ex We went to Jhenaidah instead of Jessore on our vacation this year in this case.

Treat the dog gently instead of roughly.

এবার, instead-এর ব্যবহার

Ex : Could I have rice instead of potatoes, please?
Could I have rice instead, please?

We chose Monir instead of Masud as our representative.

We chose Monir instead.

Rule-08 : So এবং Too একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, so ব্যবহৃত হয় Auxiliary verb-এর পূর্বে এবং Too এবং also ব্যবহৃত হয় Auxiliary verb-এর পরে।

Incorrect : We are going to the concert and so do they.

Correct : We are going to the concert and so are they.

We are going to the concert and they are too.
We are going to the concert and they are also.

Rule-09 Either এবং Neither দুটোরই একইরকম অর্থ রয়েছে; কিন্তু Neither-টি সাধারণত ব্যবহৃত হয় Auxiliary verb-এর পূর্বে এবং either ব্যবহৃত হয় পরে।

Ex : My brother won't go, and neither will I.
My brother won't go, and I'm not either.

Rule-10 : মনে রাখতে হবে Raises ব্যবহৃত হয় Transitive verb হিসেবে, যেখানে object হিসেবে complement ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে Rise-টি Intransitive verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার কোনো complement নেই।

Ex : Heavy rain raises the water level of reservoir. The water level raises when it rains every spring.

Rule-11 : lay শব্দটি Transitive verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে lie শব্দটি Intransitive verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Ex : The postman lays the mail on the table everyday.

The postman laid the mail on the table yesterday.

আবার,
He lies on the sofa to take rest everyday.

He lay on the sofa to rest yesterday.



Introduction: Today almost all the modern and enlightened nations have their own satellite in the orbit. A sovereign country, in a pursuit of sustainable development, needs its own satellite in order to reduce its dependency on other nations. BTRC started working with the vision to open new dimension of possibility in the telecommunication sector of Bangladesh by launching its first ever satellite. Preliminary implementation activities are in progress with the consultation of USA based consultancy firm Space Partnership International (SPI) and specialist advice of International Telecommunication Union (ITU). A country like Bangladesh is highly exposed to natural disaster risk because of its unique geographical location. Telecommunication system is Bangladesh has always been suffering from interruptions and problems as erratic disasters hit the country. During such emergency situation, Satellite network can play an important role in ensuring uninterrupted telecommunication services in Bangladesh.

Definition of Satellite: Generally, Satellite is an object that orbits something other object, for example, the moon orbits the earth. In a communications context, a satellite is a specialized wireless receiver or transmitter that is launched by a rocket and paced in orbit around the earth. There are hundreds of satellites currently in operation. A satellite which used for such kind of diverse purposes as weather forecasting, global positioning system (GPS), television broadcasting, amateur radio communications and internet communications. According to NASA satellite can be defined more specifically as "A Satellite is an object that moves around a larger object. Earth is a satellite because it moves around the sun. The moon is a satellite because it moves around Earth. Earth and the moon are called 'natural' satellite". But usually when someone says "satellite", they are talking about a 'man made' satellite. Man-made satellite is machine made by people. These machines are launched into space and orbit earth or another body in space. There are thousands of man-made satellites. Some of this always takes pictures of our planet, the sun and

other objects. These pictures help to gather scientist learn about earth, the solar systems and the universe. Other satellite sends TV signals and phone calls around the world. Satellite communications are one of the major radio based communication systems where information/data can be transmitting from one place of the world to another place of the world.

Objectives of Bangabandhu -1 Satellite:

The main objectives to take the initiative is as follows:

- (i) Save money for existing national users of satellite services, Government and Enterprise alike
- (ii) Create new services for Government, Enterprise and Consumers
- (iii) Create jobs in country to operate the satellite and to manage the overall traffic through the satellite
- (iv) Create social and community benefits for example first response communications in disaster areas.
- (v) Revenue generation opportunity of the Government through national and international sales of bandwidth, and services, as well as license fees from new services.
- (vi) With the passage of time, more channels will be entering in the market, which would cost Bangladesh in excess of 100 million USD over the 15 years life time of a Satellite. By having its own satellite, Bangladesh will not only save in excess of 100 million USD, but also earn foreign currency by leasing out transponders to the neighbouring region.
- (vii) Having a dedicated satellite can mitigate the damages with advanced preparation using early warning systems and emergency disaster relief communications systems connecting critical support services.
- (viii) One of the great side benefits for Bangladesh of launching its own satellite is having a knowledge based society of space generation.

Financing for Bangabandhu -1 satellite:

The development of BD-1 satellite is estimated to cost \$248m. The Bangladeshi Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) approved \$37.58m in funding for the

development of the country's first satellite in September 2014.

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) agreed to provide \$17.46m for the construction of the BD-1 and its ground equipment.

Bangabandhu-1 satellite design and development:

Thales Alenia Space was selected as prime contractor to provide turnkey systems, including design, production, testing services for the BD-1 satellites, in November 2015. The scope of the contract also includes the development of ground segment.

BD-1 satellite's communications module integration work is being carried out at Thales Alenia Space plant located at Toulouse in France. The critical design review (CDR) of BD-1 satellite was completed in January 2017. The service module for the satellite is being manufactured at Cannes and satellite mating is completed in March 2017.

Thales Alenia Space Belgium, Thales Alenia Space Italia and Thales Alenia Space España are also involved in the development of the satellite and the ground components.

Based on Space bus 4000B2 platform developed by Thales Alenia Space, the BD-1 satellite will have a launch mass of 3,500kg. It will include two deployable solar arrays with batteries. The spacecraft will have a designed lifespan of 15 years.

Ground control station:

The satellite will be controlled by two ground stations, which will be used for primary and back-up site operations and control centres. The survey for site selection for the construction of the ground control stations has been completed. Thales Alenia Space will provide tools for the ground segment for the mission planning and space operations monitoring. It will also build two ground facility buildings, which will house satellite control and network operations centre.

Covering Region : The Design shall provide coverage within two service areas: a Primary Service Area (PSA), and a Secondary Service Area (SSA)

The PSA is defined by regions 1, 2 and 5 and includes:

Region 1: Ku-Band Beam 1 over Bangladesh and its territorial waters in the Bay of Bengal

Region 2: Ku-Band Beam 2, herein referred to as "India Plus" Beam, over India, Bangladesh (including its territorial waters, in the Bay of Bengal), Pakistan, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka.

Region 5: C-Band Beam 5 covering

Bangladesh (including its territorial waters in the Bay of Bengal), India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, portions of Kazakhstan, Indonesia and the Philippines, with elevation angle equal or greater than 10 degrees to Bangabandhu.

Bangabandhu-1 Satellite launching:

The satellite will be located at 119.1°E longitude orbital position and provide broadcasting and telecommunication services to rural areas in Bangladesh. It will also introduce profitable services, including direct-to-home (DTH) services. It will offer Ku-band and C-band services across Bangladesh and its territorial waters of the Bay of Bengal, India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Philippines and Indonesia. Once operational, the satellite will enable the nation to save approximately BDT1.08bn (\$14m) currently being spent on satellite rents each year. BTRC also plans to launch follow-on series of BD-2 and BD-3 satellites in phases.

The satellite will be launched aboard Falcon 9 version 1.2 rocket. The launch operations will be conducted from the SpaceX launch site at Cape Canaveral, Florida, US.

"The satellite is expected to be launched into geostationary earth orbit (GEO) in May 2018.

Benefits of Bangladesh : After launching the first satellite of Bangladesh which is Bangabandhu Satellite-1, the benefits can be considered as following:

Capture the majority of existing in country originated satellite business, Create opportunity for NEW (pent-up)

attractive and cost competitive services and networks in country as a result of the satellite and a "helpful" regulatory review, and Capture a percentage of the demand growth in the targeted regions (with a competent and experienced team).

To considering the above strategies we can comes to a point about the financial impact which more lightly elaborately describe as follows: Current and projected satellite bandwidth requirements by the Bangladesh Government and Enterprise sectors (some of which are satisfied using foreign satellites) could account for 30% or more of the total capacity of the Bangabandhu satellite, with significant commitments prior to launch.

Therefore, Bangladesh is currently a captive market for its first national satellite system, with the BTRC able to provide a "protected opportunity" for the satellite to achieve critical mass in terms of transponder sales and revenue generation before later considering the prospect of opening the country to competition from other satellite systems. The Bangladesh Government's interest and participation in the system further enables it to enter into international cooperative agreements for satellite capacity utilization with other governments, such as India, and other neighbouring markets that might be more difficult for private satellite operators to enter.

The ability to consider "lessons learned" from the industry in terms of sales and marketing strategies that work and those that don't, and strategically deploy a sales and marketing team well in advance of the satellite's in- service date to aggressively pre sell the satellite system's capacity, with the objective of achieving a 50% fill

rate at the time the satellite enters into service, and a 90% fill rate by the end of the fourth year of operation.

Considering the above financial impact there is other impact which also contributes to boosting the service based on Satellite and directly or indirectly impacted on revenue generation.

Conclusion : By launching the satellite Bangladesh can save a significant amount of foreign currency paid as the transponder rental charge for communications and broadcasting. Both the public and various other private sectors of the country meet the demand of a satellite by renting bandwidth from different satellite operators those have foot print over our territory. Transponder leasing for this purpose, every year Bangladesh spends a huge foreign currency, which will increase over the years. This puts pressure on foreign currency reserve of the country. The demand of usage of a satellite in telecommunication, broadcasting, meteorology, military, research & development is increasing. To meet the requirement of satellite usage of the country for Broadcasting and other purposes and also information and technology, Bangladesh requires launching of its own satellite as early as possible. Launching Bangladesh's own communication and broadcasting satellite in orbit will cater to the country's new value added services in several sectors. Excess capacity will be leased to the regional market that will generate revenues and stop the drain of foreign currency.

Comparative literature :

Approximately Same

- Abu Zafar Elias (Bcs Agriculture)

Name	Writer
Candida (drama)	G.B. Shaw
Candida (novel)	Voltaire
The Spanish Gypsy	G. Eliot
The Spanish Tragedy	Thomas Kyd
The white Devil (drama)	John Webster
The white Peacock (novel)	DH Lawrence
The white whale (novel)	Herman Melville
A Passage to India	E. M. Forster
A Passage to India (poem)	watt Whitman
The Way of the World	William Congreve
The citizen of the world	Goldsmith

A tale of two cities	Charles Dickens
A tale of a tub	Jonathan Swift
Man and Superman	George Bernard Shaw
Man & Women	Robert Browning
Daffodil	Wordsworth
To Daffodil	Robert Herrick
Patriot	Robert Browning
Patriotism	Walter Scott
Ulysses (poem)	Tennyson
Ulysses (novel)	James Joyce
The Sun Rising (poem)	John Donne
The Sun Also Rising	Ernest Hemingway
The West Land	T.S Eliot
Ode to the West Wind	P.B Shelley
Under the Green Wood Tree (poem)	W. Shakespeare
Under the Green Wood Tree (novel)	Thomas Hardy



Sonali Bank Limited Recruitment Test-2018

Name of the Post : 'Senior Officer'

Duration : 1 Hour

Total Marks : 100

01. 'Legal statement'-এর বাংলা পরিভাষা-
 (a) আইনি-উক্তি (b) জবানবন্দি
 (c) বৈধ-উক্তি (d) দালিলিক প্রমাণ
02. প্রমিত বানানরূপ-
 (a) গলাধঃকরণ (b) গলধকরণ (c) গলধঃকরণ (d) গলাধকরণ
03. নিচের যেটি শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-
 (a) সংগীতজ্ঞ (b) গীতিকার (c) নাট্যকার (d) চিত্রশিল্পী
04. 'তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে নেয়' -বাক্যটির নেতিবাচক রূপ-
 (a) তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে নেয় না।
 (b) তবু না বলা কথাটি সবাই মেনে না নিয়ে পারে না।
 (c) তবু না বলা কথাটি সবার না মানার উপায় থাকে না।
 (d) তবু না বলা কথাটি সবার মানতে হয়।
05. 'তুর্ভু' শব্দের অর্থ-
 (a) বাজি (b) জোরালো (c) তেড়ে আসা (d) তাড়াতাড়ি
06. 'লক্ষণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-
 (a) লোক্‌খন্ (b) লক্‌খন্
 (c) লোক্‌খোন্ (d) লক্‌খোন্
07. 'গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনা পথে যেত ঝরে।' -চরণটি নান্দনিক বিবেচনায় হয় উঠেছে-
 (a) উপমা (b) রূপক (c) চিত্রকল্প (d) রূপকাতাস
08. উপসর্গের সাহায্যে কর্মধারয় সমাস গঠনের উদাহরণ-
 (a) সকাল (b) সততা (c) একাল (d) সমস্যা
09. 'মধুসূদন' নিচের যে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র-
 (a) গৃহদাহ (b) যোগাযোগ (c) শর্মিষ্ঠা (d) নদীবক্ষে
10. 'এ পোশাকটি মানায়টি।' এই বাক্যটি — উদাহরণ।
 (a) কর্মবাচ্যের (b) ভাববাচ্যের
 (c) কর্মকর্ত্ববাচ্যের (d) কর্ত্ববাচ্যের
11. 'অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।' -এই বাক্যে নিচের কোন ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়?
 (a) দূরান্বয় দোষ (b) অতি বিনয়ের প্রকাশ
 (c) বচনের ভুল প্রয়োগ (d) আসক্তি গুণ পূরণ না হওয়া
12. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি মৌলিক কাব্য-
 (a) অত্র-আবীর (b) তীর্থ-সলিল (c) তীর্থরেণু (d) বেণু-বীণা
 [বি. দ্র. অত্র-আবীর ও বেণু-বীণা উভয়ই মৌলিক কাব্য।]
13. 'ছেলেটি এমন আঁকাই ঐকছে!' বাক্যে যে ধরনের কর্মপদ ব্যবহৃত হয়েছে-
 (a) মুখ্যকর্ম (b) ধাতুর্ধক কর্ম
 (c) গৌণকর্ম (d) প্রয়োজক কর্ম
14. বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন কোনটি?
 (a) চর্যাপদ (b) কোচবিহার রাজের লেখা চিঠি
 (c) শেখ শুভোদয়া (d) নরোত্তম দাসের দেহকড়চা
15. 'কাল নিরবধি' গ্রন্থটি যার আত্মজীবনী-
 (a) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (b) আনিসুজ্জামান
 (c) মাহমুদুল হক (d) আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

16. 'He can hardly keep the wolf from the door.' বাক্যটির যথাযথ বঙ্গানুবাদ হলো-
 (a) সে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।
 (b) তার এখন শিরে সংক্রান্তি।
 (c) তার মুন আনতে পাঁতা ফুরায়।
 (d) সে না পারে সহিতে না পারে কহিতে।
17. Choose the word closest to the meaning of the underlined word. 'The patient need an anodyne for his strained nerves'.
 (a) Alcohol (b) Opium
 (c) Medicine (d) Pain-killing balm
18. Select the pair from the following options which is set in opposition
 (a) Scholar—Pedagogic (b) Humid—Arid
 (c) Erroneous—Faulty (d) Horrible—Atrocious
 Choose the correct options to fill in the blanks (19-24)
19. 'To come to the fore' means to become —.
 (a) prominent (b) aggressive
 (c) weak (d) aware
20. This evidence — with what one already knows.
 (a) ties in (b) sets in (c) gives in (d) goes down
21. In spite of all his brag he had 'to eat humble pie' means that he had to —.
 (a) apologize (b) surrender
 (c) leave (d) eat his food
22. We should — for a rainy day.
 (a) put down (b) put into
 (c) put something by (d) put things off
23. I was alarmed — the news of my brother's illness.
 (a) in (b) at (c) of (d) on
24. The man who follows his nose actually follows his —.
 (a) passion (b) rationality
 (c) instinct (d) memory
25. 'Approval' may be expressed by the following interjection :
 (a) Ha! (b) Hush! (c) Bravo! (d) Hurrah!
26. 'Lachrymose nature' means—.
 (a) Lethargic (b) Prone to anger
 (c) Prone to tear (d) Energetic
27. A lame duck organization is one which needs —.
 (a) authority (b) staff (c) power (d) support
28. The concluding part of a literary work is called —.
 (a) Epigraph (b) Epitaph
 (c) Conclusion (d) Epilogue

উত্তরমালা

1. (b)	2. (a)	3. (c)	4. (b)	5. (a)	6. (b)	7. (c)	8. (a)	9. (b)	10. (c)	11. (c)	12. (a) (d)	13. (b)	14. (b)
15. (b)	16. (c)	17. (d)	18. (b)	19. (a)	20. (a)	21. (a)	22. (c)	23. (b)	24. (c)	25. (c)	26. (c)	27. (d)	28. (d)

29. People who believe anything told to them are called —.

- Ⓐ Faithful Ⓑ Credible
Ⓒ All-believing Ⓓ Credulous

30. Choose the opposite of the following idiomatic expression from the options given : 'To go to the dogs'.

- Ⓐ To turn over a new leaf
Ⓑ To oil one's own machine
Ⓒ Be off one's head
Ⓓ To breathe one's last

31. A female 'administrator' is called—

- Ⓐ an administratoress Ⓑ an administratrix
Ⓒ an administrtrix Ⓓ an administrier

32. 'He is such a Good Samaritan'. It means—

- Ⓐ He is very clever. Ⓑ He is a fool.
Ⓒ He is a helpful person. Ⓓ He is a bad man.

33. If w is 10% less than x, and y is 30% less than z, then wy is what percent less than xz?

- Ⓐ 10% Ⓑ 20% Ⓒ 37% Ⓓ 40%

Exp. : Let, $x = 100$

$$w = 10\% \text{ less} = 90$$

$$\text{Again } z = 100$$

$$y = 30\% \text{ less} = 70$$

$$\therefore wy = 90 \times 70 = 6300$$

$$xz = 100 \times 100 = 10000$$

$$\therefore \text{Required percentages} = \frac{10000 - 6300}{10000} \times 100$$

$$= \frac{3700}{100} = 37$$

34. If x is an integer and $y = -2x - 8$, what is the last valued of x for which y is less than 9?

- Ⓐ -9 Ⓑ -8 Ⓒ -7 Ⓓ -6

Exp. : From option,

A. If $x = -9$ then $y = -2 \times -9 - 8$ or, $10 > 9$ [not accepted]

B. If $x = -8$ then $y = -2 \times -8 - 8$ or, $8 < 9$ [accepted] and -7, -6 is not accepted because it is not least value.

35. The next number is the sequence 3, 6, 11, 18, 27, is—

- Ⓐ 34 Ⓑ 36 Ⓒ 38 Ⓓ 40

Exp. : $3 + 3 = 6$; $6 + 5 = 11$
 $11 + 7 = 18$; $18 + 9 = 27$
 $27 + 11 = 38$

36. If $x = 5$, $y = 3$, then $(8x - 5y)$ $(8x + 5y)$ is ?

- Ⓐ 5 11 Ⓑ 6 : 5 Ⓒ 5 6 Ⓓ 3 8

Exp. : $x = 5$; $y = 3$

$$(8x - 5y) \quad (8x + 5y) = (8 \times 5 - 5 \times 3) \quad (8 \times 5 + 5 \times 3) = (40 - 15) : (40 + 15) = 25 \quad 55 = 5 \quad 11$$

37. The sum of first 17 terms of the series 5, 9, 13, 17, ...

- Ⓐ 529 Ⓑ 462 Ⓒ 629 Ⓓ 523

Exp. : $a = 5$; $n = 17$; $d = 9 - 5 = 4$

$$\therefore S = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1) d\}$$

$$= \frac{17}{2} \{2.5 + (17 - 1) 4\}$$

$$= \frac{17}{2} \{10 + 64\}$$

$$= \frac{17}{2} \times 74 = 629$$

38. If $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, then the number of proper subsets of A is—

- Ⓐ 120 Ⓑ 30 Ⓒ 31 Ⓓ 32

Exp. : Proper subsets = $2^n - 1$

$$= 2^5 - 1 = 32 - 1 = 31$$

39. How many terms of Arithmetic Progression (A.P.) 21, 18, 15, 12, must be taken to give the sum zero?

- Ⓐ 10 Ⓑ 15 Ⓒ 22 Ⓓ 27

Exp. : Here, $a = 21$

$$d = 18 - 21 = -3; s = 0; N = ?$$

$$\therefore s = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1) d\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{n}{2} \{2.21 + (n - 1) (-3)\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{n}{2} \{42 - 3n + 3\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{n}{2} \{45 - 3n\}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{45n - 3n^2}{2}$$

$$\Rightarrow 45n - 3n^2 = 0 \Rightarrow n(45 - 3n) = 0$$

$$\Rightarrow 3n = 45 \Rightarrow n = \frac{45}{3} = 15$$

40. Which of the numbers below is not equivalent to 4%?

- Ⓐ 1/25 Ⓑ 4/100 Ⓒ 0.40 Ⓓ 0.04

Exp. A. $\frac{1}{25} = \frac{1}{25} \times 100 = 4\%$

$$B. \frac{4}{100} = \frac{4}{100} \times 100 = 4\%$$

$$C. 0.40 = \frac{40}{100} = 40\% \text{ [Not equivalent]}$$

$$D. 0.04 = \frac{4}{100} = 4\%$$

41. After being dropped a certain ball always bounces back to $\frac{2}{5}$ of the height of its previous bounce. After the first bounce it reaches a height of 125 inches. How high (in inches) will it reach after its fourth bounce?

- Ⓐ 20 Ⓑ 8 Ⓒ 5 Ⓓ 3.2

Exp. : Heigh after first bounces = 125 inches

$$\text{second} = \left(125 \times \frac{2}{5}\right) = 50 \text{ inches}$$

$$\text{third} = \left(50 \times \frac{2}{5}\right) = 20 \text{ inches}$$

$$\text{fourth} = \left(20 \times \frac{2}{5}\right) = 8 \text{ inches}$$

42. How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?

- Ⓐ 29 Ⓑ 31 Ⓒ 32 Ⓓ 38

Exp. : $1000 \div 30 = 33.33$ but 33 is integer

Again $1000 \div 16 = 62.5$ but 62 is integer

$$\therefore \text{Required no. of integers} = 62 - 33 = 29$$

43. The slope of the line perpendicular to the line $y = -5x + 9$ is—

- Ⓐ 5 Ⓑ -5 Ⓒ $1/5$ Ⓓ $-1/5$

Exp.: Given, $y = -5x + 9$

We know,

equation of a line, $y = mx + b$

Here, $m = -5$

We can write -5 as $-\frac{5}{1}$

The negative reciprocal of this will be $\frac{1}{5}$

44. If m and p are positive integers and $(m + p)m$ is even, which of the following must be true?

- Ⓐ If m is odd, the p is odd
Ⓑ If m is odd, then p is even
Ⓒ If m is even, then p is even
Ⓓ If m is even, then p is odd

Exp.: From option,

A. $m = 3$, $p = 5$, then $(3 + 5) = 18$ is even (must true)

B. $m = 3$, $p = 2$, then $(3 + 2) 3 = 15$ is odd (False)

C. $m = 2$, $p = 4$, then $(2 + 4) 2 = 12$ is even but if $p = 3$ then, $(2 + 3) 2 = 10$ is also even, so, p must be odd. [must not be true]

D. $m = 2$, $p = 3$ then $(2 + 3) 2 = 10$ is even but if $m = 3$, $p = 3$ then $(2 + 3) 2 = 12$ is also even [must not be true]

45. A pole 6m high casts a shadow $2\sqrt{3}$ m long on the ground, then the sun's elevation is—

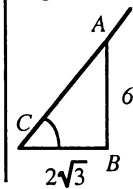
- Ⓐ 60° Ⓑ 45° Ⓒ 30° Ⓓ 90°

Exp.: we know,

$$\tan \theta = \frac{AB}{BC}$$

$$= \frac{6}{2\sqrt{3}} [\because AB = 6; BC = 2\sqrt{3}]$$

$$= \frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} \sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} = 60^\circ$$



46. All possible three digit numbers are formed by 1, 2, 3. If one number is chosen randomly, the probability that it would be divisible by 111 is—

- Ⓐ 0 Ⓑ $2/9$ Ⓒ $1/3$ Ⓓ $1/4$

Exp.: All possible three digit no by 1, 2, 3 = 123, 132, 213, 231, 312, 321

Which are not divisible by 111.

So, probability = 0

47. If $\sec\theta + \tan\theta = x$, then $\tan\theta$ is—

- Ⓐ $(x^2 + 1)/x$ Ⓑ $(x^2 - 1)/x$
Ⓒ $(x^2 + 1)/2x$ Ⓓ $(x^2 - 1)/2x$

Exp.: Given,

$$\sec\theta + \tan\theta = x \quad (i)$$

We know,

$$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$$

$$\Rightarrow (\sec\theta + \tan\theta)(\sec\theta - \tan\theta) = 1$$

$$\Rightarrow x(\sec\theta - \tan\theta) = 1$$

$$\Rightarrow \sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{x} \quad (ii)$$

Subtracting equation (i) and (ii)

$$\sec\theta + \tan\theta = x$$

$$\sec\theta - \tan\theta = \frac{1}{x}$$

$$2\tan\theta = x - \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow 2\tan\theta = \frac{x^2 - 1}{x}$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{x^2 - 1}{2x}$$

48. The area of a triangle with sides 3 cm, 5 cm and 6 cm is—

- Ⓐ $2\sqrt{3}$ cm² Ⓑ $2\sqrt{14}$ cm²
Ⓒ $5\sqrt{12}$ cm² Ⓓ $4\sqrt{14}$ cm²

Exp.: We know, $2s = a + b + c = 3 + 5 + 6 = 14$

$$\therefore s = \frac{14}{2} = 7$$

$$\text{And, Area} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$= \sqrt{7(7-3)(7-5)(7-6)}$$

$$= \sqrt{7 \times 4 \times 2 \times 1} = 2\sqrt{14}$$

49. The value of k , if $(x - 1)$ is a factor of $4x^3 + 3x^2 - 4x + k$, is—

- Ⓐ 1 Ⓑ 2 Ⓒ -3 Ⓓ 3

Exp.: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

$$\therefore 4x^3 + 3x^2 - 4x + k = 0$$

$$\Rightarrow 4.1^3 + 3.1^2 - 4.1 + k = 0$$

$$\Rightarrow 4 + 3 - 4 + k = 0$$

$$\Rightarrow k = -3$$

50. If the radius of cylinder is halved and height is doubled, then what will be the curved surface area?

- Ⓐ increased by 1 Ⓑ the same
Ⓒ double Ⓓ triple

Exp.: We know,

$$\text{Curved Surface area of cylinder} = 2\pi rh$$

According to question,

$$\text{Curved surface area} = 2\pi \frac{r}{2} \times 2h = 2\pi rh$$

\therefore So, area is same.

51. If $a + 2b = 6$ and $ab = 4$, what is $2/a + 1/b$?

- Ⓐ $1/2$ Ⓑ 1 Ⓒ $3/2$ Ⓓ 2

Exp.: Given, $a + 2b = 6$; $ab = 4$

$$\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2b + a}{ab} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

52. The number of parallelograms that can be formed from a set of four parallel lines intersecting another set of three parallel lines is—

- Ⓐ 6 Ⓑ 9 Ⓒ 12 Ⓓ 18

Exp. We have to select any two lines of two sets

$$= {}^4C_2 \times {}^3C_2$$

$$= \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times \frac{3 \times 2}{2 \times 1} = 6 \times 3 = 18$$

- (a) Hirokazu Kore-eda (b) Alice Rohrwacher
 (c) Lukas Dhont (d) Marcello Fonte

[illegible]

English Grammar

পর্ব-৪

- হুমায়ুন কবীর (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

Preposition and Confusions

Preposition হলো English Grammar এর একটি গুরুত্বপূর্ণ Chapter. ভাল ইংরেজি লেখতে গেলে Preposition এর ব্যবহার ভালভাবে জানা দরকার। কোন শব্দের পর কোন Preposition বসবে এবং তার অর্থ তখন কী হবে-এটি শিক্ষার্থীদেরকে দীর্ঘদিন ধরে দেয়। আজকের এই অধ্যায়ের আলোচনা বিভিন্ন চাকরি প্রত্যাশীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।

1. Made of = উপাদান দ্বারা তৈরি হওয়া (উপাদান থাকবে)।
Made from = তৈরি হওয়া (উপাদান থাকবে না)
1. The chair is made of wood.
2. Paper is made from wood.
2. Beside = পার্শ্বে (স্থির অবস্থান) = Preposition
Besides = পাশাপাশি = Adverb
1. The boy sat beside me.
2. The student worked hard for the examination.
Besides, he followed many techniques.
3. Since = নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বসে।
For = অনিদিষ্ট সময়ের পূর্বে বসে।
1. The boy has been drawing a picture since Friday.
2. I have been reading a novel for two days.
4. Alternative to = বিকল্প থাকা
Alternative with = (পর্যায়ক্রমে) সম্পন্ন করা
1. There is no alternative to knowledge acquisition.
2. There is no alternative to training.
3. There is an alternative for Rahim with going a long tour.
5. Deal in = ব্যবসা করা
Deal with = ব্যবহার করা/ আচরণ করা
1. The old man deals in rice.
2. The Shopkeeper strictly deals with the customers.
6. In Cash = নগদ অর্থে
By cheque = চেক দ্বারা
1. Faruk paid the bill of his mobile in cash.
2. The salary of Tutul is paid by cheque.
7. Into :
(i) উদ্দেশ্য নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা
1. He entered into the room to gossip.
2. He entered into the library.
3. We enter into the class.
(ii) এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়া
1. He jumped into the river.

2. The boys dived into the water of the pond.
(iii) এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর হয়ে যাওয়া/পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া
1. Water is changed into ice/vapour
2. Mangoes are made into pickles.
3. Milk is turned into curd.
4. Fruits are made into jam and jelly.
8. On time = একদম নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিট এদিক/ওদিক নয়)
In time = নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে
1. We usually go to the examination hall in time to attend the examination on time.
2. The examination is started on time.
3. We went to the examination hall in time.
4. We usually go to the station in time to catch the train on time.
9. By = কর্তা যদি নিজে কাজ করে।
With = কর্তা যদি কোন Instrument দ্বারা কাজ করে।
1. He killed a snake by his hand.
2. He killed a snake with a long stick.
3. He beat the boy with a stick.
10. Over phone = টেলিফোনের মাধ্যমে (তথ্য আদান/প্রদান করার ক্ষেত্রে)
By phone = টেলিফোনের দ্বারা যোগাযোগ।
1. I got the news of his father's death over phone.
2. I order my dinner at a Chinese restaurant over phone.
3. Shima contacted me by phone.
4. Shohana communicated him by phone.
11. Blind to = দোষের প্রতি অন্ধ (গভীর ভালবাসার কারণে)
Blind of = চোখ না থাকায় অন্ধ
1. The man is blind to his son's faults.
2. The old man was blind of one eye.
12. Pride on = গর্ব/অহংকার করা = Verb
Pride in = গর্ব/অহংকার = Noun
1. The girl always prides herself on her beauty.
2. The man takes pride in his wealth.
13. On foot = পায়ে হেঁটে (যাওয়া)
In bare foot = খালি পায়ে
1. The poor boy usually goes to school on foot.
2. Kamal went to the station in bare foot.
14. Between = দুইজনের মধ্যে
Among = দুই এর অধিক জনের মধ্যে
1. Distribute the oranges between the two boys.
2. Give the money among the poor men.
15. Sit on = চেয়ারে বসা/ কোথাও বসা/ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া

Sit for = পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা

1. I sit on a chair in his drawing room.
2. He is going to sit on the committee for five years.
3. Driven by madness, the boy did not sit for the examination.
16. Part from = বিদায় নেয়া
Part with = বস্তু হাতছাড়া করা
1. The man parted from his friends in tears.
2. He did not want to part with the Sony TV.
17. Compared to = কোনো বস্তুকে অন্য কোনো বস্তুর সাথে তুলনা করা
Compared with = কোন ব্যক্তিকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে তুলনা করা
1. The earth is compared to an orange.
2. Nazrul is compared with Byron.
18. Smile at = উপহাস করা
Smile on = সুপ্রসন্ন হওয়া
1. We should not smile at the poor
2. Fate smiles on the brave.
19. Consist of = গঠিত হওয়া
Consist in = নিহিত থাকা
1. Our family consists of three members.
2. Happiness consists in contentment.
20. Care for = থাওয়া
Care of = যত্ন নেয়া
1. We should not care for the temper of any person.
2. We should take care of our health.
21. Engaged to = বাগদান করা
Engaged in = নিমগ্ন থাকা
1. Shamim is engaged to Ripa.
2. Bulbul Faruk is engaged in politics.
22. Die of = রোগে মরে যাওয়া
Die from = কারণে মরে যাওয়া
Die for = দেশের জন্য মরা
Die by = দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া/নিশ্চকতায় মারা যাওয়া
Die in = শান্তিতে মরে যাওয়া
1. He died of cancer.
2. The man died from overeating.
3. The soldier died for the country.
4. Many people died by road accident
5. Many men and women died by explosion.
6. The old man died by explosion.
23. Agree with = কোন ব্যক্তির সাথে একমত হওয়া
Agree to = কোনো প্রস্তাবের সাথে একমত হওয়া
Agree on = কোনো বিষয়ের সাথে একমত হওয়া
1. Nipa always agrees with her parents.
2. Karim did not agree to the proposal of Sohail.
3. Sabina agreed on the points of Nafisa.
24. Confined in = কক্ষে আবদ্ধ থাকা
Confined to = বিছানায় পড়ে থাকা (রোগে)
1. The boy confined in a room for four days.
2. My old mother is confined to bed.
25. Feed on = খেয়ে, বেঁচে থাকা
Feed with = কাউকে খাওয়ানো
1. We usually feed on rice.
2. The mother feeds her baby with milk.

Part-12

English Preparation

- Shakhawoat Hossen

Charles Dickens

(চার্লস ডিকেন্স) (১৮১২-১৮৭০)

- চার্লস ডিকেন্স, ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের সবচাইতে প্রতিভাবান এবং জনপ্রিয় উপন্যাসিক।
- Charles Dickens belongs to Victorian Period (1832-1901). [36th BCS]
- Charles Dickens এর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে London শহরের কথা বলা হয়েছে। [36th BCS]
- তার বিখ্যাত উপন্যাস হলো- **Great Expectation**.
- Great Expectations** উপন্যাসের বিখ্যাত একটি লাইন হলো- Charity begins at home and justice begins next door.
- Great Expectations** উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো হলো- Pip, Estella, Miss Havisham etc.

উপন্যাসসমূহ

(প্রায় বিশটি উপন্যাস রচনা করছেন)

- Great Expectations** (গ্রেট এক্সপেকটেশন) তার রচিত সবচাইতে জনপ্রিয় উপন্যাস।
- The Adventures of Oliver Twist [দ্যা এডভেনচার অব অলিভার টুইস্ট] [1837-1839]
- The Old Curiosity Shop [দ্যা ওল্ড কিউরিসিটি শপ] [1840-41]
- David Copperfield [ডেভিড কপারফিল্ড] [1849-50] (autobiography)
- A Tale of Two cities {"আ টেইল অব টু সিটিস"} [1859]
এই উপন্যাসটি লিখা হয়েছে যে দুটি শহরের কাহিনি নিয়ে সেগুলোর নাম হচ্ছে লন্ডন এবং প্যারিস; ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে লেখা;
- The Pickwick Papers (1812-1870) ("দি পিকউইক পেপারস")
- A Christmas Carol ("এ ক্রিস্টমাস কেরল")
- Hard Times ("হার্ড টাইমস")
- The Bleak House ("দি ব্লিক হাউস")

Charles Dickens এর উপন্যাস মনে রাখার কৌশল : Oliver অনেক বড় প্রত্যাশা নিয়ে Christmas এর দিনে David এর সাথে দেখা করার জন্য দুই শহরে গেল। David সেখানে Bleak house এর মধ্যে hard time pass করছে।

Oliver = Oliver Twist

বড়প্রত্যাশা = Great Expectation

Christmas = A Christmas Carol

David = David Copperfield [36th BCS]দুই শহর = A Tale of Two Cities (London, Paris City) [36th BCS, 29th BCS]

Bleak house = Bleak House

Hard Time = Hard Times

আ টেইল অব টু সিটিজ

A Tale of Two Cities (1859) চার্লস ডিকেন্সের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম হলো Barnaby Rudge (১৮৪০-১৮৪১)। ডিকেন্স এই বইটির মূল ঐতিহাসিক দৃশ্য ও ঘটনাগুলো কার্লাইলের ফরাসি বিপ্লবের ওপর লিখিত বই থেকে গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে বাস্তিলপতন ও বৃদ্ধ ফাউলনের হত্যাকাণ্ডের আখ্যান কার্লাইলের গ্রন্থ থেকে সরাসরি নেয়া হয়েছে। পুরো উপন্যাসটি জুড়ে ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যাণ্ড হয়ে আছে যেখানে মূল গল্পটি:

ম্যান্টে, লুসি, চার্লসডারনে ও সিডনিকারটনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। লুসির প্রতি অপ্রতিরোধ্য ও গভীর প্রেম সিডনিকারটনকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এই আত্মত্যাগ পুরো উপন্যাসটিকে এক অদ্ভুত তাৎপর্যময় দ্যোতনা দিয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে মসিয়ে দেফার্জে যারা দুজনেই ফরাসী বিপ্লবেই শুধু নয়, উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

গ্রেট এক্সপেকটেশনস

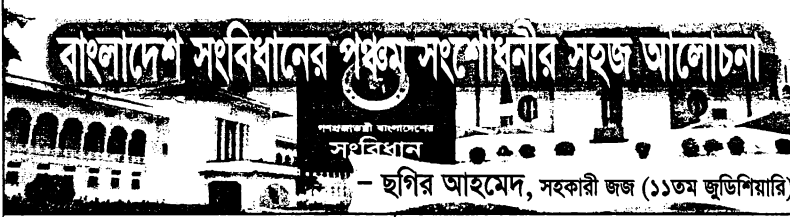
মা-বাবাহারা অনাথ বালক পিপ। তিন কুলে তার কেউ নেই, শুধু একটি মাত্র বোন ছাড়া। বোনের পরিবারেই সে আশ্রিত। বোনটি আবার খুব মুখরা স্বভাবের। পিপের উপর তার নির্ভাতন ছিল একটা নিতনৈমিত্তিক ব্যাপার। পিপের ভগ্নিপতি কিন্তু খুবই ভালো মানুষ। পিপের প্রতি তার ছিল যথেষ্ট সমবেদনা। পিপ একদিন সম্ম্যাবেলায় তার মা-বাবার কবরের কাছে খেলতে গিয়ে জেল পালানো এক কয়েদির মুখোমুখি হয়। কয়েদির জন্য বাধ্য হয়ে সে খাবার চুরি করে বোনের বাড়ি থেকে। এ ঘটনায় একটি বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার কিছু দিন পরে গ্রামেরই এক চির কুমারী, কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা পিপকে তার বাড়িতে গিয়ে খেলাধুলার আহ্বান জানায়। সেখানে সে এস্টেলা নামক এক বালিকার সাথে পরিচিত হয়। এ বালিকা পরবর্তীতে পিপের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর মাঝে হঠাৎ করেই এক সময় পিপের সামনে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। সেই জেল পালানো কয়েদি পিপকে ভদ্রলোক বানানোর জন্য সব রকম দায়িত্ব গ্রহণ করে। পিপ চলে আসে শহরে সেখানে সে পরিচিত হয় সমাজের নানা স্তরের মানুষের সাথে। চলতে থাকে এস্টেলার সাথে ভালোবাসার টানাপোড়ন। পিপ তখন ধনাঢ্য হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। হঠাৎ করেই একদিন পিপের স্বপ্ন ধুলিসাং হয়ে যায়। ধরা পড়ে জেলপালানো আসামি। জেলখানায়ই মৃত্যু হয় তার আর পিপের স্বপ্ন উবে যায় কর্পরের মতো। উপন্যাসে যেমন আছে হাস্যরস, তেমনি ব্যথা বেদনার সংঘাত আর নাটকীয়তা। বিচিত্র সব মানুষের আনাগোনা পূর্ণ এ কাহিনি। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে পিপ যখন শেষে গ্রামে ফিরে আসে তখন এস্টেলার সাথে তার মিসহাভিশামের পরিত্যক্ত বাগানে দেখা হয়। সেখানে আবার তারা একত্রিত হয়। এস্টেলা নিজের ভুল বুঝতে পারে। পিপ ও এস্টেলা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

'ডেভিড কপারফিল্ড'

উপন্যাসটি অনেকটা আত্মজীবনী মূলক। অবশ্য ডিকেন্সের বেশিরভাগ উপন্যাসের মধ্যেই তিনি নিজেকে ভেঙ্গে দেখিয়েছেন। আপন জীবনের অতীত অধ্যয়নসমূহ থেকেই নিয়েছেন উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র। পিতার মৃত্যুর পরই ডেভিড কপারফিল্ডের জন্ম। দুঃখ ও কষ্ট নিত্যসঙ্গী। মা দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন এক দুষ্ট লোককে, নাম মার্ভেস্টোন। ডেভিড ও তার মা দুজনেই এর লাঞ্ছনার শিকার হলেন। অল্পদিন পরেই মা মারা গেলেন। ডেভিডকে পাঠান হলো এক বেতমারা স্কুলে। শিক্ষার নামে সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ডেভিড পালান লন্ডনে। দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে এল প্রতিষ্ঠা। স্বীকৃতি এল লেখকরূপে। জীবনে এই দুঃখের চিত্রের পাশাপাশি স্নেহময়ী ধাত্রী পেগটি, সদা প্রফুল্ল, মিকবার মধুর স্বভাব ডেভিডের জীবনে যেন আনে স্বর্গীয় সান্না।

Important Questions

- 'David' Copperfield' is a/an —novel. [36th BCS]
✓ Ⓐ Victorian Ⓑ Elizabethan
Ⓒ Romantic Ⓓ Modern
- London town is found a living being in the works of — [36th BCS]
Ⓐ Thomas Hardy ✓ Ⓑ Charles
Ⓒ W. Congreve Ⓓ D. H Lawrence
- "A Tale of Two Cities" is a novel by —
✓ Ⓐ Dickens Ⓑ Thackeray
Ⓒ Scott Ⓓ Fielding
- Charles Dickens is a great —
Ⓐ poet Ⓑ critic
Ⓒ play-wright ✓ Ⓓ novelist
- What is the autobiographical novel by Charles Dickens?
✓ Ⓐ A Tale of Two Cities Ⓑ Great Expectations
Ⓒ David Copperfield Ⓓ Our Mutual Friend



বাংলাদেশের সংবিধানকে এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। আমি এই সংখ্যা বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর উপর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ৫ম সংশোধনী আইনটি অন্যান্য সাধারণ সংবিধান সংশোধনী থেকে ভিন্নতর ছিল। কারণ এই ৫ম সংশোধনী আইনটি আপনা আপনি বা সরাসরি সংবিধানের কোন বিধানকে পরিবর্তন, সংশোধন বা বিলোপসাধন করেনি বরং সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন ফরমান ও আদেশবলে বাংলাদেশ সংবিধানের যে সকল সংশোধন করা হয়েছে সেগুলোকে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী আইনে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ১৮নং অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে বলা হলো “১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন, প্রবিধান এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও বিলোপসাধন করা হয়েছে তা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো এবং এ সম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

পঞ্চম সংশোধনী

তারিখ : ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯
মূল বিষয়বস্তু: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারিকৃত সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন, আদেশ ও অন্যান্য আইনকে বৈধতা প্রদান করা হয়।
শ্রেণীকরণ: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক দল পথভ্রষ্ট সামরিক কর্মকর্তার হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। জাতির পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে ১ম সামরিক শাসন জারি হয় যা ১৯৭৯ সালে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল থাকে। যদিও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল কিন্তু সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করা হয় নি। সংবিধানকে সামরিক আইনের অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল। এখানে বলা প্রয়োজন সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধান সামরিক আইনকে কখনো বৈধতা দেয় না। এতদসত্ত্বেও সংবিধানকে বেশ কয়েকবার সামরিক ঘোষণার মাধ্যমে পরিবর্তন করা হয়েছিল যা ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ। ১৯৭৯ সালে ২য় সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রধান সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের

দল ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং ৬ এপ্রিল সংবিধান সংশোধন আইন (পঞ্চম সংশোধনী) পাস করা হয়, যার মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের সকল কাজ, জারিকৃত ফরমান, আদেশ, প্রবিধান, সামরিক আইন ও অন্যান্য আইনকে বৈধতা দেয়া হয় এবং এও বলা হয় যে, এই সকল কর্মকাণ্ড ও আইনসমূহকে কোনো কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ‘দায়মুক্তি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫’ কে বৈধতা দেয়া হয়।

বিস্তারিত: ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নে লিখিত পরিবর্তনগুলো আনা হয়-

১. এক দলীয় সরকার ব্যবস্থা (৬ষ্ঠ (ক) ভাগ) বিলোপ করা হয়।
২. প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ এর জন্য ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল’ এর বিধান অন্তর্ভুক্তি। উল্লেখ্য পাকিস্তানের সংবিধানেও সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক অপসারণের জন্য ‘সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল’ এর বিধান আছে।
৩. ‘মৌলিক অধিকার’ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়।
৪. রাষ্ট্রপতির Absolute Veto ক্ষমতা বাতিল করা হয়।
৫. সংবিধানের কিছু বিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪২ এ গণভোটের বিধান সংযুক্ত করা হয়।
৬. সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার উপরে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৭. ১৯৭২ সালের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী বলা হয়েছিল বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত পাবে। এটি ৫ম সংশোধনীতে পরিবর্তন করে বলা হয় নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিতি পাবে।
৮. অনুচ্ছেদ-৮ এ ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি প্রধান মূলনীতির একটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৯. আরেকটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ‘সমাজতন্ত্র’ কে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর অধীন সমাজতন্ত্র বলতে বুঝাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি।
১০. অনুচ্ছেদ ১৪৫(ক) যোগ করা হয় যার অধীন বলা হল বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।
১১. অনুচ্ছেদ ৯২ (ক) যোগ করা হয় যার অধীন রাষ্ট্রপতিতে কিছুক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১২. অনুচ্ছেদ ৫৮ সংশোধন করে বলা হয় যে, মোট মন্ত্রীদের পাঁচ ভাগের চারভাগ মন্ত্রী সংসদ সদস্যগণ হতে নেয়া হবে এবং যিনি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সমর্থন লাভ করবেন তাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিবেন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ৫ম সংশোধনী মামলায় ৫ম সংশোধনী কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং উপরিউক্ত ফরমান ও সামরিক আদেশসমূহ এখন কেবল ইতিহাসের বিষয়। তবে ৫ম সংশোধনী কর্তৃক সংযোজিত কতিপয় বিষয় সুপ্রিম কোর্ট মার্জনা করে দিয়েছে এবং কতিপয় বিষয় জাতীয় সংসদ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রহণ করেছে।

একটু নজর রাখি

- পাহাড়ী কন্যা বলা হয় - বান্দরবন জেলাকে।
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ- মহেশখালী, কক্সবাজার।
- হিমালয়ের কন্যা বলা হয়?- পঞ্চগড় জেলাকে।
- ‘সূর্য কন্যা’ বলা হয়- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে।
- ‘পৃথিবীর ফুসফুস’ বলা হয়- আমাজনকে।
- বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী বলা হয়- কক্সবাজার।
- কোন জাতীয় গাছ সবচেয়ে বেশি বিক্রি পায়?- বাঁশ জাতীয় গাছ।
- বাংলাদেশের যে বিভাগে সবচেয়ে বন আছে- চট্টগ্রামে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্ববৃহৎ কারখানা- সৈয়দপুরে অবস্থিত।
- দেশের প্রথম ঔষুধ পার্ক- গজারিয়াতে।
- ত্রিকোটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায়- ২০০০ সালে।
- সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন- ধর্মপাল।
- বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও প্রতিষ্ঠিত হয়-ঈশা খান।
- দৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান করেন- ১৭৭২ সালে।
- পূর্ববাংলার নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’ করা হয়- ২৩ মার্চ ১৯৫৬ সালে।
- বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।
- আয়তনে দেশের বৃহত্তম বিভাগ- চট্টগ্রাম।
- বেরুবাড়ী- বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯২ সালে।
- ভারতে কাগজের মুদ্রা চালু করেন- লর্ড ক্যানিং।
- জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার- কামরুল হাসান।
- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতায় দেশের বৃহত্তম নদী- মেঘনা।
- তামাবিল অবস্থিত- সিলেটে।
- ‘কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ’ বলা হয়- আবাকাস নামক গণনাকারী যন্ত্রকে।
- কৃষি উন্নয়নে ‘রাষ্ট্রপতি পুরস্কার’ পদক প্রদান শুরু হয়- ১৯৭৩ সালে।
- চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- বাগেরহাটে।
- হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়- ১৯৮৫ সালে।
- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ এই গানটির সুরকার-আলতাফ মাহমুদ।
- জাতীয় পতাকার মাপ-১০:৬।
- তিন্তা বাঁধ বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত- লালমনিরহাট।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- দিনাজপুরের বড় পুকুরী খনি যে কারণে বিখ্যাত- প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

—মোঃ ফারুক হোসেন (৩৬তম বিপিএস, সাঃ শিক্ষা)

দারিদ্র্যের হার হ্রাস রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম নির্দেশক। সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ। মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ২০১৮ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। জনসংখ্যার বিরাট এই অংশকে দারিদ্র্যভুক্ত রেখে কাক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। ‘Human Development Report-2016’ অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০২টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI)-এ বাংলাদেশের মান ২০১৬ সালে ০.১৮৮-এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৭ সালে ছিল ০.২৩৭।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ ১৯৭০-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Caory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়।

দৈনিক জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্যগ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে

খাদ্যগ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hardcore poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয়- ‘খানা আয়-ব্যয় জরিপ’ (Household Income and Expenditure Survey-HIES), ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য বহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। ‘খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬’ অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসাবে দেশের ৩৬টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার ওপরে অবস্থান করছে। পঞ্চাশতের নিম্ন দারিদ্র্য রেখার হিসাব অনুসারে ৩১টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে। উচ্চ জরিপ অনুযায়ী দেশের দারিদ্র্যের উর্ধ্বসীমায় ২৪.৩% এবং দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় ১২.৯% মানুষ বসবাস করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা : সরকার সমাজের দারিদ্র্য, অবহেলিত, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, বয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে। ২০১৮-১৯ সালে তা ৬৪,০০০ কোটি টাকা।

জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতিদরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বৈশিষ্ট্য কর্মসূচির সরকারি পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে ‘একটি বাড়ি একটি খামার’, আশ্রয়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের কাজ করছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা

হয়েছে। মূল গুচ্ছভিত্তিক কর্মসূচি হলো-

- শিশুদের জন্য কর্মসূচি;
- কর্ম উপযোগী নাগরিকদের কর্মসূচি;
- বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি;
- ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি।

সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপির ৩ শতাংশে উন্নতি করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো

□ বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি : অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে সরকার বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩৫ লাখ বয়স্ক লোককে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে প্রদান করছে সরকার।

□ বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রায় প্রতিবছর ১২.৬৫ লাখ নারীদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছে সরকার।

□ দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা : ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়। ৬ লাখ দরিদ্র মায়েদের মাসিক ৫০০ টাকা করে প্রদান করছে সরকার।

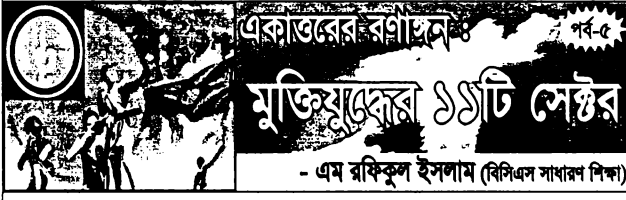
□ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন : ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো এ কার্যক্রম চালু হয়। প্রতিবছর ৭ হাজার হিজড়াকে সহায়তা করা হয়।

উপরিউক্ত কর্মসূচি নগদ সহায়তা কর্মসূচি। নিম্নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি আলোচনা করা হলো

□ কাষিটা কর্মসূচি কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

□ ভিজিডি কর্মসূচি/ভিজিএফ কর্মসূচি : সাধারণত দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। মাসিক ২০-৪০ কেজি করে ২-৫ মাস প্রদান করা হয়।

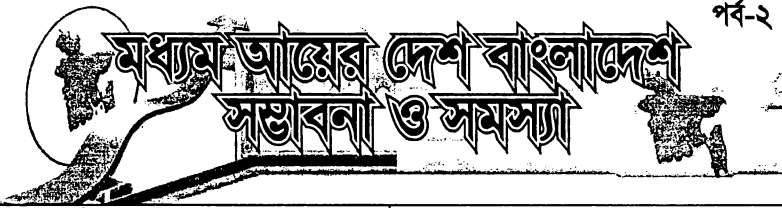
□ জিআর : দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর সহায়তা প্রদান করা হয়।



মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় (মোট সাব-সেক্টর ছিল ৬৪টি)। ১১টি সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত এলাকা, সেক্টর কমান্ডার এবং অন্যান্য তথ্য নিম্নের সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

সেক্টর নং ও হেডকোয়ার্টার	সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত এলাকা, সাব-সেক্টর ও অন্যান্য তথ্য	সেক্টর কমান্ডার ও মেয়াদকাল
১নং সেক্টর হরিয়ানা	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার অংশবিশেষ (মুহুরী নদীর পূর্বপাড়া পর্যন্ত)। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ২১০০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ২০,০০০।	মেজর জিয়াউর রহমান, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২৫ জুন, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং মেজর রফিকুল ইসলাম, ২৮ জুন, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
২ নং সেক্টর মেলাঘর (আগরতলা)	কুমিল্লা জেলার অংশ, ঢাকা জেলা ও ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৬,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ৩৫,০০০।	মেজর খালেদ মোশাররফ, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং মেজর এ.টি.এম হায়দার, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৩ নং সেক্টর হেজামারা	কুমিল্লা জেলার অংশ, ময়মনসিংহ জেলার অংশ, ঢাকা ও সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৬৬৯৩ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ২৫,০০০। এই সেক্টরের অধীনে ১৯টি ঘাঁটি ছিল।	মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২১ জুলাই, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং মেজর এ.এন.এম. নুরুজ্জামান, ২৩ জুলাই, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৪ নং সেক্টর প্রথমে করিমগঞ্জ পরে মাসিমপুর	সিলেট জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৯৭৫ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ৯,০০০।	মেজর সি আর দস্ত, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৫ নং সেক্টর বাঁশতলা	সিলেট জেলার অংশ ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল ছয়টি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৮,০০০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ৫,০০০।	মেজর মীর শওকত আলী, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৬ নং সেক্টর পাটুমার নিকটবর্তী বুড়িমারী	রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল পাঁচটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ২০০০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ৯,০০০।	কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৭ নং সেক্টর বালুরঘাটের নিকটবর্তী তরঙ্গপুর	রংপুর জেলার অংশ, রাজশাহী জেলার অংশ, পাবনা জেলার অংশ ও দিনাজপুর জেলার অংশ এবং বগুড়া জেলা। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল নয়টি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ২৫০০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ১২,৫০০।	মেজর নাজমুল হক, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং মেজর কাজী নুরুজ্জামান ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৮ নং সেক্টর কল্যাণীতে	যশোর, ফরিদপুর কুষ্টিয়া জেলা, খুলনা ও বরিশাল জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৩০০০ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ২৫,০০০।	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ১৭ জুলাই, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং মেজর এম.এ.মল্লিক, ১৪ আগস্ট, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
৯ নং সেক্টর বরিশালের নিকটবর্তী টাকিতে	বরিশাল জেলার অংশ, পটুয়াখালী, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল তিনটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ৩৩১১ সৈন্য এবং গেরিলা ছিল ৮,০০০।	মেজর আবদুল জলিল, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর জয়নুল আবেদীন, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।
১০ নং সেক্টর নৌ-সেক্টর	সমগ্র বাংলাদেশ। এই সেক্টরটি গঠিত হয়েছিল নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে। বিভিন্ন নদীবন্দর ও শ্রুপক্ষের নৌ-যানগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য এদের বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হতো। যে সেক্টর এলাকায় কমান্ডো অভিযান চালানো হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করত। নৌ-অভিযান শেষে তারা আবার তাদের মূল সেক্টর-১০ নম্বর সেক্টরের আগতায় চলে যেত। নৌ-কমান্ডার ছিল ৫১৫ জন।	প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে ছিল।
১১ নং সেক্টর মহেন্দ্রগঞ্জ	ময়মনসিংহ জেলার অংশ, সিলেট জেলার অংশ ও রংপুর জেলার অংশ। এই সেক্টরের সাব-সেক্টর ছিল সাতটি। সেক্টর ট্রুপস ছিল ২৩১০ সৈন্য এবং গেরিলা যোদ্ধা ছিল ২৫,০০০।	মেজর জিয়াউর রহমান, ২৬ জুন, ১৯৭১ থেকে ১০ অক্টোবর, ১৯৭১ পর্যন্ত; মেজর আবু তাহের, ১০ অক্টোবর, ১৯৭১ থেকে ০২ নভেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম হামিদুল্লাহ, ২ নভেম্বর, ১৯৭১-১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ পর্যন্ত।

* ১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল মন্ত্রীসভার বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাতে বলা হয় সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হলো যে প্রধান সেনাপতি অফিসারদের একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। সেনা কমান্ডকে সমন্বিত করে কঠোর শৃংখলার মধ্যে আনতে হবে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাইপর্বে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর এভাবে সুসংগঠিত সেনা কমান্ডের শুরু হয়।



পর্ব-২

❖ স্থিতিশীল অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাব্দের উপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশকে গুটি গুটি পায়ে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে গত ৮ বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তুলে ধরা হলো-

অর্থবছর	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০১১-১২	৬.৫২
২০১২-১৩	৬.০১
২০১৩-১৪	৬.০৬
২০১৪-১৫	৬.৫১
২০১৫-১৬	৭.০৫
২০১৬-১৭	৭.২৪
২০১৭-১৮	৭.৬৫
২০১৮-১৯	৭.৮

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮]

UNCTAD-এর তৃতীয় সূচক (অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক) কে জোরালোভাবে সমর্থন দিচ্ছে এই ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

❖ মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)'র Human Development Report-2016 অনুযায়ী বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচকের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ -

সাল	পয়েন্টস
১৯৮০	০.৩৩৬
১৯৯০	০.৩৮২
২০০০	০.৪৫৩
২০১০	০.৫৩৯
২০১৫	০.৫৭৯
২০১৬	০.৫৭৯

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮]

তাছাড়া বাংলাদেশ MDG'র শিশুমৃত্যু হার এবং মাতৃমৃত্যু হার মানব উন্নয়ন সূচকে অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেছে। স্কুলে ভর্তি হার ৯৮.০১% (উৎস : বাংলাদেশ দ্য ইকোনমিস্ট-এর ওয়ার্ল্ড ইন ফিগার" প্রতিবেদন- ২০১৬)।

❖ খাদ্য উৎপাদন : খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করছে দ্রুত। বাংলাদেশ বর্তমানে দশম খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ। বার্ষিক উৎপাদন ৫.৫০ কোটি টন। (উৎস : দ্য ইকোনমিস্ট-এর "ওয়ার্ল্ড ইন ফিগার" প্রতিবেদন - ২০১৬) নিম্নে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনের চিত্র দেখানো হলো -

অর্থবছর	উৎপাদন (শতাংশ টন)
২০১৭-১৮ (প্রাক্কলন)	৪০৭.১৪
২০১৬-১৭	৩৮৬.৩৪
২০১৫-১৬	৩৮৮.১৭
২০১৪-১৫	৩৮৩.৪০

২০১৩-১৪	৩৮১.৭৪
২০১২-১৩	৩৭৩.৬৬
২০১১-১২	৩৬৮.৩৯
২০১০-১১	৩৬৯.৬৫

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮/ (কৃষি মন্ত্রণালয়-১৭)। বাংলাদেশ এখন খাদ্য ঘাটতির দেশ নয়। খাদ্য সমৃদ্ধ দেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কায় ৫০ হাজার টন চাল রপ্তানি করে চাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের এই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করেছে।

GDP-কৃষি নির্ভর থেকে শিল্প ও সেবামুখী হওয়া : বাংলাদেশের GDP-তে বর্তমান সেবা খাতের অবদান প্রায় অর্ধেকেরও বেশি। যা এক সময় ৮০% আসতো কৃষি থেকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে GDP-তে বৃহৎ তিনটি খাতের অবদান তুলে ধরা হলো-

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
কৃষি	১৫.৩৫%	১৪.৭৯%	১০.৫৪%
শিল্প	৩১.৫৩%	৩২.৪৮%	২৬.১৯%
সেবা	৫৩.১২%	৫২.৭৩	৬৩.২৭%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮]

অর্থাৎ কোনো দেশের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে কি না বুঝা যাবে সেই দেশের অর্থনীতিতে সেবাখাতের অবদান দেখে। বাংলাদেশের অর্থনীতি সেবা খাতের বৃহৎ অবদান বাংলাদেশে অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হওয়ার পূর্বাভাস। সুতরাং উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় বাংলাদেশ ২০২১ সালের পূর্বে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে বাধাসমূহ : বিপুল সন্ধানকার এই দেশের সব কিছু স্নান হতে পারে। বাংলাদেশের উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ : রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সহিংসতা বাংলাদেশের উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে প্রধান বাধা। ২০১৪ সালে রাজনৈতিক সহিংসতা বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিম্নরূপ -

সংস্থা	পরিমাণ (কোটি টাকা)
FBCCI	১২,০০০
বিশ্বব্যাংক	৪৫,০০০
CPD	৬৫,০০০

[উৎস : বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক-২০১৪]

সুতরাং বলা যায় রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রবৃদ্ধি অর্জনে যেমন বাধা, তেমনি বহির্বিধি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে।

শেখ/বেদেশিক বিনিয়োগে স্থবিরতা : উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে যেতে হলে বার্ষিক বৈদেশিক বিনিয়োগ দরকার প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের উপরে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ২৩৩ কোটি

ডলার, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ১৫২ কোটি ডলার। (উৎস : বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড)। দেশি বিনিয়োগের গতিও তেমন যথেষ্ট নয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে GDP'র ২৮.৯৭ শতাংশ। যা গত অর্থবছরে ছিল GDP'র ৩০.৭৭%। অর্থাৎ আমাদের দেশি বিনিয়োগের ৩০ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)। এই বিনিয়োগের পরিমাণ GDP'র ৩২ শতাংশের উপরে নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং কাক্ষিত বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হবে না, কর্মসংস্থান না হলে বেকারত্ব দূর হবে না, বাড়বে না অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

ব্যাংক ঋণে সুদের হার বেশি : বাংলাদেশের ব্যাংক ঋণের সুদের হারের পরিমাণ প্রায় ১৫-১৭% উপরে। যা বিনিয়োগের আর্থ হারাচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড হলো ৮-১০%। সুতরাং ব্যাংক ঋণের হার বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করছে যা উচ্চ আয়ের দেশের বাধা হতে পারে।

অবকাঠামোগত সমস্যা : বাংলাদেশের অবকাঠামোগত সমস্যা উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে প্রধান বাধা। বন্দর ব্যবস্থাপনার অদক্ষতায় পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দীর্ঘ সূত্রিতা, অধিকাংশ রাস্তা যান চলাচলের অনুপযোগী প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্তরায়। জ্বালানি সংকট : বাংলাদেশে একটি এনার্জি ক্ষুধার দেশ। চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস অপর্যাপ্ততা, চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ম্লান করতে পারে।

উন্নয়ন প্রকল্পে টাকা প্রত্যাহার : উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে দাতাগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা ছাড় না দেওয়া এবং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে টাকা প্রত্যাহার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি বিরাট সমস্যা।

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংক ADB ও JICA কর্তৃক বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প হতে টাকা প্রত্যাহারের পরিমাণ নিম্নরূপ

অর্থবছর	কোটি টাকা
২০০৯-১০	৮০০
২০১০-১১	২৭২০
২০১১-১২	৮৭০০
২০১২-১৩	১০,৭২০
২০১৩-১৪	৯,৭৫৬

[উৎস : দৈনিক যুগান্তর।]

বিবিধ : বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৬ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ৪টি প্রধান কথা উল্লেখ করেছেন-

- ❖ রাজনৈতিক অস্থায়ীতা
- ❖ অরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- ❖ ব্যাংকিং খাতে কেলেঙ্কারি
- ❖ প্রবাসে কর্মসংস্থানের গতি হ্রাস।
- Japan External Trade Organization (JETRO)-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ বিনিয়োগে নিম্নোক্ত সমস্যা কথ্য বলেছেন -
- ❖ কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা (৭০% বাহির হতে আনতে হয়)।
- ❖ কর্মদক্ষতা ও দক্ষতার ঘাটতি
- ❖ অবকাঠামোগত সমস্যা
- ❖ প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা

সূত্রাং বলা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন ও JETRO প্রতিবেদনে উল্লেখিত সমস্যা বাংলাদেশের উচ্চ মধ্যম আয়ের অন্তরায় হতে পারে। সরকারকর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সরকার ২০২১ সালের আগে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের এই গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-
অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন : বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন করে' বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করেছে। বেজার উদ্যোগে দেশে ১০০টি অঞ্চল চিহ্নিত করে প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করবে। যেখানে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। (বিশেষ ক্রোড়পত্র, অর্থনৈতিক অঞ্চল ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) যার ইতিমধ্যে ৬৯টি স্থান নির্ধারণ এবং ১০টি অঞ্চলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।
অবকাঠামোগত পদক্ষেপ : ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারকর্তৃক অবকাঠামোগত পদক্ষেপ নিম্নরূপ

- ❖ গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রার কাজ শুরু হয়েছে।
- ❖ পদ্মা সেতুর কাজ নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত শুরু

হয়েছে যা ২০১৮ সালে যান চলাচল করবে। এর ফলে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হবে ১ শতাংশ বেশি।
 ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনের উন্নতিকরণ যা পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সময় বাঁচাবে।

জ্বালানি খাতে পদক্ষেপ : ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নতদেশে পরিণত হওয়ার জন্য সরকার জ্বালানি খাতে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করেছে।

নিম্নে বিদ্যুতের পরিকল্পনাটি দেওয়া হলো -

সাল	বিদ্যুৎ উৎপাদন (MW)
২০১৬	১৬০০০
২০২১	২৪০০০
২০৩০	৪৭০০০
২০৪১	৬৭০০০

(উৎস : ২৪ ফেব্রুয়ারি গণভবনে VPEO কনফারেন্স-এ বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান কালে।)

তাছাড়া গ্যাসের উৎপাদন ৪৮০০০ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। LAG টার্মিনাল নির্মাণ, সমুদ্রে গ্যাস আহরণে সিসমিক জরিপ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি লক্ষ্য বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে যা ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবে।
মানব উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ : ইতোমধ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে প্রায় ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত পরিবারে পদার্পণ করেছে। দারিদ্র্যতার হার

২৩.২% নেমে আসা সম্ভব হয়েছে।

নিম্নে মানব উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

বাজেটে প্রায় ২২ শতাংশ টাকা কোন না কোন ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রয়েছে।
 মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং শিশুমৃত্যু হ্রাসে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ অব্যাহত আছে।
 শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে বিনামূল্যে বই বিতরণ, বৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য টাকা প্রভৃতি চালু আছে।
মধ্যম আয়ের ফাঁদ : মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলে কিছু সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলোকে মধ্যম আয়ের ফাঁদ বললে অর্থনীতিবিদরা সেগুলো হলো :
 বর্তমানে বিশ্বব্যাপক বাংলাদেশকে .৭৫% হারে ০৯ বছর মেয়াদি ঋণ দেয় বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলে তখন সেটা হবে ৫%। পরিশোধের মেয়াদ ও কমবে।
 ওষুধ শিল্পে যে মেধাসত্ত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশ, তখন সেটা নাও পেতে পারে।
 দেশের মানুষের চেষ্টা, সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার মাধ্যম আজ যেমন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ, ঠিক গৃহীত পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। এই কাঙ্ক্ষিত ফল পাবার জন্য দল, মত নির্বিশেষে কাজ করতে হবে।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর আদ্যোপাত্ত

— সোহান মাহমুদ

প্রোগ্রাম লেখার জনপ্রিয় ৫ ভাষা : এ সময়ের উপযোগী প্রোগ্রাম লেখার জনপ্রিয় পাঁচটি প্রোগ্রামিং ভাষা হলো: সি (C); আজ থেকে ৪৬ বছর আগে সি প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেন ডেনিস রিচি, যা খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। সি খুব শক্তিশালী প্রোগ্রামিং ভাষা। সি দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম তৈরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের সি শেখা একরকম বাধ্যতামূলকই ধরা যায়। বর্তমানে সফটওয়্যার শিল্পে সি ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পাইলার তৈরি, সিস্টেম প্রোগ্রামিং ও আইওটির ইন্টারনেট অব থিংস) বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরিতে। কম্পিউটারবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কিংবা কম্পিউটারবিজ্ঞানে উৎসাহী সবারই সি শেখা উচিত। সি-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি আরেকটি প্রোগ্রামিং ভাষা সি প্লাস প্লাসও (C++) বেশ জনপ্রিয়।
জাভা (Java): ১৯৯৫ সালে জাভা প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেন জেমস গসলিং। এটি একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা। ডেস্কটপ ও ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরিতে জাভা দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর অন্যতম কারণ ছিল, জাভা দিয়ে তৈরি সফটওয়্যার অন্য রকম অপারেটিং সিস্টেমে চালানো যেত। শুরুর দিকে জাভা বেশ ধীরগতির প্রোগ্রামিং ভাষা বলে বিবেচিত হলেও ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে এখন এটি অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী ভাষা হিসেবে জনপ্রিয়। এন্টারপ্রাইজ

অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে জাভা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
আন্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের জন্য নেটিভ সফটওয়্যার (নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেম বা যন্ত্রের জন্য তৈরি প্রোগ্রাম) তৈরি করলেও জাভাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
জাভাস্ক্রিপ্ট (JavaScript): জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ইন্টারনেটের প্রোগ্রামিং ভাষা। শুরুতে এটি ব্রাউজারের জন্য তৈরি করা হলেও এখন ফ্রন্টএন্ড ও ব্যাকএন্ড- উভয় ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত। ১৯৯৫ সালে ব্র্যান্ডন এইথের ডিজাইন করা এই প্রোগ্রামিং ভাষাটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি অনেক সহজ করে দিয়েছে। জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ফাংশনাল প্রোগ্রামিং, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংসহ বিভিন্নভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। আবার একেক সময়ে এই ভাষার একেক ধারার ফ্রেমওয়ার্ক সফটওয়্যার প্রোগ্রামারদের জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ভাষার ওপর নির্মিত হাজারখানেক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে জেকুয়েরি দীর্ঘদিন জনপ্রিয় ছিল। অ্যামুলার জেএস, রিয়েক্ট জেএস, বুজেস ইত্যাদি ফ্রেমওয়ার্ক সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয়। আবার ব্যাকএন্ডেও সার্ভার সাইড জাভাস্ক্রিপ্ট (যেমন- নোডজেএস) জনপ্রিয় হয়েছে। এমনকি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির অনেক ফ্রেমওয়ার্কেও জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

পাইথন (Python): গুইডো ফন ক্রজাম ১৯৯১ সালে পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেন। পাইথন একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা হলেও সি++

কিংবা জাভার তুলনায় বেশ সহজ। সুন্দর, সহজবোধ্য ও সাবলীল ভাষা হিসেবে পাইথনের সুনাম রয়েছে। এটি শেখা যেহেতু তুলনামূলক সহজ, তাই বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠানেই প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে পাইথন শেখানো হয়। এটি ওয়েবের জগতে যেমন জনপ্রিয়, তেমনি মেশিন লার্নিং ও ডেটা অ্যানালিসিসের জন্যও বহুল ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষা। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান- সব জায়গাতেই পাইথনের ব্যবহার বাড়ছে।
পিএইচপি (PHP): ১৯৯৫ সালে রাসমুস লের্ডফ পিএইচপি প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেন। এ ভাষাটি তৈরি করা হয়েছে সি প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে। ওয়েব প্রোগ্রামিং অনেকটাই সহজ করে দেয় পিএইচপি। তাই এ ভাষাটি নিজে যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে, তেমনি ওয়েব প্রোগ্রামিংয়ে আরও বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যায়। ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা, দ্রুপাল-এর মতো জনপ্রিয় সব সফটওয়্যার পিএইচপি দিয়ে তৈরি। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, পিএইচপি হচ্ছে ওয়েবজগতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষা। বর্তমানে ওয়েবের জগতে যদিও পাইথন, রুবি এবং আরও কিছু প্রোগ্রামিং ভাষা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তারপরও পিএইচপি আরও অনেক দিন টিকে থাকবে।
আরও আছে সি শার্প (#) : বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে মাইক্রোসফটের ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করার জন্য এটি অধিকাংশ সফটওয়্যার নির্মাতার প্রথম পছন্দ। এ ছাড়া বর্তমানে আরও তিনটি প্রোগ্রামিং ভাষা বেশ দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এগুলো হলো ইন্টারনেটভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাকএন্ডে গুগলের তৈরি গো বা গোল্যান্ড, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য কটলিন, অ্যাপলের আইওএস অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য সুইফট।



সাহিত্য তার আপন গতিধারায় চলতে থাকে, তার আকাশে সে আশ্রয় দিয়ে যায় হাজার হাজার নক্ষত্রের। কিন্তু কখনো এসে যদি সবকিছুকে ছাপিয়ে আলোর ঝলসানিতে অন্যের অন্তিত্বই নিভিয়ে দিতে চায়, তখন সাহিত্য সেই আলোর আশ্রয় খোঁজে। তেমনি এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যই রবীন্দ্রনাথ আবার রবীন্দ্রনাথই সাহিত্য। পীরালি ব্রাহ্মণ বংশের এ রবীন্দ্রনাথের জাত ছিল কুশারী। কলকাতার জোঁড়াসাকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে তার জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আর সারদা দেবীর ছিল পনের সন্তান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ১৪তম। ভাইদের মধ্যে অষ্টম। কে জানতো এই অষ্টম পুত্রই হবে সাহিত্যের অভিভাবক।

তার জীবনী নিয়ে রচিত হয়েছে হাজার হাজার পৃষ্ঠা। হয়তো তবুও সব কথা বলা শেষ হয়নি। বাকী থেকে গেছে কিছু। এমনকি এক শতাব্দী ধরে লিখে যাওয়ার পরও মনে হবে, বাকী থেকে গেছে কিছু। তার জীবনী ফুরাবার নয়।

তার বাবা, বড়ভাই, বোন – সবাই ছিলেন সাহিত্যের আকাশে। তাই সাহিত্যের আকাশ খুঁজে পেতে রবীন্দ্রনাথের দেয়ী হয়নি। কিন্তু নক্ষত্র হয়েও তাঁর আলো এতো বেশি হবে কেউ কল্পনা করেনি। সাত বছর বয়সে আমসবু, দুধ-কলা দিয়ে ভাত খেতে গিয়ে লিখেছিলেন এক কবিতা। তখন থেকেই শুরু। তার একজীবনের লেখা পড়তে গেলেও একজীবন লাগে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন 'বনফুল' নামে। সবাই বলতো 'বনফুলের কাব্য'। কিন্তু প্রথম প্রকাশ করেছিলেন কবি-কাহিনী। কবির শেষ কাব্যগ্রন্থটির নাম 'শেষ লেখা'। কারণ, কবি এ কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করে যেতে পারেননি। এই কাব্যগ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত। কবির একটি কাব্যগ্রন্থ আছে 'বলাকা' নামে। যে কাব্যগ্রন্থে গতিতত্ত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ মানসী। এই 'মানসী' কাব্যগ্রন্থকে "রবীন্দ্রনাথের অণুবিশ্ব" বলা হয়। কবি সারা জীবনের জীবন দর্শন একসাথে ফুটিতে তুলেছেন তার এ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। ভালবাসাকে কখনো ধরতে চেয়েছিলেন প্রকৃতিতে, কখনো মানুষের রূপে আবার কখনোবা মনোজাগতিক অপূর্ব চিন্তাধারায়। তার সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে তার মানসী কাব্যগ্রন্থে।

প্রথম যে উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সেটি ছিল 'অসমাধ'। নাম 'করুণা'। কিন্তু যেটি প্রকাশ করেছিলেন তার নাম ছিলো 'বৌ ঠাকুরানীর হাট'। কবির জীবনের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। গোরা, দুই বোন, চার অধ্যায় কবির রাজনৈতিক

উপন্যাস। চোখের বালি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। 'শেষের কবিতা' কাব্যধর্মী উপন্যাস। ভাষাবিদ সুনীতিকুমারের নাম এই উপন্যাসে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি নিজেকেও এই উপন্যাসে তিনি উপস্থাপন করেন নিবারণ চক্রবর্তী নামে। অমিত আর লাভণ্যের কথার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসাকে এক অধরা সংজ্ঞায় উপস্থাপন করলেন। তিনি প্রথম যে ছোট গল্পটি লিখেছিলেন তার নাম 'ভিখারিনী'। শেষটি 'মুসলমানীর গল্প'। যৌতুক প্রথার কারণে নিজের মেয়ের মৃত্যু হলে তিনি লিখেছিলেন তার বিখ্যাত ছোটগল্প 'হৈমন্তী'। গৌরীশঙ্করের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ আর হৈমন্তীর আড়ালে তার মেয়ে। ইশ কি করুণ আত্মজৈবনিক কাহিনী। 'হৈমন্তী' প্রকাশিত হয়েছিল 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায়। ১৯১৪ সালে। সমালোচকরা বলেছিলেন-শুধু 'হৈমন্তী' লিখে মৃত্যুবরণ করলেও রবীন্দ্রনাথ হতেন বাঙালির শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তার অতি প্রাকৃত গল্প 'ক্ষুধিত পাষণ' কঙ্কাল, মণিহার, জীবিত ও মৃত।

শিশুরা রবীন্দ্রনাথের কাছে বিরাট এক অগ্রহের নাম ছিল। তাই সুরবালার 'একরাত্রী' বা 'সমাপ্তি'র মন্যায়র মতো প্রেমের গল্প ছাড়াও তিনি মিনি, রতন, ফটিকের মতো শিশু চরিত্র তুলে এনেছেন তার ছোটগল্পে। কাবুলিওয়ালা রহমতের সেই মিনি, পোস্টমাস্টারের রতন আর ছুটির ফটিক যেন আজো আমাদের কানের পাশে কথা কয়ে যায়। প্রতিধ্বনি যেন এখনো শেষ হয়নি। এই ধ্বনি কখনোই শেষ হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অভিনয়ও জানতেন। নিজের লেখা ১৩টি নাটকে তিনি অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় করেছিলেন বড়ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত নাটক 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তিনি প্রথম সাংকেতিক নাটকও রচনা করেন। নাটকের নাম ডাকঘর।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে প্রথম রবীন্দ্রনাথ বাংলায় আসেন। নৌকা থেকে যখন প্রথম কুষ্টিয়ার মাটিতে পা রাখেন তখন ১৮৯১ সাল। লালন ফকির মারা গেছে তার কিছুদিন পূর্বে। ইশ, কি সুন্দরই না হতো-যদি দুই দিকপালের কথোপকথন হতো একসাথে। উইলিয়াম কেরীর কথোপকথনের মতো হয়তো আরেকটি ইতিহাস তৈরি হতো।

ঠাকুর পরিবারের বিশ্রামস্থল ছিল বাংলায় তিনটি জায়গায়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, নগাঁওর পতিসর আর কুষ্টিয়ার শিলাইদহে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ঢাকায় এসেছিলেন ১৮৯৮ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯২৬ সালে। দ্বিতীয়বার এসে কার্জন হলে তিনি ২টা ভাষণ দিয়েছিলেন। ১ম টি The art

of meaning, ২য়টি The Role of a giant. ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেস্টার স্কুলেও তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন 'The Religion of a man.' এরপর ভাষণ দেন কুষ্টিয়ায় বাউল সম্মেলনে The Philosophy of our life.

রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের সম্পর্ক ছিল ভালো। শুধু ভালো বললে কম হবে। অনেক ভালো। ১৯২৩ সালে নজরুল শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করতে। শান্তি নিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্নেহের স্বীকৃতিস্বরূপ নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' নামক গীতিনাট্য- 'কালের যাত্রা' নাটকটি শরৎচন্দ্রকে, 'তাসের দেশ' নাটকটি সুভাষ বসুকে, 'পুরবী' নামক কাব্যগ্রন্থটি আর্জেন্টিনার মহিলা কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এ মহিলার নাম 'বিজয়া' রেখেছিলেন। স্বীর মৃত্যুতে যে কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন তার নাম 'স্মরণ'।

আজ আমরা চারিদিকে যে 'মহাত্মা গান্ধি' নামটি শুনি এই নামটিও দেয়া ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনিই মোহনদাস করম চাঁদকে 'মহাত্মা' উপাধি দিয়েছিলেন। অপরদিকে মোহনদাস করমচাঁদ 'গুরুদেব' উপাধি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকেও ভোয়ের পাখি উপাধি দিয়েছিলেন।

আমাদের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের লেখা। তিনি এ ছাড়াও আরো দুটি দেশের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন। ভারত এবং শ্রীলঙ্কা।

রবীন্দ্রনাথের অবদানগুলো লেখার বৃথা চেষ্টা করে কেন জানি কখনোই খুব লাভ হয় না। কারণ, শেষ হয় না। কোথাও কোনো লোকচান দিয়েও আমি আজ পর্যন্ত তার আলোচনা শেষ করতে পারিনি। মনে হয় না কোনোদিন পারবো। প্রতিদিনই শেষ বেলায় বলে আসি, আগামীতে শেষ করবো। কিন্তু সেই আগামী কখনো আসে না। তার আগেই বেলা ফুরিয়ে যায়। আবার রবীন্দ্রনাথকেই বলে আসি- "অন্তরে অতৃপ্তি রবে

সঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হইয়াও হইলোনা শেষ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯১০ সালে গীতাঞ্জলি প্রকাশ পেয়ে ১৯১২ সালের নভেম্বর তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর অনুবাদের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন W. B. Yeats. গীতাঞ্জলির ১৫৭টি কবিতা থেকে ৫৩টি কবিতা ঢোকানো হয়েছিল Song offerings বইতে। মোট ১০টি কাব্যগ্রন্থের কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল Song offerings. সবচেয়ে বেশি কবিতা গীতাঞ্জলি থেকেই নেয়া হয়েছিল। তাই আমরা বলি তিনি গীতাঞ্জলির জন্যে নোবেল পেয়েছেন। নোবেলটা তার প্রাপ্যই। এশীয়দের মধ্যে প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নোবেল বিজয়ী হলেন রবীন্দ্রনাথ।

চলবে...



ভারতচন্দ্রের কাব্যে সৃষ্টিমূলক জীবনদর্শন, ও সাহিত্যের প্রেরণা শিখিল। মূলত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল কৌতুকরসে ব্যঙ্গ-বিত্রপের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের শূন্যগর্ভতাকে কঠিন বাণে বিদ্বদ্ব করেছেন ভারতচন্দ্র। এতে একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় তিনিই প্রথম নাগরিকতার বীজ বপন করেছেন। এজন্য তাঁকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি বলা হয়। অর্থাৎ তাঁর কাব্য তৎকালীন বাংলাদেশের লৌকিক জীবনধারার নাগরিক রূপ। ভারতচন্দ্রের সময়ে দিল্লির মসনদে ছিলেন সম্রাটরা আর তাঁদের রেশ ১৭১৭ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর নানা উত্থান-পতনের ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নবাবী ধারা বহমান ছিল।

কিন্তু সমরসেনের (১৯১৬-১৯৮৭) কবিতায় মহানগরীর বর্ণনা সেই সময়ের বাঙ্গালি পাঠককে চমকে দেয়। নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখযোগ্য কোন কোন আধুনিক কবির কবিতায় থাকলেও একমাত্র সমর সেনের কবিতাতেই সমগ্রভাবে আধুনিক নগর জীবনের চিত্র ধরা পড়েছে। আমরা সেন শহরের কবি; কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি, ঠিক যেন নগরের রূপটি ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যের ছন্দে। 'বিবর্ণ দিন', 'আলকাতার মতো রাত্রি', 'গোন্ধুন্ধের গন্ধ', 'কলেরা আর কলের বাঁপি' নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শহরের যে চিত্র তা তাঁর কাব্যে মূর্তমান। এজন্য তিনি কলকাতা নগরীর নাগরিক জীবনের কবি তথা 'নাগরিক কবি'।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ 'নাগরিক কবি'। তাঁর কাব্যরচনার পটভূমি তাঁরই জন্মশহর ঢাকা। দেশবিভাগের আগে ঢাকা তেমন শহর ছিল না, বরং তা গ্রামেরই মত নিস্তরঙ্গ ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় ষাটের দশকের দিকে শহরটি দ্রুত নগরায়নের দিকে ধাবিত হয়। শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় এ নগরেরই রূপান্তরের ইতিবৃত্ত স্বেচ্ছায় ধারণ করেছেন। তিনি তিরিশের কবিদের কাব্য আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আজনা শহরবাসী ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এ কবি শহরকেন্দ্রিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্যে শহরচেতনার প্রকাশ সচেতনভাবেই।

শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যে একদিকে শহরের পার্ক, ফুটপাথ, ও রাস্তায় আশ্রয় নেয়া উদ্ধাস্ত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। অন্যদিকে অঙ্কন করেছেন চাকুরিজীবী নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছকে বাঁধা মানুষের জীবন। আধুনিক কবিতা

মানেই নাগরিক কবিতা। কিন্তু শামসুর রাহমানের কবিতায় যে প্রকৃতিচেতনা তাও নগরকেন্দ্রিক। অর্থাৎ ঢাকা নগরীর পরিবেশ, প্রকৃতি, নিবিড়তা, চাঞ্চল্য, যান্ত্রিকতা, সঙ্গমতা সবকিছুকেই বাংলা কাব্যে একসাথে আর কেউ এভাবে ধারণ করতে পারেননি। বাংলা কাব্যে এজন্যই তিনি পুরোপুরি 'নাগরিক কবি'। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিকে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাটাই তাঁকে শেষ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। নাগরিক জীবনের কঠিন বাস্তবতার রুঢ় জমিনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন বলেই শামসুর রাহমান বাংলাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কবি।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- * ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের প্রথম নাগরিক কবি।
- * মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
- * মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি। ভারতচন্দ্রের জীবনকাল ১৭১২-১৭৬০।
- * ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি।
- * ভারতচন্দ্র নব্বইয়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন।
- * কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়েছিলেন।
- * মঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্যিক নির্দশন 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' (১৭৫২-৫৩)।
- * বর্তমান বর্ধমান বিভাগের ভূরস্ট পরগণায় আধুনিক হাওড়া জেলার পোড়া (পাছুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- * ভারতচন্দ্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে করেন।
- * দেবানন্দপুর গ্রামের রামচন্দ্র মুনশীর কাছে ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।
- * চন্দননগরের ফারসি সরকার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজসভায় কবি হিসেবে স্থান পান।
- * গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' প্রথম মুদ্রিত করেন।
- * বিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।
- * হীরালাল রায় ও রামচন্দ্র মুনশীর আদেশে ভারতচন্দ্র ক্ষুদ্রাকৃতির দুটি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনা করেছিলেন।
- * অন্নদামঙ্গল কাব্যের আটটি পালা।
- * অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি ভাগ- i. শিবায়ন অন্নদামঙ্গল। ii. বিদ্যাসুন্দর ও iii. ভবানন্দ মানসিংহ কাহিনী।
- * ভারতচন্দ্র রচিত কাব্য- সত্যপীরের পাঁচালী; মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান; রসমঞ্জরী: অন্নদামঙ্গল; নাগাটক; সঙ্গীত, চণ্ডীনাটক ইত্যাদি।
- * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অন্নদামঙ্গলকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র সাথে তুলনা করেছেন।
- * 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এটি

- * অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা।
- * চণ্ডী ও অন্নদা অভিন্ন- একই দেবীর দুই নাম।
- * ভারতচন্দ্রের অনেক কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে:
- * মস্তুর সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- * নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
- * বাপে না জিজ্ঞাসে। মায়ে না সম্ভাষে।
- * হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।
- * বড় পিরীতি বলির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।
- * জন্মভূমি জননী স্বর্গের চেয়ে গরিয়সী।
- * গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।
- * খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।
- * সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি- "না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।"
- * 'যাবনী' শব্দের অর্থ বহিরাগত। ভারতচন্দ্র যবন দ্বারা মূলত মুসলমান জাতিকে বুঝিয়েছেন।
- * কবি শামসুর রাহমান সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- * শামসুর রাহমানের জন্ম ঢাকায় ২৩ অক্টোবর ১৯২৯ এবং মৃত্যু ১৭ আগস্ট ২০০৬। পিতার বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াভলী গ্রাম।
- * তাঁর ডাক নাম বাচ্চু।
- * মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে লিখতেন। এছাড়াও সিন্দবাদ; চক্ষুস্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক প্রভৃতি ছদ্মনামেও লিখেছেন।
- * তাঁর প্রকাশিত ১ম কবিতা ১৯৪৯ সালে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- * 'হাড়ির গুড়' আইয়ুব খানকে বিদ্রোহ করে লেখা তাঁর কবিতা।
- * তাঁকে বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কবি বলা হয়।
- * 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা; 'পত শ্রম', 'একটি ফটোগ্রাফ' তাঁর বিখ্যাত কবিতা।
- * পঞ্চাশের দশকের 'পঞ্চপ্রধান' কবিদের অন্যতম শামসুর রাহমান। এ 'পঞ্চপ্রধান' কবি হচ্ছেন শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০১৪), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০৩), ও আল মাহমুদ (১৯৩৬-বর্তমান)।
- * তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৫৯)।
- * মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শামসুর রাহমানের ৬৫ টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
- * অষ্টোপাস (১৯৮৩), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্ডাজ (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪) শামসুর রাহমানের চারটি উপন্যাস।
- * ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৫), মার্কে মিলিয়ানস (১৯৫৭), রবাত ফ্রস্টের নির্বাচিত কবিতা (১৯৫৮), হ্যামলেট; ডেনমার্কের যুবরাজ (১৯৯৫) ইত্যাদি তাঁর অনুবাদগ্রন্থ।
- * 'আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ' (১৯৮৫), 'কবিতা এক ধরনের আশ্রয়' (২০০২) শামসুর রাহমানের প্রবন্ধগ্রন্থ।
- * 'স্মৃতির শহর' (১৯৭৯), 'কালের ধুলোয় লেখা' (২০০৪) শামসুর রাহমানের আত্মস্মৃতিমূলক রচনা।

কাব্যগ্রন্থ : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে; (১৯৬০); রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধবস্ত নীলিমা (১৯৬৭), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), উড্ডট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), হৃদপদ্মে জোহ্না দোলে (২০০১), এলাটিং বেলাটিং ইত্যাদি।

সমরসেন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

* সমর সেনের জন্ম ১৯১৬ সালের ১০

অক্টোবর কলকাতার বাগবাজারে। তাঁর আদিবাস সূয়াপুর গ্রাম, মানিকগঞ্জ, তিনি ১৯৮৭ সালে কলকাতায় মারা যান।

* প্রথম আধুনিক কবিদের পরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কবি।

* রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে আধুনিক গদ্য কবিতা রচনা করে বাংলা কাব্যে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।

* দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র সমরসেন।

১৯৩৪-৪৬ এ বারো বছর তাঁর কবিতা জীবন।

* 'আমি রোমান্টিক নই, মার্ক্সিস্ট'- এ ঘোষণার জন্য সমর সেন বিখ্যাত।

* তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), নানাকথা (১৯৪২), খোলাচিঠি (১৯৪৩), তিন পুরুষ (১৯৪৪), সময় সেনের কবিতা (১৯৫৪)।

* তাঁর গদ্যগ্রন্থ-এর নাম- বাবু বৃষ্ণভ (১৯৭৮)।



স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ছোটগল্পে আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। আবু জাফর শামসুদ্দীনের রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা (১৯৭৭) বিবর্তনমূলক ছোটগল্পের সঙ্কলন। আবু রুশদের মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাঙার (১৯৮৬) গ্রন্থে কয়েকটি দুঃসাহসী এবং চমৎকার গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সময়ের ছোটগল্প স্বাধীনতা পূর্বযুগের তুলনায় অনেক বেশি গণমুখী ও রাজনীতি সংলগ্ন। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের ভাঙ্গন, পারিবারিক জীবনে সৃষ্টির তার অত্যাচার ইত্যাদি বার বার ওঠে এসেছে এ সময়ের গল্পে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ছোটগল্পে সক্রিয় লেখকদের অনেকেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ফলে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁরা অনেকেই ছিলেন সমৃদ্ধ। হানাদার বাহিনীর নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ গল্পকারদের অনুপ্রেরণার উৎস। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম গল্প সংকলন আবদুল গাফফার চৌধুরীর বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭১) প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে ধরা পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বশীর আল হেলালের প্রথম কৃষ্ণচূড়া (১৯৭২), আবুল হাসনাত সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প (১৯৭৩) এবং হারুন হাবীব সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত গল্প (১৯৮৫)। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যুবসমাজের নৈতিক অবনতি এবং সামগ্রিকভাবে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কে বিষয়বস্তু করে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ধরনের গল্পগ্রন্থের মধ্যে শওকত ওসমানের জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের আমার রক্ত, স্বপ্ন আমার (১৯৭৫), আবদুল মান্নান সৈয়দের মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭) বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ছোটগল্পে একটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন। সমাজের উঁচু তলার মানুষের পাশাপাশি নিচুতলার মানুষও গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান লাভ করে। এ প্রসঙ্গে আল মাহমুদের পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৩) উল্লেখযোগ্য। এটি সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনার উন্মুক্ত চিত্রসম্বলিত একটি অনিন্দ্যসুন্দর গল্পগ্রন্থ। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এমন লালসাসিক্ত গল্প খুব কম লেখকই লিখেছেন। তাঁর গল্পের পরিবেশও আমাদের এতকালের চেনাজানা পরিবেশ থেকে অনেক দূরের; জেলে-নৌকায়, এদের বহরে, বিল কিংবা হাওরের পটভূমিতে বেশ গল্প রচিত। আল মাহমুদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্পগ্রন্থ হচ্ছে সৌরভের কাছে পরাজিত। বাংলাদেশের নগর-সংস্কৃতি নিয়ে ছোটগল্পে গড়ে উঠেছে এক ভিন্ন ধারা। এই সংস্কৃতির দুটি প্রান্ত, যার একদিকে বিস্তৃত-বৈভব, অন্যদিকে নিঃস্বতা। বিস্তারনের চিন্তাদৈন্য আর নিঃস্বদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এই বিপরীতমুখী বিষয়কে অবলম্বন করে অনেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁদের গল্পের ভুবন। এরূপ প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত রাহাত খানের অনিশ্চিত লোকালয় (১৯৭২), অভ্যহীন যাত্রা (১৯৭৫) ও ভালমন্দের টাকা (১৯৮১); আবদুশ শাকুরের ক্রাইসিস (১৯৭৬), সরস গল্প (১৯৮২); রশীদ হায়দারের অন্তরে ভিন্ন পুরুষ, মেঘেদের ঘরবাড়ি; হাসনাত আবদুল হাইয়ের একা এবং এ প্রসঙ্গে, যখন বসন্ত; মাকরুহা চৌধুরীর অরণ্য গাথা ও অন্যান্য গল্প, বশীর আল হেলালের বিপরীত মানুষ, মাহবুব তালুকদারের অরূপ তোমার বাগী, আবুল হাসানাতের পরকীয়া, কবোম্ব, বাজ; সুব্রত বড়ুয়ার কাচপোকা, নাজমা জেসমিন চৌধুরীর অন্য নায়ক, হুমায়ুন আহমদের নিশিকাবা, শীত ও অন্যান্য গল্প; ইমদাদুল হক মিলনের লাভ স্টোরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা উত্তরকালের ছোটগল্পে সামাজিক দায়বদ্ধতা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, কারণ সমাজে তখন নানামুখী পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল; রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া এবং শোষণ-বঞ্চনা বৃদ্ধির

কারণে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তেমন ঘটেনি। তবে এর মধ্য দিয়েই গজিয়ে ওঠে একটি উচ্চবিত্ত শ্রেণি। তাদের জীবনও ছোটগল্পে ঠাঁই পেয়েছে নানাভাবে। এ ধরনের গল্পগ্রন্থের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিকের মরে বাঁচার স্বাধীনতা (১৯৭৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মঞ্জু সরকারের অবিনাশী আয়োজন (১৯৮২), হরিপদ দত্তের সূর্যের আগ্নে ফেরা (১৯৮৫), সৈয়দ ইকবালের ফিরে পাওয়া (১৯৮২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভূমিহীন কৃষক, জোতদার ও মহাজনের শোষণ-পীড়ন, রাজনৈতিক ফড়িয়া, দালাল ও ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিভ্রান্ত- বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার লোকদের কথা ছোটগল্পে এসেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশক থেকেই। স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্পেও এদের কথা অনেকে সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। হাসান আজিজুল হকের গল্পে উত্তর বাংলার জনজীবনের এরূপ একটি চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্বকালে তিনি লিখেছিলেন সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য (১৯৬৪) এবং আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৯); স্বাধীনতার পরে লেখেন জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫), পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১) প্রভৃতি। শওকত আলীর লেলিহান সাধ (১৯৭৩) ও সুন হে লখিমদর (১৯৮৬) গ্রন্থদুটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সকল গল্পগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতার পরে। তাঁর অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোয়ারী (১৯৮২) ও দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫) উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তিনি পুরনো ঢাকার জীবনকে নিখুঁতভাবে তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছোটগল্পের যে সামাজিক ব্যবস্থা ও সমাজ-রাজনীতির চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তার একদিকে প্রতিষ্ঠিত শোষিত গ্রামীণ জীবন, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ। সাম্প্রতিক কালে যারা উল্লেখযোগ্য গল্প রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মঈনুল আহসান সাবের (পরাসু সহিস), কায়স আহমদ (অন্ধ তীরন্দাজ), বিপ্রদাশ বড়ুয়া (গাঙটিল, যুদ্ধজয়ের গল্প), বুলবুল চৌধুরী (টুকা কাহিনী), হারুন হাবীব (বিদ্রোহী ও আপন পদাবলী), ভাস্কর চৌধুরী (রক্তপাতের ব্যাকরণ), আহমেদ বশীর প্রমুখ প্রধান।

মানসিক দক্ষতা অনুশীলন

পর্ব ১৫ -মো. নাফিস সাদিক ভূইয়া

প্রাথমিক আলোচনা চিত্র অভীক্ষা মানসিক দক্ষতা একটি অন্যতম দিক। চিত্র দেখে কোনটি ভিন্ন বা পর্বের চিত্র কী হবে ইত্যাদি বের করতে হবে। যদি একবার ভালোভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে সহজ। তবে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। আমি এই পর্বটি মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি। আজ প্রথম ভাগ নিয়ে আলোচনা করব। চিত্রের সমস্যাটি সমাধান করতে হলে সেখানে রাখতে হবে।

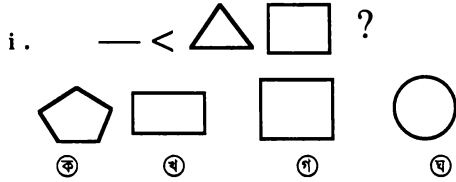
(i) দিক; (ii) রং; (iii) কোণ; (iv) আকার; (v) সংখ্যা।

সূত্র-১ :

ত্রিভুজ বিষয়ক

নিয়ম-১ : ত্রিভুজ দিয়ে সাধারণত একটি প্রশ্ন করা হয়। ত্রিভুজ দিয়ে সাধারণত কোণ, রেখা, ত্রিভুজ সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। নিম্নে আলোচনা করা হলো

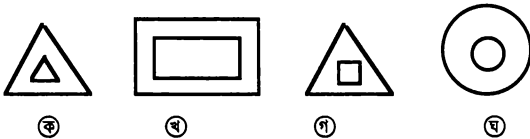
প্রশ্ন-১ :



উত্তর : (ঘ)

ব্যাখ্যা এটি দিয়ে জানতে চেয়েছে আপনি আসলে জ্যামিতিক চিত্রের ক্রমবিকাশ জানেন কিনা। জ্যামিতি সাধারণত বিন্দু, রেখা, কোণ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ও বহুভুজ ক্রমান্বয়ে আলোচনা করে থাকে।

প্রশ্ন ২ : নিচের কোন চিত্রটি সবগুলো থেকে আলাদা



উত্তর : (গ)

যুক্তি : গ ছাড়া বাকী সবগুলো একই চিত্র

ব্যাখ্যা : উপরের চিত্রগুলোতে কেবল 'গ' নং ব্যতীত অন্য সকল চিত্রের ভিতরে একটি করে সমধর্মী চিত্র রয়েছে। 'গ' নং চিত্রে একটি ত্রিভুজের মধ্যে চতুর্ভুজ রয়েছে তাই 'গ' নং আলাদা চিত্র।

প্রশ্ন ৩ : পরের চিত্রটা কী হবে?

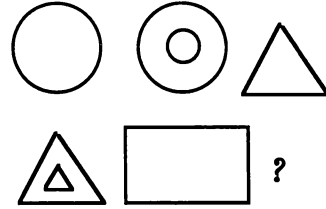


উত্তর : ষড়ভুজ হবে

যুক্তি : ক্রমান্বয়ে বাহু বেড়ে গেছে।

ব্যাখ্যা : উপরের চিত্রগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি চিত্রে ক্রমান্বয়ে একটি করে বাহু বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ এভাবে গঠিত হয়েছে। তাই পরবর্তী চিত্র ষড়ভুজ।

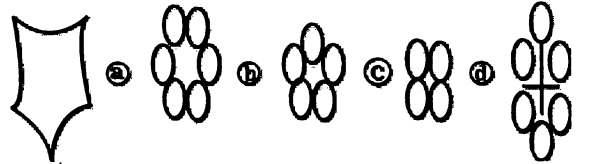
প্রশ্ন ৪ সবশেষের চিত্র কী হবে?



উত্তর : 

ব্যাখ্যা : বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিভুজ তাই বলা যায় চতুর্ভুজ এর ভিতর চতুর্ভুজ হবে।

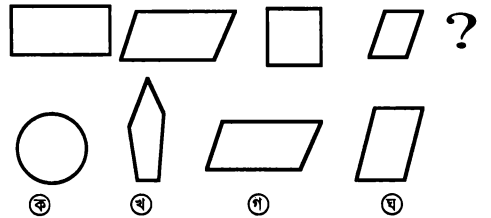
প্রশ্ন ৫ : ডান দিকের a, b, c, d চিহ্নিত চিত্রগুলোর মধ্যে বাম দিকের চিত্রটি লুকানো আছে, খুঁজে বের করুন।



উত্তর : (a)

ব্যাখ্যা : চিত্রে দেখতে হবে কোনটি ভিতর পঞ্চভুজ সৃষ্টি হয়েছে। (a) এর মধ্যে পঞ্চভুজ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ৬ :



উত্তর : (ঘ)

ব্যাখ্যা চিত্রগুলো হলো সমগোত্রীয়। অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষয়ক পৃথিবীতে মোট পাঁচটি চতুর্ভুজ রয়েছে, চারটি অর্থাৎ বর্গ, আয়ত, রম্বস ও সামান্তরিক পর পর দেওয়া আছে। শুধু ট্র্যাপিজিয়ামটি বাকি ছিল। তাই উত্তর হবে ট্র্যাপিজিয়াম।

গণিতে সুদকষা (Interest) আলোচনা

— প্রাবন বালা

বিসিএস, ব্যাংক সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় “সুদকষা” একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে সুদকষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও Short Technic আলোচনা করা হলো)

সুদ সাধারণত দুই প্রকার। যথা :

১) সরল সুদ (Simple Interest)

২) চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest)

১. সরল সুদ : শুধু মূলধনের উপর সুদ কিন্তু সুদের সুদ না। তাই এখানে আসল কখনো বাড়ে না।

২. চক্রবৃদ্ধি সুদ : মূলধনের উপর সুদের পাশাপাশি সুদের টাকার উপর পুনরায় সুদ।

সূত্র-১ : সুদ নির্ণয় :

$$\text{আমি} = \frac{\text{আর পড়ব না}}{১০০}$$

$$\text{আমি} = I (\text{Interest})$$

$$\text{আর} = R (\text{Rate of Interest})$$

$$\text{পড়ব} = P (\text{Principal})$$

$$\text{না} = N (\text{Number of Time})$$

$$\therefore \text{সুদ } I = \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০} = \frac{R.P.N.}{100}$$

সূত্র-২ : শতকরা হার বা সুদের হার নির্ণয়:

(ক) সুদের হার/শতকরা হার,

$$R = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{সময়}}$$

(খ) সুদে-আসলে দ্বিগুণ/তিনগুণ/চারগুণ...

$$\text{থাকলে, শতকরা হার} = \times ১০০$$

(গ) দুটি আসলের (এবং দুটি সময়) একত্রিত সুদ দেয়া থাকলে, শতকরা হার =

$$\frac{\text{একত্রিত সুদ} \times ১০০}{(১ম আসল \times ১ম সময়) + (২য় আসল \times ২য় সময়)}$$

$$= \frac{\text{একত্রিত সুদ} \times ১০০}{(P_1 \times N_1) + (P_2 \times N_2)}$$

$$\text{সূত্র-৩ : সময় নির্ণয় :}$$

$$(ক) \text{সময় নির্ণয় : } N = \frac{I \times 100}{P.R}$$

$$\text{সময়, } N = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{আসল} \times \text{হার}}$$

(খ) সুদে-আসলে দ্বিগুণ/তিনগুণ/চারগুণ...

$$\text{থাকলে, } \frac{\text{গুণ-১}}{\text{শতকরা হার}} \times ১০০$$

সূত্র ৪ আসল বা মূলধন নির্ণয়:

(ক) আসল বা মূলধন নির্ণয় :

$$P = \frac{I \times 100}{R.N}$$

$$\text{বা, আসল } P = \frac{\text{সুদ} \times ১০০}{\text{হার} \times \text{সময়}}$$

(খ) সুদাসল থেকে আসল বা মূলধন বের করার নিয়ম :

$$\text{আসল, } P = \frac{\text{সুদাসল} \times ১০০}{\text{হার} \times \text{সময়} + ১০০}$$

সূত্র: ৫ (ক) চক্রবৃদ্ধি মুনাফা : যৌগিক / চক্রবৃদ্ধিতে মুনাফা -আসল নির্ণয়ের সূত্র: মুনাফা আসল, $C = P (1 + r)^n$

(খ) মুনাফা $= P (1 + r)^n - P$

(গ) i. যদি চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে বলা হয়, “Interest is Compounded every 6 month” বা, আসলের উপর অর্ধবার্ষিকী চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করলে সেক্ষেত্রে r কে $\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ করতে হবে এবং সময় কে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। অর্থাৎ, r হবে $\frac{r}{2}$ এবং n হবে $2n$

$$c = p \left(1 + \frac{r}{2}\right)^n$$

ii. আবার, যদি বলা হয় Compounded quarterly বা, আসলের উপর কোয়ার্টারলি চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করলে

সেক্ষেত্রে r হবে $\frac{r}{4}$ এবং n হবে $4n$.

$$c = p \left(1 + \frac{r}{4}\right)^{4n}$$

iii. আসলের উপর মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদ

প্রদান করলে, $c = p \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12n}$

সুদকষার বিভিন্ন Type

Type-1: সুদ নির্ণয়

$$\text{সূত্র-১ : সুদ, } I = \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০}$$

$$= \frac{R.P.N.}{100}$$

1. ৬% হারে নয় মাসে ১০,০০০/- টাকার উপর সুদ কত হবে? /৩৭ বি সি এস/
- ক) ৫০০ টাকা গ) ৬০০ টাকা
খ) ৪৫০ টাকা ঘ) ৬৫০ টাকা
- উত্তর : গ) ৬৫০ টাকা

$$\text{Short Technic : } I = \frac{R.P.N}{100}$$

$$= \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০}$$

$$= \frac{৬ \times ১০০০০ \times \frac{৩}{১২}}{১০০}$$

$$= ৫০ \times ৯ = ৪৫০ \text{ টাকা}$$

2. সুদের হার শতকরা ৭ টাকা হলে ৬৫০ টাকায় ছয় বছরের সুদ কত হবে? /২৫,৩৭ ডম বিসিএস/

$$\text{ক) } ২৭০ \text{ টাকা গ) } ২৭৩ \text{ টাকা}$$

$$\text{খ) } ২৭২ \text{ টাকা ঘ) } ১৭৫ \text{ টাকা}$$

$$\text{উত্তর : গ) } ২৭৩ \text{ টাকা}$$

$$\text{Short Technic: } I = \frac{R.P.N}{100}$$

$$= \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০}$$

$$= \frac{৭ \times ৬৫০ \times ৬}{১০০}$$

$$= ২৭৩ \text{ টাকা}$$

3. এক ব্যক্তি ২০% সরল সুদে ৮০০ টাকা এবং ১৫% সরল সুদে ৬০০ টাকা বিনিয়োগ করলে এক বছর পর তিনি কত সুদ পাবেন? /উপ-খাদ্য পরিদর্শক-১২/
- উত্তর : ২৫০ টাকা।

১ম ক্ষেত্রে সুদ :

$$\text{Short Technic : } I_1 = \frac{R.P.N}{100}$$

$$= \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০}$$

$$= \frac{২০ \times ৮০০ \times ১}{১০০} = ১৬০ \text{ টাকা}$$

২য় ক্ষেত্রে সুদ :

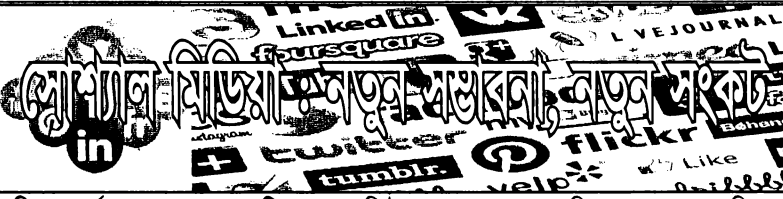
$$\text{Short Technic : } I_2 = \frac{R.P.N}{100}$$

$$= \frac{\text{হার} \times \text{আসল} \times \text{সময়}}{১০০}$$

$$= \frac{১৫ \times ৬০০ \times ১}{১০০} = ৯০ \text{ টাকা}$$

$$\text{মোট সুদ : } I_1 + I_2$$

$$= ১৬০ + ৯০ = ২৫০ \text{ টাকা}$$



ভূমিকা : বর্তমানে আমরা যে শব্দটির সাথে বেশি পরিচিত তা হলো সোশ্যাল মিডিয়া। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত অনেক সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে যেমন : ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, গুগল প্লাস, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা। অনলাইনে যতগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আছে, তার মধ্যে ফেসবুকই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। আর, এই ফেসবুক ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ তরুণ। সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। কখনো কখনো ইতিবাচকতা বেশি। আজকাল ফেসবুকে বিভিন্ন ভালো কাজের প্রচার-প্রচারণা চলে, এমনকি ফেসবুকে পেজ তৈরি করে গড়ে উঠছে সামাজিক ব্যবসায়। কেউ কেউ ফেসবুকে লাইভ করেও হয়ে উঠছেন সেলিব্রিটি। অনেকেই রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লিখেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবরও সবচেয়ে বেশি ছড়ায় ফেসবুকের মাধ্যমে।

১. সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও অনিবার্য বাস্তবতা : মানুষের বিচিত্র চিন্তার পাটাতন এখন ফেসবুক। যেখানে অবলীলায় সুখ-দুঃখ, অর্জন বা গৌরবের কথা একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারছেন। পত্রিকা বা টেলিভিশন দেখার জন্য খবরের কাগজের পাতা কিংবা টিভি স্ক্রিনে চোখ না রাখলেও চলে। অন্যায়, অসামান্য, সমাজ বা মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড জানামাত্রই প্রতিবাদে ফেটে পড়তে পারে মানুষ। এমনকি ফেসবুকের এক ডাকে শাহবাগ বা শহিদ মিনারে সমবেত হয় অভিনু দাবিতে একাটা হাজার মানুষ। যেটা প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমের পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব না। সাংবাদিকতার চলমান সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য ক্রমাগতভাবেই বদলে যাচ্ছে। যার হাতে সচল নেটযুক্ত ক্যামেরাওয়ালা একটি স্মার্টফোন আছে, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে তিনিই এখন নাগরিক সাংবাদিক। তবে এ ধরনের সংবাদচর্চাতে তাত্ত্বিকভাবে ভুলভ্রম ঘটাই করার সুযোগ থাকে না বলে বিজ্ঞানিতে পড়ে গণমানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্র।

২. শক্তিশালী ও কার্যকর যোগাযোগ মাধ্যম : আজকাল প্রায় সবার হাতে আছে স্মার্ট মোবাইল ফোন। মুঠোবন্দী ছোট এ যন্ত্রটার ক্যামেরা বা ভিডিও অপশনে গিয়ে সামনে ঘটতে থাকা যে কোনো ঘটনার স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করে ফেলা সহজ। প্রায় সবাই সেটাই ধারণ করে। ঘটনার ছবি বা ভিডিও এবং জানা তথ্য ফেসবুক টাইমলাইনে তুলেও দিচ্ছে, সাংবাদিকদের জন্য আর অপেক্ষা করছে না। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, টিভি ও বেতারের বেতনভোগী প্রতিবেদক-আলোকচিত্রীদের চেয়ে এ স্বতঃস্ফূর্ত সংবাদদাতারা অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেন। সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যমে বহুল প্রচারিত খবর বা ছবি ও ভিডিওচিত্রকে তথ্যপ্রযুক্তি জগতের পরিভাষায়ও ভাইরাল হওয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ কোনো ভাইরাসের জীবাণু যেভাবে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে, তার সঙ্গেই ওই খবরটিকে তুলনা করা হয়। এখনকার জনপ্রিয় বা অজনপ্রিয়, বহুল বা স্বল্প প্রচারিত প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম এসব ভাইরাল খবর খুঁজে নিজেদের পত্রিকা বা টেলিভিশনে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য। অনেক বড় পত্রিকাতেও এসব খবরের জন্য প্রতিদিন বেশ বড় জায়গা বরাদ্দ করা হয়। আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এর ব্যবহারকারীরা প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত অসংখ্য খবর, ভিডিও ও স্থিরচিত্র শেয়ার করে প্রচার করছে। যা আরও অনেকের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর সরকারি-বেসরকারি নানা চাপ থাকে, যে কারণে তারা চাইলেও অনেক সময় অনেক ঘটনা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে না। কিন্তু ফেসবুকের ক্ষেত্রে তা নেই। প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের বিপরীতে ফেসবুক, ব্লগ, টুইটার, ইউটিউব প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকারীদের বড় সুবিধা হলো, তাদের তেমন কোনো অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না।

৩. সামাজিক প্রভাব ও বাধ্যবাধকতা : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণেই পয়লা বৈশাখে নারী নিগ্রহকারীদের মুখোশ উন্মোচন, সিলেটের রাজন হত্যার দ্রুত বিচার, বদকল্লের মতো ক্যাডার কর্তৃক খানেকাজকে জখম, তনু হত্যা ও বনানীর রেইনট্রিতে দুই তরুণীর ধর্ষণের জোরালো প্রতিবাদ দেখাতে পেরেছে সাধারণ মানুষ। ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া যে কেবল ভালো কাজেরই মাধ্যম, এমনটা নয়। ফেসবুকের পোস্টকে কেন্দ্র করেই রামুতে জাতিগত দাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিন্দুদের বাড়িতে আগুনহযোগের মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হামলার ঘটনাও আছে।

৪. সার্বক্ষণিক পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা : প্রযুক্তি-বিপ্লবের অধুনিক এ যুগে সোশ্যাল মিডিয়া পারস্পরিক যোগাযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাণ্ডি সব মিডিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্যক্তি ঘরের কোণায় বসে মুহূর্তেই তার বার্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারছে। পুরো দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যাচ্ছে খুব সহজে।

৫. অপশক্তির বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার : সামাজিক গণমাধ্যম এখন আর শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অপরাধ, অনিয়ম, শোষণ এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। যুদ্ধপরাধীদের বিচার থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু হত্যাকাণ্ড ও অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যম ছিল সোচ্চার। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন সামাজিক গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক শক্তিকে

বেগবান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৬. সামাজিক সচেতনতা তৈরি ও অংশগ্রহণমূলক প্রাটিকর্ম : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের কারণে সামাজিক মাধ্যমগুলো এখন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ফেসবুকের জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিনই সেখানে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবহারকারী। বাংলাদেশেও একই চিত্র। বরং খুবই শক্তিশালী প্রভাব তৈরি করেছে ফেসবুক। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দেশের মূলধারার গণমাধ্যমের ওপরও ফেসবুক ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। পেশাদার সংবাদপত্র বা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো কোনো খবর এড়িয়ে গেলেও ফেসবুকে কারও না কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশ হয়ে যায়, উঠে আসে আলোচনায়। ফলে শুধু যে গণমাধ্যমের অনেক খবরের উৎস হয়ে উঠেছে ফেসবুক তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেও পত্রিকা ও টেলিভিশনের ওপর চাপও সৃষ্টি করে যাতে খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ ও প্রচার করতে বাধ্য হয়।

৭. সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ার বিস্তারের ফলে জনসাধারণ খুব সহজে এবং অল্প সময়ে বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছে দেখেই হয়তো তাদের মূলধারার গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কটা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মূলধারার গণমাধ্যমের যে লক্ষ্য, দায়িত্ব সেগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পক্ষে সরাসরি পূরণ করা সম্ভব নয়। আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতেই শুধু নয়, নানা রকম তথ্য সংগ্রহ ও জানার অগ্রহ মেটাতে বেছে নিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমের যে বিস্তার সেটিও পৃথিবীতে ক্রমে বেড়েই চলেছে। দেখা যায়, ইন্টারনেটের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের তথ্য পরিবেশন ও উপস্থাপনেও এসেছে পরিবর্তন। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

৮. নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা : বিগত ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ইন্টারনেট-ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক প্রভাব ছিল। শুধু বিজেপি-কংগ্রেস নয়, নতুন দল আম আদামি পার্টি (এএপি) বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলো সামাজিক গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর ব্লগিং ও ব্যক্তিগত ফেসবুকসাইট আছে। এসব মাধ্যমে মোদীর জীবনের সংগ্রাম, নিষ্ঠা ও একান্ততা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তিনি দরিদ্র মানুষের কল্যাণই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান মনে করেন। সামান্য একজন চা বিক্রেতা থেকে আজ তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কেবল দেশে নয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ উন্নত রাষ্ট্রেও নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। একইভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানীয় নির্বাচনে সামাজিক মাধ্যমকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাবসমূহ : আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাসনসহ সর্বক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ছাপ। নৈতিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

ভীতসন্ত্রস্ত, অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে। ফলে পারিবারিক কলহ, অবাধ যৌনচার, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, কুরুচিপূর্ণ সমকামী ও বহুকামিতার মতো পশুসুলভ যৌন আচরণ সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে। সোশ্যাল মিডিয়া ফেইসবুক, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার খবরের প্রায় ৫০% খবরই সামাজিক অবক্ষয়ের। আবার খুন, ধর্ষণ, গুমের খবরও কম নয়। বিশেষ করে শিশু ধর্ষণের খবর দেশের সর্বত্রই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। যেখানে নৈতিকতা অনুপস্থিত সেখানে সামাজিক অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি। দেশের সর্বাস্থে আজ নৈতিকতার অনুপস্থিতির কারণে এ অবক্ষয় দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে, দেশের সর্বত্র মাদকের জয় জয়কার। দেশে যে প্রান্তে থাকুক না কেন মাদক যুব সমাজকে গ্রাস করছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরাই সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। এ ছাড়াও সম্পদের লোভ, ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতি, সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাব, নারীদের বৈচিত্র্যময় উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ পোষাক ও সমাজে হালাল হারামের অনুপস্থিতি সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে এই সামাজিক অবক্ষয় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে যুব সমাজ আরো বেশি এ অবক্ষয়ে পা বাড়িয়েছে। পর্নোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ছাড়াও বর্তমান সময়ে কুরুচিপূর্ণ ভিডিও আপলোড করে ফেসবুকে যা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে।

১. সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নির্ভর অনেকেই ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়। বিশেষ করে যেসব নারী ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, এদের কাছেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অনলাইন ঘরা প্রতিনিয়েই কোনো না কোনোভাবে বাজে মন্তব্য, নির্যাতন এবং সাইবার বুলিয়ারের শিকার হচ্ছেন নারীরা। বাংলাদেশে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে ক্রমাশয়ে। সাম্প্রতিক মার্কিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভাটা অ্যান্ড সোসাইটির একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতি ১০ জন নারী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে একজন যৌন হয়রানির শিকার হন, পুরুষের ক্ষেত্রে ২০ জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে একজন।

২. সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদের অনাকর্ষিত আসক্তি : নব্বই দশকেও শিশুদের দিনের অর্ধেক সময় কাটত খেলার মাঠে। কিন্তু বর্তমানে শিশুদের দেখা যায়, পুরো সময়টা ব্যস্ত মোটোফোন কিংবা কম্পিউটার নিয়ে। ফেসবুক, বিভিন্ন চ্যাট, গেমসহ নানা সাইবার জগতে অবাধ বিচরণ করছে শিশুরা। শুধু শিশুরাই নয়, ডিজিটাল মিডিয়া প্রভাবিত করছে তরুণদেরও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ডিজিটাল মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়ছে তারা। ডিজিটাল মিডিয়া অধিক ব্যবহারে যেমন শিশুদের মানসিক ও স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে, আবার সামাজিক ও পারিবারিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।

৩. ভিত্তিহীন ও ভুল খবর প্রচার : বিখ্যাত নিউজ চ্যানেল সিএনএন এর সোশ্যাল রিপোর্টে এসেছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভিত্তিহীন খবর সবচেয়ে বেশি প্রচার করা হয় সোশ্যাল সাইট গুলোতে, যা মিডিয়া

সম্পর্কে সমাজে বাজে ধারণা সৃষ্টি করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভুল ও সাজানো খবর প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে।

৪. কর্মক্ষেত্রে তৈরিতে জটিলতা : অতিরিক্ত সোশ্যাল সাইট আসক্তি এবং এর অসতর্ক ব্যবহার শুধু পারিবারিক, ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্যই যে ক্ষতিকর তা না, এটা সমস্যা তৈরি করতে পারে আপনার কর্মক্ষেত্রেও। একজন চাকরিজীবীর কাজেও প্রভাব ফেলে এসব সাইট। এছাড়া অনেক ব্যবহারকারী নিজেদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সমস্যা নিয়েও ফেসবুকে পোস্ট দেন। তাদের ভাষায় বন্ধুরা তা সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা হয়তো এসবে অভিজ্ঞ নন। ফলে তাদের পরামর্শ মানতে গেলে বিপদ ঘটর সম্ভাবনা রয়ে যায়, যা অনেক ব্যবহারকারী ভুলে যান। এছাড়া চরমপন্থি ধ্যান-ধারণার সঙ্গেও পরিচয় ঘটতে পারে ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামের মতো সাইটগুলোর মাধ্যমে। অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যাংক কার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে হ্যাকাররা।

৫. শিশুদের মানসিক ঝুঁকি বৃদ্ধি : বড়দের সাথে তাল মিলিয়ে ছোটরাও ঝুঁকি পড়ছে অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি। শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য একে বড় হুমকি হিসেবে মনে করছে চিলড্রেন কমিশনার ফর ইংল্যান্ড। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলেছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে “পারফেক্ট লাইফের” প্রতিযোগিতা শিশুদের মধ্যে, উৎকণ্ঠা আর হতাশা তৈরির পাশাপাশি বাড়িয়ে দিচ্ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের লাইক অপশনের মধ্যেই আটকে আছে আমাদের জীবন। যুক্তরাজ্যের চিলড্রেন কমিশনও বলেছে একই কথা। তবে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একে বড় হুমকি বলে সতর্ক করে দিয়েছে সংস্থাটি।

৬. সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা মনোরোগের স্বীকৃতি পাবে : সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের নেশা বর্তমানে গোটা বিশ্বে আলোচিত এক দুর্গন্ধিতার নাম। আসক্ত হয়ে পড়েছেন বুঝেও অনেকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ল্যাগচ্যাট ইত্যাদির মতো সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছেন না। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষকরা বলেছেন, মানুষের এই প্রবণতা ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। মাদকের নেশা শারীরিক ক্ষতি বেশি করে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগের নেশা শারীরিক ক্ষতি অতটা না করলেও ভেতরে ভেতরে ব্যাপক মানসিক ক্ষতি করে চলেছে। শুধু ব্রিটেনে এক গবেষণায় দেখা গেছে, ১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে অনেকেই ৬ ঘণ্টা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো ব্যবহার করছে।

৭. সময়ের অপচয় : সোশ্যাল সাইট মানেই হলো অসংখ্য অ্যাপসের ছড়াছড়ি। আর এই অ্যাপস গুলোর বেশির ভাগ ই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল সাইট ব্যবহারকারীদের বিশাল একটা সংখ্যা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন।

৮. পারিবারিক দূরত্ব ও একাকিত্ব সৃষ্টি বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, যারা অনেক বেশি সোশ্যাল সাইট গুলোতে সময় দেন, ব্যক্তিগত

জীবনে তাদের সাথে পরিবারের বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

৯. সোশ্যাল মিডিয়া প্রশাসনিক বিপর্যয়ের একটি মাধ্যম : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সোশ্যাল সাইট গুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের উৎসব চলেছে। সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এই মাধ্যম গুলোতে, ফলে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে শিক্ষা ক্ষেত্র সহ সব রকমের প্রশাসনিক কার্যক্রম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এর অতিরিক্ত ব্যবহার এর ফলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ও পরবর্তীতেও নিজেদের ক্যারিয়ারের উপর যেমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ঠিক তেমনি এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে।

সামাজিক মিডিয়ার অপব্যবহার রোধে করণীয় : ক. তরুণ-তরুণীদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে

তোলা আবশ্যিক। কারণ প্রত্যেক ধর্মই আমাদের নৈতিকতার দিকে টেনে নেয় এবং অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

খ. আমাদের তরুণ/তরুণীদের জন্য সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হতে পারে তার পরিবার। পরিবারের সদস্যদের মাঝে বোঝাপড়া বা বন্ধুত্ব যত গভীর হবে পারিবারিক বন্ধন ততটা মজবুত হবে।

গ. আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সাইবার ক্রাইম কমানো সম্ভব।

ঘ. সাইবার নিরাপত্তা হেল্পলাইন চালু করা। সপ্তাহের সাত দিন সাইবার নিরাপত্তা হেল্পলাইনে ২৪ ঘণ্টা ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান।

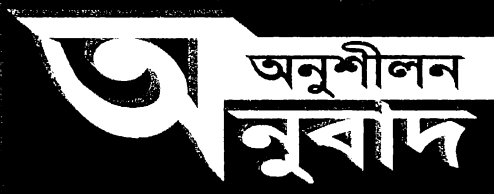
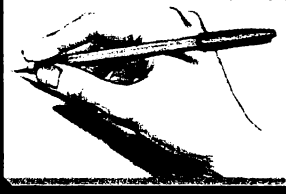
ঙ. সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রত্যেক জেলায় সাইবার ক্রাইম কন্ট্রোল কমিটি গঠন করা।

চ. বাবা-মা ছেলে/মেয়েকে তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারেন। কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয় সে সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারেন।

উপসংহার : বর্তমানে পৃথিবীর ৪৪.২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ধারণা করা হয়, ২০২০ সালের শেষ নাগাদ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি লোক ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আসবে। বিটিআরসির হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৭ সালের আগস্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সোয়া আট কোটি।

ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি ছাড়িয়েছে। প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে, যেটা বাংলাদেশের জন্মহারের চেয়েও বেশি। অবাধ তথ্য প্রযুক্তির যুগে কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজের বড় একটি অংশ আশঙ্কাজনকভাবে জড়িয়ে পড়ছে নানা সাইবার ক্রাইমে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদের গ্রেফতার করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার দিক থেকে নিম্নোক্ত দাদ্রি পীড়িত এক সম্ভবনাময় দেশের নাম বাংলাদেশ। ইন্টারনেটের অবাধ অপব্যবহার, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন এবং সমাজজঘান্নী বিশ্বের ষড়যন্ত্রে সাইবার ক্রাইম আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকেও অশান্ত করতে পারে, যা আমাদের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ফেলতে পারে। তাই এ ব্যাপারে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।



Editorial (English to Bangla)
June 25, 2018, The Daily Star

Save us from the menace of road crashes

ACCIDENTS on the highways have become so random that the resultant deaths and injuries have become a fait accompli for the passengers and their close family members. Repetitive occurrences indicate the crass disregard of transport owners, drivers and of course the administration for the safety of the passengers or of others who are using the roads. To think that 52 people were killed and around 150 injured in one day alone, on June 23, beggars belief. The two major accidents, which cost 24 lives, were the result of reckless driving. One of the buses involved did not have a fitness certificate.

সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা থেকে আমাদের রক্ষা করুন

মহাসড়কে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু এবং তাদের স্বজনদের কান্না যেন আমাদের নিয়তি হয়ে গেছে। বারবার এই ধরনের দুর্ঘটনা যানবাহন মালিক, চালক, প্রশাসন সবার দায়হীনতাকেই প্রমাণ করে। ২৩ জুন একদিনে ৫২ জন মানুষের মৃত্যু এবং ১৫০ জন মানুষের হতাহতের ঘটনা অকল্পনীয়। এর মধ্যে দুটি বড় দুর্ঘটনাতেই ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন যেগুলো ঘটেছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাড়ি চালানোর কারণে। একটি বাসের তো ফিটনেস সনদই ছিল না।

We had warned before the start of the Eid holidays that the administration must take extra safety measures, particularly for the return journey. Because, added to the shortage of transports and everyone rushing to their respective workplaces on the very last day, are the inclement weather and the propensity of the owners and drivers to make as many round trips as possible a proclivity compelled by sheer profit motive. Consequently, caution is thrown to the wind, because for them, nothing but money matters. And absence of police supervision allows unauthorised vehicles like nasimons and karimons to move with impunity on the highways in large numbers.

আমরা ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে প্রশাসনকে অবশ্যই অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে বিশেষত ঈদ ফেরত যাত্রার জন্য। যেহেতু, যানবাহনের অভাব এবং ঈদের পরপর মানুষ তাদের নিজ নিজ

কর্মক্ষেত্রে ছুটিতে চায় তখন যানবাহন মালিক এবং চালকদের প্রবণতার থাকে যতো দ্রুত একটা ট্রিপ শেষ করে আবার ট্রিপ দেওয়া যায়। মূলত বেশি লাভের জন্যই এটা করা হয়। ফলস্বরূপ, সতর্কতা ভুলে যায় তারা। টাকা ছাড়া আর কোন ভাবনা যেন মাথায় থাকে না। পুলিশের তদারকির অভাবে নসিমন বা করিমনের মতো অনুমোদনহীন বিপুল সংখ্যক যানও মহাসড়কে চলে।

The highest death toll in one single day during Eid holidays was 46 in 2015, and last year, the 13 days of Eid holidays cost 174 lives. Regrettably, these horrendous statistics could not compel the authorities to go into why these crashes had occurred and what could be done to rectify the errors.

এর আগে ঈদের ছুটির দিনে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ২০১৫ সালে ৪৬ জন। গত বছর ১৩ দিনের ঈদের ছুটিতে প্রাণ গেছে ১৭৪ জনের। দুর্ভাগ্যবশত, এতো মানুষের মৃত্যুর পরেও আমাদের কর্তৃপক্ষ সজাগ হয়নি এবং তারা এসব দুর্ঘটনা বন্ধ করতে করণীয় ঠিক করতে পারেনি।

Money is not an adequate recompense for the lives lost or the injured, many of them permanently. Unless the chances of road accidents are reduced, the hazard will continue to take lives in increasing number every day. This is an epidemic, and the relevant authorities must wake up from slumber and address it as such.

মানুষের প্রাণহানির পর আর্থিক ক্ষতিপূরণ কখনোই সমাধান নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ না হবে না প্রতিদিন এভাবে প্রাণ যেতেই থাকবে। এটি একটি মহামারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এটি মোকাবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠতেই হবে।

সম্পাদকীয় (বাংলা থেকে ইংরেজি)

১২ জুন ২০১৮ দৈনিক প্রথম আলো

নারী ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন ক্রিকেটের প্রথম শিরোপা

ক্রিকেটে বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক শিরোপা এনে দিল বাংলাদেশের মেয়েরা। অভিনন্দন বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলকে। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সপ্তম এশীয় কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে রোমাঞ্চকর শেষ ওভারের শেষ বলে ভারতকে তিন উইকেটে হারিয়ে এই শিরোপা লাভ করে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। জাহানারা যখন ম্যাচের শেষ বলটি মিড উইকেটের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ে দুই রান নিলেন, তখন তা শুধু বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নয়, পুরো বাংলাদেশের বিজয়কেই নিশ্চিত করল। স্বপ্ন পূরণ হলো বাংলাদেশের।

Congratulations to the women's cricket team First international cup

Congratulations to the women's cricket team of Bangladesh. This is the first time that any of our cricket teams has won a grade-one level international competition. Victory could not have been sweeter than this. Winning the Women's T20 Asia Cup in Kuala Lumpur by defeating India, one of the strongest teams in the tournament, our sportswomen have proven their worth and finally been recognised for their resilience and talents. When Jahanara pushed the last ball of the match to mid-wicket and scored two runs in prolonged run, it was not only Bangladesh women's cricket team but also the victory of the whole Bangladesh. The dream is now fulfilled.

এই দিনটি ক্রিকেটের বাইরেও বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন ও ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এর অসাধারণ ও অনন্য দিক হচ্ছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা আমাদের গর্ব করার মতো এমন একটি উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, ক্রিকেটে বাংলাদেশের নারী দলের এই জয় সামগ্রিকভাবে খেলাধুলার প্রতি নারীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে ক্ষেত্রটির জন্য খুলে দেবে সম্ভাবনার দ্বার। ভুলমূল্যে আলোড়ন তোলা পুরুষ ক্রিকেট দল দুবার এ রকম স্বপ্নের কাছাকাছি হয়েছিল, কিন্তু দুবারই শেষ বলের আলোড়নে ভীয়ে এনে ভেড়াতে পারেনি জয়ের জাহাজটিকে। তাই আক্ষেপ সঙ্গী ছিল আমাদের। আক্ষেপ কাটিয়ে দিলেন বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা।

The day will be considered as a historic day and event in Bangladesh. Its unique and unique aspect is that women's cricketers of Bangladesh have created an occasion for our pride. No doubt, this victory of Bangladesh women in cricket will increase women's interest in sports more. It will open up the future prospects. Our national cricket team was very close to this dream twice, but the victory of the last ball did not allow the shoe to be wrecked. Women's cricketers of Bangladesh have wreaked havoc.

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের যা কিছু উজ্জ্বল, তার মধ্যে ক্রিকেট শীর্ষস্থানীয়। সুদূর ১৯৯৭ সালে আকরাম-বুলবুলদের হাত ধরে আইসিসি ট্রফি জিতে যে স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল, সে স্বপ্ন ক্রমে ক্রমে বাস্তবের পথে হেটেছে। একের পর এক টেস্ট খেলাড় দলকে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের পুরুষ ক্রিকেট দল পেয়েছে মর্যাদার আসন। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতেও তাদের সাফল্য কম নয়। এ কথা মনে রেখেই বলতে হচ্ছে, নারীদের ক্রিকেট নিয়ে সেভাবে কেউ খুব একটা ভাবেনি। আমাদের মেয়েরা যে ন্যূনতম ম্যাচ ফি পান, সেদিকে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে কতটা অবহেলিত ছিলেন তারা। আমরা আশা করব, এই বিজয় তাদের প্রতি নীতিনির্ধারক ও ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে এবং ক্রিকেটের উন্নয়নে নারীদের অবদানের বিষয়টি সরকারও

বিশেষ দৃষ্টিতে দেখবে।

Cricket is the most popular sport in Bangladesh and it is one of the top glorious achievement arena of Bangladesh which make us proud. Undoubtedly, the 1997 ICC Trophy win was the biggest push for Bangladesh cricket which was won by Akram-Bulbul. Our national cricket team has got the dignity in one-day international cricket by defeating many teams. The success in Tests and T20s is not less. It goes without saying that women cricketers do not enjoy the fanfare or the generous financial rewards that the men's cricket team does. Even nobody thought much about them. We hope this victory will change the attitude of the policy makers and the cricket authorities towards them and the government will also look at the contribution of women to the development of cricket.

শুধু ক্রিকেট নয়, অন্য অনেক কিছুর মতো সামগ্রিকভাবে খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পুষ্টপোষণ। মাঠপর্যায়ে থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চাই সূচার পরিকল্পনা। ২০১৬ সালে অনূর্ধ্ব-১৪ এএফসি কাপে বাংলাদেশ নারী দল ভারতকে ৪-০ গোলে হারিয়ে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন

হয়েছিল। বাংলাদেশের মেয়েরা যে খেলাধুলায় পিছিয়ে নেই, এ ছিল তার এক বড় প্রমাণ।

Not only Cricket inspiration and sponsorship is needed in other arena of sports. We have to make proper plan from grass root level to international level. In 2016 Under-14 AFC Cup Bangladesh women team defeated India 4-0 and became regional champion. It proves the girls of Bangladesh are not behind in sports.

এসব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, অনুপ্রেরণা আর ভালো কোচের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে গেলে একটা পর্যায় পর্যন্ত নিজেদের তুলে ধরা যায়, কিন্তু এরপর এগিয়ে যেতে হলে দলকে কঠোর পরিশ্রম, অনুশীলন, নতুন নতুন টেকনিকের সঙ্গে পরিচিত করানোর পাশাপাশি খেলোয়াড়দের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আর্থিক নিশ্চয়তা দেওয়া জরুরি। নইলে পরবর্তী ধাপে সেই সাফল্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিদিনের খেলাই নতুন যুদ্ধ, সে যুদ্ধে নতুন করেই জয়ী হতে হয়। জয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে আত্মবিশ্বাস জাগানিয়া ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়ার বিকল্প নেই।

Considering these experiences, it can be said that by continuing to practice under the inspiration and good coach, they can be up

to another stage themselves. But if they want to go ahead hard work, practice, introduction of new techniques, improving the quality of life of the players and ensuring financial assurance is important. Otherwise, it would be difficult to ensure the success in the next phase. Every day we have to win the battle. To make joy a habit, there is no alternative to creating self-confidence.

মনে রাখতে হবে, যথাযথ অনুপ্রেরণা নিশ্চিত না করা গেলে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের এই অর্জন যেমন এখানেই আটকে থাকতে পারে তেমনি সযত্ন পুষ্টপোষণ ও পরিকল্পনা এনে দিতে পারে ধারাবাহিক সাফল্য। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল, এর কোচ ও ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।

This victory should wake us up to the fact that women's sports must be encouraged at the national level by providing girls and women the opportunities and facilities to train, compete and hone their skills so that they can compete in international competitions. Patronage and planning is needed. Our hearty congratulations to Bangladesh Women Cricket Team, coaches, managers and all.

LDC Graduation: Scopes & Challenges for Bangladesh

Introduction: The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Bangladesh, the largest least developed country in terms of population and economic size, on March 16, 2018 for the second time in its history of independence, has been garlanded with a new feather in its crown of achievements in development. By becoming qualified for promotion from LDC, Bangladesh has taken its position to a new pinnacle. The UN's Committee for Development and Policy (CDP) in its First Triennial Assessment meeting cleared Bangladesh's eligibility for graduation to a developing country. After our independence in 1971, what could be more glorious than this announcement, since Bangladesh was once despised by Henry Kissinger as a "bottomless basket". Now, this is the moment of truth, rejoice and celebration—Kissinger was wrong. It's indeed a matter of pride and self-esteem for the nation.

Bangladesh from LDC to Developing Country: Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's birthday came in with a joyous declaration for the citizens of Bangladesh this year as it was declared that for the first time, Bangladesh has qualified in all

three criteria set by the UN for graduation from 'Least Developed Country' (LDC) to 'Developing Country' status. Hence, the UN declared the country is eligible for graduation from LDC in 2024. Bangladesh was categorized as an LDC in 1975. In recent years, Bangladesh is widely recognized as a remarkable achiever in the field of socio economic development. Successful attainment of the Millennium Development Goals (MDGs) lays the solid foundation for its higher future development goals. Country's poverty rate was reduced to 23.2% in 2016 while it was 31.5 percent in 2010. Over the time, the extent of extreme poverty declined from 17.6 percent to 12.9 percent. The GDP growth picked up around half a percentage point to 7.28 percent in FY 2016-17 from 7.11% of previous fiscal year and is projected to grow at 8.0% by 2020. Moreover, all important economic indicators are showing positive trends ensuring to graduation from LDC.

The Criteria of Graduation from LDC: LDC categorisation is made and measured by the CDP on the basis of three criteria: (a) Per Capita Income (Gross National Income or GNI), (b) Human Assets Index (HAI) and (c)

Economic Vulnerability Index (EVI). For graduation from the LDC status, a country has to cross the LDC thresholds in at least two of these three indicators during two consecutive triennial reviews conducted by CDP. Bangladesh would most likely be the first ever LDC to graduate on the basis of fulfilling all the three criteria. Up until now, the five countries that have graduated from the LDC status are Botswana, Cape Verde, the Maldives, Samoa and Equatorial Guinea.

Status of Bangladesh: When the World Bank Atlas method is applied, Bangladesh's Per Capita Gross National Income (GNI) of US\$ 1,272 becomes higher than the LDC threshold of US\$ 1,242, which fulfils the first criterion for graduation. The second criterion or Human Assets Index is calculated on the basis of five indicators, viz. infant (under-5) mortality rate, maternal mortality rate, undernourishment or malnutrition rate, adult literacy rate and gross secondary school enrolment rate. According to the Planning Commission in the country, Bangladesh has already achieved a score of 72 in this index, which is much higher than the LDC threshold of 66. On the other hand, the Economic Vulnerability Index, Bangladesh's current score in this index is 24.9, whereas the score required for graduating from the LDC status is 32 or less. Meeting the Graduation Criteria Bangladesh with current development trends met the GNI, HAI and EVI with high probability of graduation in the Committee for Development Policy (CDP)'s next triennial review in 2018 and subsequent triennial review in 2021. It is expected that Bangladesh will

graduate from the LDC category by fulfilling all the three criteria. Following a three years transition period after 2021, Bangladesh hopes to graduate officially from LDC category in 2024.

Scopes/ Opportunities for Bangladesh:

The changing economic environment and perspectives associated with LDC graduation can open up new windows of opportunities that can actually help Bangladesh to take necessary steps with a fresh endeavor to become an upper middle-income country by 2031 and high-income country by 2041.

1. Branding Bangladesh: The new status will help in branding Bangladesh. Investors will be interested to invest in the country given its strength in certain areas such as the size of its Gross Domestic Product (GDP), exports and population compared to other LDCs. These will help Bangladesh's credit worthiness which is reflected through better credit rating.

2. Opportunities for taking commercial loans : Bangladesh will have more opportunities for taking commercial loans from the international market at a competitive interest rate. Such branding will help it to mobilise resources from the global market through sovereign bond. The private sector will also have the opportunity to generate capital from the global financial market.

3. Transformation from aid-dependent country to a trade-dependent The other impact will be reflected through the cost of development finance and higher debt servicing liabilities due to the cessation of access to concessional finance for LDCs. Over the years, Bangladesh has transformed itself from an aid-dependent country into a trade-dependent one.

4. Track to development journey : Bangladesh has been seen as well on track to continue with its development journey in the coming decades. Bangladesh has already achieved 7 per cent+ GDP growth and this growth will increase more by implementation of the seventh Five Year Plan. Therefore, it is expected that Bangladesh's graduation from LDC will be a sustainable one.

5. EU GSP Plus: The EU market is very important for Bangladesh as nearly 56% of its \$34.65 billion export earnings (\$19.35 billion) comes from there. Bangladesh enjoys duty-free market access under the Everything but Arms agreement. Preferential trade benefits erosion is crucial for Bangladesh, but the country can enjoy trade benefits by availing GSP Plus, a standard scheme for the developing country to provide trade benefits.

6. Others scope: Graduation will immediately offer benefits of credit worthiness, more potential for foreign investment, reduce volatility for flagship project financing, increased investment, job creation and revenue

through protection of intellectual property, and above all, pave the way for joining the club of developed economies by implementing Vision 2041.

Post Graduation Challenges: Graduation into a developing economy from that of LDC will pose some significant challenges for the economy of Bangladesh. It is most likely that Bangladesh would be allowed a three-year transition period after the graduation in 2024 (up to 2027) before losing the duty and quota-free market access to its largest export market - the European Union (EU).

1. Lose LDCs benefits: Unquestionably, Bangladesh will lose benefits of LDCs in terms of DFQF (Duty-free, quota-free) market access, non-compliance of TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) flexibilities and patent protection for pharma products. Export subsidy will have to be stopped with the loss of all benefits upon graduation.

2. Lose preferential market access: As an LDC, Bangladesh enjoys duty-free access to the European Union and some other countries. However, once a developing nation, it will not be eligible for duty- and quota-free facilities and preferential market access.

3. Additional tariff: After graduation, Bangladeshi exporters will have to pay an additional 6.7% tariff, making competition against rivals, some of whom enjoy benefits under EU GSP Plus and preferential trade agreements, tougher. Probable new tariffs for EU, non-EU, and Canada are 8.7%, 3.9%, and 7.3%, respectively. The United Nations Conference on Trade and Development estimated that Bangladesh may face an export decline between 5.5% and 7.5%.

4. Technical co-operation and other forms of assistance: As an LDC, Bangladesh enjoys various international organizations fund support for scholarship, fellowship, participating in special training programmes, various meetings and workshops, conducting research, policy analysis and advocacy, and support for relevant inter-governmental processes. These benefits will be withdrawn after graduation.

5. Increased contribution to international organizations: Graduation from LDC category will nearly double Bangladesh's assessed contribution to the United Nations regular budget and other UN related organizations, operations, funds and programs.

6 Other Challenges: Although the nation has demonstrated significant success in disaster management, natural disaster will remain an uncertain variable. Undernourishment could also remain a concern after graduation.

Ways out: To keep continuing the pace of development, investment outlook for the

private sector needs to be improved significantly. In doing so, Government has to provide sufficient infrastructures including power. In this context, the flow of FDI would need to increase and diversify.

Activities related to social developments, including health and education, should remain the core area of the development policy along with increased coverage of the social safety net programs to address extreme poverty for smooth transition.

Various regulatory policies would need to be more business and trade friendly by reducing cost of doing business and exporting from Bangladesh to ameliorate the effect of lost preferences that is improving road and power infrastructure upgrading port facilities.

Increasing effort is necessary to diversify exports in order to reduce vulnerability of Bangladesh's economy.

Engaging the Non Resident Bangladeshis with the progress and next level of growth for Bangladesh. Exploring the possibilities of taking advantage of non LDC specific trading arrangements such as the various GSP schemes for the developing countries or seek to negotiate trade agreements in order to avoid MFN tariff rates.

Structural opportunities like natural resource endowment, domestic resource, agricultural productivity and youthful population should be explored and utilized for the desired transition. Non-structural opportunities such as flow of remittances, use of ICT, regional integration, and searching of emerging development partners need to be explored. Structural Risks like high poverty and inequality, low human capital and weak economic governance have to be tackled effectively and minimized to a reasonable level.

Emerging risks like climate change, violent extremism, and managing shocks and vulnerabilities (like Rohingya crisis) are to be managed with extreme care and attention.

Conclusion: Only within four years of independence in 1975, Bangladesh was included in LDC list under the valiant leadership of Bangabandhu, and it took 43 years to become eligible to graduate from that. The achievement is mostly due to the courageous effort of Bangabandhu's daughter Sheikh Hasina and her party Awami League, who took the challenges of reaching Sustainable Development Goals (SDGs) and diligently worked to achieve those goals during the last decade as they have taken many mega projects like Padma Bridge with own funding upholding the motivation of liberation war. This declaration is indeed a strong recognition of our journey towards that goal. And the government must continue this courageous move.



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়; যা বহু-অনুষদভিত্তিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। ১৯২১ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে অক্সব্রিজ শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণে এটি স্থাপিত হয়। সূচনালগ্নে বিভিন্ন প্রথিতযশা বৃত্তিদারী ও বিজ্ঞানীদের দ্বারা কঠোরভাবে মান নিয়ন্ত্রিত হবার প্রেক্ষাপটে এটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে স্বীকৃতি পায়। ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট এবং সে বছরই ডিসেম্বর মাসে সেটি অনুমোদিত হয়। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইন সভা পাশ করে 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং-১৩) ১৯২০'। এ আইনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। এ আইনের বাস্তবায়নের ফলাফল হিসেবে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার এই দিনটি প্রতিবছর "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস" হিসেবে পালন করা হয়।

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস

২ জুলাই সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রায় একশ বছর আগে ১৯২৪ সালের ২ জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে International Sports Press Association (AIPS) এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমেই এআইপিএস এর ব্যাপ্তি বেড়ে বর্তমানে এর পতাকাতে সমবেত দেশের সংখ্যা ১৬৭। বাংলাদেশে এর একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হচ্ছে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি'। বিশ্বের ক্রীড়া সাংবাদিকদের এক কাতারে নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ২ জুলাই AIPS এর জন্মদিনকে স্মরণ করে সারাবিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। বিশ্বের সকল ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখকরা নিজেদের জন্য আলাদা একটি দিন পায় আন্তর্জাতিকভাবে। এআইপিএস এর কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৯৯৫ সাল থেকেই সমিতি প্রতিবছর নানা আয়োজনের মাধ্যমে পালন করে বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস। প্রতিবছরই সম্মাননা জানানো হয় দেশের বরণ্য ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখকদের।

জন্ম নিবন্ধন দিবস

৩ জুলাই জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস। প্রতি বছর স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে জন্ম নিবন্ধন ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস

পালিত হয়। জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদসহ দেশব্যাপী সব জেলা উপজেলা সদরে আলোচনা সভা ও র্যালির আয়োজন করা হয়। ১৮৭৩ সালে ২ জুলাই বৃটিশ সরকার অবিভক্ত বাংলায় জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন জারি করেন। এরপর ২০০১-২০০৬ সালে ইউনিসেফ-বাংলাদেশ এর সহায়তায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮টি জেলায় ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে জন্ম নিবন্ধনের কাজ নতুন করে শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

১৯২৩ সাল থেকে সমবায় আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কো অপারেটিভ এলায়েন্স এ দিবসটি পালন করে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪৭/৯০ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম শনিবার জাতিসংঘ ও ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভস যৌথভাবে দিবসটি পালনের আয়োজন করে।

জাতীয় মূসক (মূল্য সংযোজন কর) দিবস

১০ জুলাই জাতীয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) দিবস। করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, কর প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ ও কর্মকর্তাদের সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় মূসক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১০ জুলাই পরবর্তী এক সপ্তাহ পালন করা হবে মূসক সপ্তাহ। 'বিশ্বব্যাপী আমদানি শুদ্ধ হ্রাসের ধ্যানধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশেও আমদানি শুদ্ধ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মূসক অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই ধারাবাহিকতায় মূসক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূসক দিবস ও সপ্তাহ পালন করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মূসক প্রবর্তিত হওয়ার পর এ বিষয়ে অধিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০১১ সাল থেকে মূসক দিবস ও সপ্তাহ উদযাপন করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়। জনসংখ্যা দিবসের পালনের উদ্দেশ্য হলো সারা বিশ্বে ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। জনসংখ্যাকে সম্পদ বলা হলেও অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের জন্য কখনও কখনও বোঝা। অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ, বেকারত্ব, চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যার মূলে রয়েছে অতিরিক্ত জনসংখ্যা। তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও

এ দিবসটি যথাযথভাবে পালিত হয়।

ম্যাডোলা দিবস

নেলসন ম্যাডোলা আন্তর্জাতিক দিবস বা ম্যাডোলা দিবস দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যাডোলার সম্মানে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিনে উদযাপিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল নেলসন ম্যাডোলা ফাউন্ডেশন সমগ্র বিশ্ববাসীকে ম্যাডোলা দিবস পালনের আহ্বান জানায়। এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে না রেখে তাঁরা নেলসন ম্যাডোলার আদর্শে সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মের দিন হিসেবে স্থির করেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নেলসন ম্যাডোলার সম্মানে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে "নেলসন ম্যাডোলা আন্তর্জাতিক দিবস" উদযাপনের ঘোষণা করে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই নেলসন ম্যাডোলার জন্মদিনে সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস

প্রতি বছর ২৮ জুলাই বিশ্বব্যাপী বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত হয়। দিবসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সারাবিশ্বে হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি ও ই সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা; রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। প্রতিবছর গোটা বিশ্বে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১.৪ মিলিয়ন লোক মারা যায়। বিভিন্ন প্রকার হেপাটাইটিস এবং এর প্রতিরোধ ও চিকিৎসার নানা পদ্ধতির বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) আহ্বানে ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছরের ২৮ জুলাই সারাবিশ্বে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

বাঘ হলো রাজকীয় প্রাণী। এই রাজকীয় প্রাণীটিকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। বাঘ দিবস পালনের উদ্দেশ্যে হলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাঘ রক্ষা করা গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং বাঘ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা। ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাঘ সম্মেলনে প্রতিবছর ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৯ জুলাই ২০১২ সালে প্রথম বাঘ দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশে এই দিবসটি ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশের (ডব্লিউটিবি) সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্টের উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়। বাঘ সংরক্ষণের জন্য গঠিত সংগঠনের মধ্যে "দি টাইগার ফাউন্ডেশন" অন্যতম। এছাড়াও এশিয়ান কনজারভেশন অ্যাওয়ারেনেস প্রোগ্রাম (ACAP), কেয়ার ফর ওয়াইল্ড উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বাঘ সংরক্ষণে কাজ করছে এমন একটি সংগঠন হলো ওয়াইল্ড ট্রাস্ট বাংলাদেশ (WTB)।

পার্ল হারবার আক্রমণ: একটি আকস্মিক সামরিক অভিযান

- রাকিব আহসান (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

পার্ল হারবার আক্রমণ ছিল ইতিহাসের একটি আকস্মিক সামরিক অভিযান। পার্ল হারবার এর আকাশে ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে হঠাৎ উড়ে আসে জাপানের ৪০৮ টি যুদ্ধ বিমান। যুদ্ধ বিমানের গোলা বর্ষণের আঘাতে কিছু বুঝে উঠার আগেই ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নৌঘাঁটি পার্ল হারবার। চারটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ তৎক্ষণিক অতল সাগরে তলিয়ে যায়। এই আকস্মিক আক্রমণের মধ্যে দিয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ২য় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি জাপান। যার ফলে জাপানকে মেনে নিতে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি পারমাণবিক বোমার আঘাত।

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের কারণ : জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র প্রভাবের কারণে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করতে পারেনি। এশিয়ার পরাশক্তি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত প্রভাব জাপান মেনে নিতে পারেনি। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে জাপানের সামরিক অবস্থানকে আরো দৃঢ় করাই জাপানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং জাপান চেয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণের পর আক্রান্ত মার্কিন বাহিনী কিছুকাল পাল্টা আক্রমণে না গিয়ে সময় নেবে, সেই সময়ে জাপান তাদের নৌ-শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য যে পর্যাপ্ত সময় পাবে, সেই সময়ে জাপান তাদের নৌ-শক্তি আরোবৃদ্ধি করে নেবে। এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি হয়ে উঠা জাপানের অর্থনীতি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল ছিল। জাপান তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে আক্রমণ করতে শুরু করে। এছাড়াও জাপানের দখলকৃত ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ এবং মালয়ে প্যাসিফিক-ফ্লিট যুক্তরাষ্ট্রে অধিগ্রহণ করে নিতে পারে বলে জাপানের বন্ধমূল ধারণা ছিল। জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে করা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

পার্ল হারবার আক্রমণের প্রস্তুতি : পার্ল হারবার আক্রমণের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনা ছিলো জাপান নেভির প্রধান সেনাপতি এডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামতো। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব জড়িয়ে যাওয়ায় জাপানের সামরিক ও অর্থনৈতিক দিকে বিস্তৃত প্রভাব পড়বে বিবেচনায় জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এই চলমান সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের

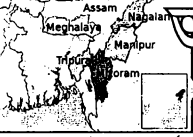
সাথে সরাসরি যুদ্ধের আহ্বান করেন। কিন্তু জাপান নেভির সেনাপতি ইসোরোকো ইয়ামামতো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয়ের সম্ভাবনা নেই বলে যুক্তরাষ্ট্রে আকস্মিক আক্রমণের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবারে জাপান আকস্মিক আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়। জাপানের বিমান বাহিনীর আকস্মিক যুদ্ধ বিমান প্রেরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয় জাপান। জাপানের অত্যাধুনিক ৬টি যুদ্ধজাহাজ ২৯ নভেম্বর ১৯৪১ সালে জাপানের উপকূল থেকে উত্তর-পশ্চিম হাওয়াইয়ের দিকে অগ্রসর হয়। ৬টি যুদ্ধজাহাজে সর্বমোট ৪০৮টি এয়ারক্রাফট বা যুদ্ধবিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। সবগুলো যুদ্ধবিমানকে একত্রিত করে পার্ল হারবারে দুই স্তরে আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাপানের সেনা ও বিমান বাহিনীর দল। প্রথম স্তরের বিমানের মাধ্যমে প্রাথমিক আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় স্তরের বিমানগুলো আক্রমণ করে অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করবে। প্রথম স্তরের বিমানগুলো থেকে মূলত প্রধান যুদ্ধ জাহাজগুলোতে আক্রমণ করা হবে। অগভীর জলে রাডার সংযোগ ও উত্তাল তরঙ্গ বিরোধী প্রযুক্তিতে গড়া, বিশেষভাবে উপযোগী টাইপ ৯১ এয়ারিয়াল টর্পেডোর সাহায্যে এ আক্রমণ প্রক্রিয়া পরিচালিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আক্রমণের জন্য সকল যুদ্ধ বিমান চালককে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়। তারা যেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান নৌ-ঘাঁটির সবচেয়ে মূল্যবান লক্ষ্যবস্তুতে বিশেষত যুদ্ধজাহাজ এবং বিমানবাহী জাহাজে আঘাত হেনে ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়। যুদ্ধবিমান গুলো অতি দ্রুত ধ্বংস করার জন্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে নির্দেশ দেয়া হয়। যত দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ও বিমান গুলো ধ্বংস করা সম্ভব হবে, ততই যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা আক্রমণের নিশ্চয়তা কমতে থাকবে।

পার্ল হারবার আক্রমণ : ১৯৪১ সালের ২৬ নভেম্বর রবিবার, সরকারি ছুটির দিন। পার্ল হারবারে অবস্থিত সকল সামরিক কর্মকর্তা, দীপের সাধারণ অধিবাসী সকলেই ছুটির দিনের ফুরফুরে মেজাজে অবস্থান করছেন। জাপানের দুই স্তরের বিমান বাহিনী এগিয়ে আসছেন পার্ল হারবারের দিকে। আমেরিকান সেনাবাহিনীর রাডারে দৃশ্যমান হয় কতগুলো বিমান। তখনো জাপানের আক্রমণ বাহিনীর প্রথম স্তরের বিমানগুলো ১৩৬ নটিক্যাল মাইল দূরে।

আমেরিকান সেনাবাহিনী ভুলক্রমে ধারণা করে এগুলো আমেরিকান বোমার্ক বিমান। যেগুলো পার্ল হারবারের দিকে যাচ্ছে তাদের সামরিক অবস্থানের জন্য। সময় সকাল ৭টা ৫৫মিনিট। হঠাৎ এগিয়ে আসা দুই স্তরের যুদ্ধবিমান থেকে জাপান পার্ল হারবারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ঘাঁটিতে আক্রমণ শুরু হয়। কিছু বুঝে উঠার আগেই ধ্বংস হতে থাকে একের পর এক পার্ল হারবারের ঘাঁটিতে থাকা যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমানসহ যুদ্ধে ব্যবহৃত নানান সমরাস্ত্র। প্রথম স্তরের বোমার্ক যুদ্ধ বিমান থেকে পার্ল হারবারের নৌ-ঘাঁটি লক্ষ করে একের পর এক টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। সাথে সাথে শুরু হলো যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ লক্ষ করে প্রচণ্ড বোমা নিক্ষেপ ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। চারটি যুদ্ধজাহাজ তৎক্ষণিকভাবে ডুবে যায়। অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পার্ল হারবারের বিমান ঘাঁটিতেও সমানভাবে আক্রমণ চালায় জাপান বিমান বাহিনী। বিমানবাহিনীর শতাধিক বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। সর্বমোট ১৮৮টি মার্কিন বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৯০মিনিটের এই আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান ধ্বংসের সাথে সাথে প্রায় আড়াই হাজার সামরিক ও বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়।

পার্ল হারবার আক্রমণের ফলাফল : জাপান থেকে প্রায় ৪,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত আমেরিকার সবচেয়ে বড় নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবারের উপর এ ধরনের আক্রমণ হতে পারে, তা যুক্তরাষ্ট্রের কল্পনার বাইরে ছিল। জাপান হঠাৎ আক্রমণ করে পার্ল হারবারে যে বিশাল ক্ষতি সাধন করে, তা জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে আক্রমণ করলে এত বিশাল ক্ষতি সাধন সম্ভব ছিলনা। এ আক্রমণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। মার্কিনীদের জাতীয় সমর্থনের ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক দ্রুতই শীতলীকরণ পর্যায়ে চলে যায়। এই আক্রমণে জাপান যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ করে প্রাথমিক ভাবে জয়লাভ করলেও সামগ্রিক ফলাফলে জাপানের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। জাপান কে সহ্য করতে হয় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুটি পারমাণবিক বোমার আঘাত। পার্ল হারবার আক্রমণের কিছুক্ষণ পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক জরুরি সভা আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ডাকা জরুরি সভায় সিনেটের সকল সদস্যদের সম্মিলিত সম্মতিতে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষ যুক্তরাজ্য ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরই মধ্য দিয়ে রচিত হতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরেক রক্তাক্ত কলঙ্কজনক অধ্যায়।

সেভেন সিস্টার্স



ভারতের বিরোধপূর্ণ সাত অঞ্চল

- মেহেদী হাসান (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সাতটি অঞ্চলকে একত্রে সেভেন সিস্টারস বলা হয়। এই অঞ্চলগুলো হলো- আসাম, মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড। পাহাড়-পর্বত ঘেরা এই অঞ্চলটি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাছাড়া এটির বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য লাভ করার পিছনে অন্যতম কারণ হলো এ অঞ্চলের অধিবাসী। কেননা এখানে প্রায় অর্ধশতাধিক জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের বাস। সুতরাং জাতিগত বৈচিত্র্য, এ অঞ্চলগুলোর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জীবনযাত্রার ভিন্নতা তাদেরকে আলাদাভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

অবস্থান ও আয়তন এ অঞ্চলগুলোর একত্রে আয়তন প্রায় ২.৫ লক্ষ বর্গ কি.মি এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩.৮ কোটি। এদের উত্তরে ভূটান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চীন, পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে মায়ানমার এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ। শুধু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অল্প একটু জায়গা সিকিমের সাথে মিলিত হয়ে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের সাথে একত্রিত হয়েছে। তবে উল্লেখ করার মত বিষয় হলো এই অঞ্চল সমূহ কখনোই ভারতের অংশ ছিল না, বিভিন্ন সময় নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ভারতের সাথে একত্র হয়।

প্রাক-কথন : সেভেন সিস্টারস এর এ অঞ্চলসমূহ কখনোই ভারতের কোন অংশ বা ভারতের কোন অধীনস্থ অঞ্চল হিসেবে ছিল না। ভারতের সাথে যুক্ত হবার পূর্বে এদের সকলেই তাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসন ভোগ করত। এমনকি যখন আর্যরা সমগ্র ভারত দখল করে নিয়েছিল তখনও এ-অঞ্চলে গারো, খাসিয়া, নাগ, মিজোদের মত অনার্যরাই তাদের নিজেদের শাসন পরিচালনা করত। পূর্বকালে এ-অঞ্চলসমূহ প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলসমূহ হলো-মনিপুর, ত্রিপুরা ও আসাম। ব্রিটিশ পরবর্তী যুগে এসে আসাম ভেঙ্গে যথাক্রমে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ও অরুণাচল গঠিত হয়। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে আসাম স্বাধীন থাকলেও ব্রিটিশরা আগমনের পর একে তাদের শাসনের আওতায় নিয়ে আসে এবং একে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারত স্বাধীনতার পর ভারতের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে আসামকে মর্যাদা দিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৪৯ সালে মণিপুরের রাজা বুধচন্দ্রের সহায়তায় মণিপুরকে ভারতের অধীনে নিয়ে আসে। মুঘলদের শাসনের শেষের দিক থেকেই ত্রিপুরা নিজেদের শাসন ভোগ করে আসছিল। ব্রিটিশদের সময়ও ত্রিপুরা

মহারাজা এ-অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু এসময় ব্রিটিশদের সাথে তাদের সমঝোতা গড়ে উঠে। ভারত স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে বাংলার গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে ভারতের সাথে একীভূত। ১৯৬২ সালে একীভূত অঞ্চল হিসেবে ভারতের কেন্দ্র হতে শাসিত হতে থাকে, সর্বশেষ ১৯৭২ সালে তাদেরকে প্রদেশের মর্যাদা দান করা হয়।

বর্তমান অবস্থা : জাতিগত ভিন্নতা, ভারতীয়দের শোষণের শাসন, স্বায়ত্তশাসনের দাবী, স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কারণে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এদের উষ্ণ-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কোন কোন সময় এই বিরোধ সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নেয়। কেননা ইতিমধ্যে এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি সশস্ত্র স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী, যাদেরকে ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ভারতের দাবী এসব সংগঠনকে পাকিস্তান ও চীন মদদ দিচ্ছে যাতে ভারতের এ-অঞ্চলকে ভারত থেকে আলাদা করতে পারে। তবে এসব সংগঠনের দাবী তারা শুধু স্বাধীনতার দাবীতে তাদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। যেহেতু ভারতীয়রা তাদের কে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন হতে দিবে না তাই তারা দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।

তাছাড়া এসব অঞ্চলে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবার পেছনে এখানকার সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী এমন কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত ঘটনা ঘটে। এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার দাবী তোলে নাগারা। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে তারা নিজেদেরকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন নাগাল্যান্ড গঠনের দাবী করে। কিন্তু ভারত তাদের এই স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি ফলে পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতাকামী সংগঠন “নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল” কর্তৃক তাদের স্বাধীনতার পক্ষে গণভোটের আয়োজন করে এতে নাগাল্যান্ড জয়লাভ করে। কিন্তু এবারও ভারত তাদের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৯৬৩ সালে তাদের কে আসাম থেকে আলাদা করে ভারতে ১৬তম প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর থেকেই “নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল” বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সশস্ত্র পন্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতীয় বাহিনীর সাথে তাদের নানা সংঘর্ষ বাধে। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালে গঠিত হয় “ন্যাশনাল

সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড” তারা চীনের মাও সে তুং এর আদলে বৃহৎ নাগা রাষ্ট্র গঠনে সোচ্চার ছিল। তাছাড়া “নাগাল্যান্ড ফেডারেল আর্মি” নামে আরেকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী রয়েছে। তবে ভারত সরকার তাদের উপর ব্যাপক হামলা-মামলা ও গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের কে অনেকটা দুর্বল করে ফেলেলেও তাদের স্বাধীনতার দাবী আজও জীবিত। আসাম প্রদেশের স্বাধীনতার দাবীকে নাকচ করে দেওয়ার জন্য ভারত যে দমন নীতি গ্রহণ করে এরই ফল হিসেবে আসামে জন্ম নেয় বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এর মধ্যে প্রধান সংগঠন হলো “ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম” বা উলফা। ১৯৭৯ সালে আসামকে স্বাধীন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারা আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকেই তারা সংগ্রামী পন্থ অবলম্বন করে আসছে। তাদের এই পন্থ রুদ্ধ করে দেবার জন্য ভারতীয় প্রশাসন বরাবরই সোচ্চার ছিল। তাদের কার্যকলাপকে এ অঞ্চলে কঠোর হাতে দমন করার জন্য ১৯৯০ সালে উলফাকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তাদের কার্যক্রম থেমে যায়নি। তারা বিভিন্ন গোপন পন্থা ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এর বাইরে সেভেন সিস্টারস অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো হলো - অরুণাচল অরুণাচল ড্রাগন ফোর্স, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব অরুণাচল। মেঘালয়ে গারো ন্যাশনাল কাউন্সিল, এ এন বি সি, এইচ ইন এল সি। মণিপুরে - ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট, পিপলস লিবারেশন আর্মি, মনিপুর লিবারেশন আর্মি। মিজোরামে এইচ পি সি, বি এন এল এফ ও মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট। ত্রিপুরায় ত্রিপুরা পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা প্রভৃতি সংগঠন নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনতার দাবীতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। তবে তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো তারা নিজেরা সুসংগঠিত না। অপর দিকে ভারতের প্রশাসনের দমন নীতির কারণে তাদের অগ্রযাত্রা বহুদূর আগাতে পারে নি। ভারত সরকার এসব অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় বহু অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে। ফলে তারা এ অঞ্চলে অনেকটা অঘোষিত সামরিক শাসন পরিচালনা করছে। এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী চেতনা কে ধ্বংস করার জন্য প্রশাসন কর্তৃক নানা রকম সুবিধা প্রদান করে ভারতের অন্য সমতল অঞ্চল থেকে এখানে জনসংখ্যা স্থানান্তর করে নতুন বসতি স্থাপন করা হচ্ছে। এসব নতুন অধিবাসী ও সেনাবাহিনীর যৌথ নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে এসব অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা। ফলে অনেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী বাধ্য হয়ে সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি করছে। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বহু স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।



সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি একদলীয় সাম্যবাদী রাষ্ট্র, যার অস্তিত্ব ছিল ১৯২২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯১ সালে ভেঙে যাবার আগে পর্যন্ত সোভিয়েত একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি হিসেবে স্বায়মুদ্রে লিও ছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত সরকারের পতনে, ১৫টি নতুন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। রুশ সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে ১৯১৭ সালে জ্বাদিমির লেনিনের বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লব সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট বিপ্লব হিসেবে পরিচিত ছিল। যার ফলে তাত্ত্বিক দর্শনের ভিত্তিতে প্রথম বাস্তব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত একের সৃষ্টি হয় ১৯১৮ সালে। ১৯১৮ হতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে সোভিয়েত এক। ভৌগোলিক পরিসীমায় রুশ সাম্রাজ্যের পরবর্তী সোভিয়েত একা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

রুশ বিপ্লব: জুলিয়ান বর্ষপঞ্জী মতে, ২৫ অক্টোবর, ১৯১৭। আর গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী মতে ৭ নভেম্বর, ১৯১৭ সেন্ট পিটার্সবার্গে সংঘটিত হয় একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এ ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানকে 'অক্টোবর বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হয়। তবে, 'নভেম্বর বিপ্লব' কিংবা 'বলশেভিক বিপ্লব' নামেও এটি পরিচিত। এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণি। তারা হাত মিলিয়েছিলেন গরিব কৃষকদের সঙ্গে। ওই দিন সন্ধ্যায় তৎকালীন রুশ বুর্জোয়া সরকারের শেষ ঘাটি 'নীত প্রাসাদ'-এর ওপর বিজয়ী আক্রমণ চালায় বিপ্লবীরা। 'অক্টোবর বিপ্লব'-এর বিজয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে দেখা দেয় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ বিপ্লবকে সারা বিশ্বে 'কমিউনিস্ট বিপ্লব' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর ফলে উত্থান ঘটে রুশ সাম্রাজ্যের। 'কমিউনিস্ট বিপ্লব' বৃহত্তর 'রুশ বিপ্লব'-এর একটি অংশ। ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি সমন্য আঞ্চলগুলোকে একীভূত করে ১৯১৮-তে সৃষ্টি হয় সোভিয়েত একা। বিভিন্ন সময়ে এর ব্যাপ্তি পরিবর্তিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ও সদস্য দেশসমূহ: ১৯২২ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান জ্বাদিমির লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করেন। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। প্রথম রাশিয়া, বেলারুশ, ইউক্রেন ও কাকেশাসীয়া অঞ্চলের ইউনিট বর্তমান জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান মিলে এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাশাপাশি অন্যান্য দেশেরও সোভিয়েত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির জন্য নমনীয় নীতি রাখা হয়। যার ফলে ১৯৪০ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৫ এর কোটায় গিয়ে পৌঁছায়। সদস্য দেশসমূহ ছিল বর্তমান রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, এস্তনিয়া, জর্জিয়া, কাজাখিস্তান, কিরগিজিস্তান, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, মালদোভা, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের মূলনীতি সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সুনির্দিষ্ট কিছু

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণাপত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, বিশ্ব আজ দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি পুঁজিবাদী শোষণকারী গোষ্ঠী আর অন্যটি নতুন প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক মুক্ত বিশ্ব। এই মুক্ত বিশ্ব হলো ভাতৃত্ববোধ ও আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তির সমন্বয়ে তৈরি। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের যৌক্তিকতাকে তিনটি লেয়ারে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথমত, গৃহযুদ্ধের ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যা কিনা কাটিয়ে উঠতে সমাজতান্ত্রিক ধারার সহযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতিই একমাত্র উপযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, বহিঃশত্রুর হাত থেকে এই দেশ সমূহের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তৎকালীন সময় বাইরের ক্ষমতাশীল দেশ সুযোগ পেলেই অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাতো। তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদ একটি বাউভারি বহীন দেশ গঠনের স্বপ্নে বিভোর ছিল। বিশ্ব শ্রমিকের অধিকার সম্বলনে ছিল সদা ব্যাপ্ত। তাই এই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সমন্বয়ে এর প্রথম প্রয়াস ছিল বলেই ধরে নেয়া যায়। আর এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হয় মস্কো। মোট ২৬ টি আর্টিকেলের ভিত্তিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়।

স্ট্যালিনের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন: আধুনিক জর্জিয়ায় জন্মগ্রহণ করা স্ট্যালিন ক্ষমতায় আসেন ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তার শাসনামল ছিল রক্তপাতের এক কালো অধ্যায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। ভগ্ন অনুন্নত কৃষিভিত্তিক দেশকে তিনি একটি শিল্পে উন্নত ও সামরিক পরাশক্তিতে রূপান্তরিত করে দেন। তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হন। প্রথমদিকের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো ছিল কৃষিকে ব্যাপক আধুনিকায়ন করা। পরবর্তীতে তা থেকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে সামগ্রিক অর্থনীতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়। মালিকানাধীন সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করে। যদিও এই উন্নয়ন করতে গিয়ে স্ট্যালিন অনেকটা পেশিজির ব্যবহার করেন। এমনকি ত্রিশের দশকের শুরু দিকে তাঁর নীতির কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে এক খাদ্য সংকটে অনেকে মারা যান। যদিও এই সময়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বাইরে কিছুই জানতে দেয়নি। স্ট্যালিনের শাসনামলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ব্যাপক আকারে বিরোধী শক্তিকে নিধন করা। ১৯৩৬-৩৮ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে সমাজতান্ত্রিক বিরোধীতা করেছে এমন প্রায় ৬০,০০০ হাজার নিজ জনগণকে স্ট্যালিন হত্যা করেন। আরো অনেককে লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

বিশ্বযুদ্ধের কারণে সোভিয়েত অর্থনীতির বড় একটা অবদান কিন্তু এই লেবার ক্যাম্প থেকেও আসতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন: বৈশ্বায়ীন বিশ্ব গড়ার মহৎ যে প্রত্যয় নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা শুরু করেছিল তা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। ষাট ও সত্তরের দশকে ক্রুচেভ ও ব্রেজনেভের আমলে সরকারি মদদে সোভিয়েত ইউনিয়নেই অনেক বুর্জোয়া তৈরি হয়। কিন্তু অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ব্যাপক দৈন দশায় নিপতিত হয়। শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা হওয়ায় খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বরাবরই একটা সংকট লেগেই থাকতো। এমনকি মৌলিক অধিকারও সবসময় সোভিয়েত সরকার বাস্তবায়ন করতে পারতো না। এককথায় জ্বারের শাসনামলের মতো সোভিয়েত সমাজ দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল ছিল উচ্চ ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণি, অন্যদিকে ছিল অভাবগ্রস্ত ক্ষুধায় নিপীড়িত সাধারণ জনতা। তরুণ সমাজ কোনভাবেই আর এমন শাসন ব্যবস্থার সাথে ঘর করতে রাজি ছিল না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। চারদিকে জনরোষ ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। অন্যদিকে ভবুর সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে আমেরিকার আগ্রাসী নীতি অর্থনীতিকে আরেক ধাপ পিছনে ঠেলে দেয়। রোনাল্ড রিগান সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্ব থেকে আইসোলোটেড করে দেয়। পাশাপাশি তেলের দাম এমনভাবে কমিয়ে দেয় যা সোভিয়েত অর্থনীতিকে একদম গুঁড়িয়ে দেয়। কেননা সোভিয়েত অর্থনীতি মূলত তেল ও গ্যাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। ফলে পূর্ব ইউরোপের উপর থেকে সোভিয়েত কর্তৃত্ব আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অন্যদিকে আয়রন কার্টেইলের এরিয়ার মধ্যে ইউএস এর প্রভাব বাড়তে থাকে।

গর্বাচেভ ও সোভিয়েত এর মূল পতন: ১৯৮৫ সালে এক সংকটময় অবস্থায় ক্ষমতায় আসে গর্বাচেভ। তিনি দুইটি নীতির বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আবার সেই আগের জৌলুশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। প্রথমটি হলো গ্লাসনস্ত যা ছিল রাজনৈতিক উদারবাদ। সোভিয়েত ইউনিয়নে যেখানে রাজনৈতিক কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ছিল পূর্বের সময়ে সেখানে এবার খোলাখুলি মতামত ও সরকারকে গঠনমূলক দোষারোপ করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। মিডিয়াকে খুলে দেন। অন্যদিকে পেরেস্তাইকার মাধ্যমে অর্থনীতিকে মুক্ত করে দেন। ফলে অনেকটা পুঁজিবাদী ধারার অর্থনীতি গড়ে উঠে এই সময়ে। কিন্তু গর্বাচেভের এই সংস্কার আরো ভয়াবহতা ডেকে আনে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য। যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যাটেলাইট দেশগুলো কেন্দ্র থেকে আরো মুক্ত হয়ে পড়ে। বার্লিন দেয়ালের পতন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের আগাম সংকেত। ১৯৯১ সালের আগস্টে তিন দিনের দুনিয়া কাঁপানো এক বার্ষ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গর্বাচেভ এর ক্ষমতাকে ইয়ালতাসির চ্যালেঞ্জ করে বসে। গর্বাচেভ ক্ষমতায় ছিলেন ঠিক কিন্তু আগের সেই প্রতাপ আর ছিল না। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর গর্বাচেভ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। এর মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়নের।

সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার এবং উচ্চমান সহকারী-কাম-হিসাবরক্ষক নিয়োগ-২০১৮

সেট-৩১৭৯

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৭০

- নিচের মোঘল সম্রাটগণের মধ্যে কে আত্মজীবনী লিখেছিলেন?
ক) বাবর গ) শাহজাহান ঘ) হুমায়ুন ঙ) আকবর
- 'একই সময়ে'-এর সমার্থক কী?
ক) সমসাময়িক গ) যুগপৎ ঘ) যগৎপত ঙ) বর্তমান
- কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয়?
ক) গুগল গ) ইয়াহু ঘ) আপডেট ঙ) বিং
- We mean business. —বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ :
ক) আমরা আসলেই কাজ করি। ঘ) আমরা কাজ নিয়ে থাকি।
গ) আমরা ব্যবসা বুঝি। ঙ) আমরা ব্যবসা বুঝিয়ে থাকি।
- কোন বাগধারাটি ভিন্নার্থক?
ক) অহিনকুল গ) উত্তম-মধ্যম
ঘ) সাপে-নেউলে ঙ) আদায়-কাঁচকলায়
- বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। —এখানে 'বাঘে-মহিষে'
কোন ধরনের কর্তা?
ক) প্রযোজক গ) ব্যতিহার
ঘ) মুখ্য ঙ) প্রযোজ্য
- 'অহু' শব্দের বিপরীত শব্দ—
ক) অপর গ) রাত্রি
ঘ) সূর্য ঙ) গতি
- মানবদেহের মৌলিক ইউনিটের নাম কী?
ক) মাইটোকন্ড্রিয়া গ) নিউক্লিয়াস
ঘ) কোষ ঙ) নিউক্লিয়াস
- কোনটি বাংলা উপসর্গ?
ক) প্রতি গ) অঘা
ঘ) অতি ঙ) অপি
- 'দ্বৈপায়ন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক) দ্বীপ + অয়ন গ) দ্বীপ + অনট
ঘ) দ্বীপ + আয়ন ঙ) দ্বীপ + আয়ন
- ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের রাজা ছিলেন—
ক) ঘাদশ লুই গ) ষোড়শ লুই
ঘ) নেপোলিয়ন ঙ) ফিলিপ
- একটি শ্রেণিতে ছাত্র এবং ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৯ : ৫। মোট
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৫০ হলে ছাত্রের সংখ্যা কত?
ক) ৮৯০ গ) ৭৮৫
ঘ) ৬৭৫ ঙ) ৭৩০

সমাধান : অনুপাতগুলোর যোগফল ৯ + ৫ = ১৪
১০৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা

$$= \left(1050 \times \frac{9}{14} \right) \text{ জন} = 675 \text{ জন}$$

- ৬০ মিটার দীর্ঘ রশিকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে
দীর্ঘতম অংশটির দৈর্ঘ্য কত মিটার?
ক) ৩০ গ) ২০
ঘ) ৮০ ঙ) ১০

সমাধান : অনুপাতগুলোর যোগফল = ৩ + ৭ + ১০ = ২০

$$\text{দীর্ঘতম রশিটির দৈর্ঘ্য} = 60 \times \frac{10}{20} \text{ মি.} = 30 \text{ মি.}$$

- "I was obliged to do it." —The active form of this sentence is—
ক) Some one obliged me to do it
ঘ) both a and b
গ) They obliged me to do it
ঙ) Circumstances obliged me to do it
- কোনটি অগিনিহিতির উদাহরণ?
ক) গেলাস গ) ধপাধপ
ঘ) ইঞ্চুল ঙ) আইজ
- কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ১ যোগ করলে যোগফল ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?
ক) ৩৫৯ গ) ৭২১
ঘ) ১৭৯ ঙ) ৩৬১

সমাধান : = ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫

$$2 \times 1, 2, 3, 4, 5$$

$$1, 1, 3, 2, 5$$

$$3, 6, 9, 12 \text{ এবং } 15 \text{ -এর ল. সা. গু}$$

$$= 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 180$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সংখ্যা} = 180 - 1 = 179$$

- He is — FRCS.
ক) No article গ) an
ঘ) a ঙ) the
- $a + b = 7$ এবং $a^2 + b^2 = 25$ হলে নিচের কোনটি
ab এর মান হবে?
ক) কোনোটিই নয় গ) 12
ঘ) 10 ঙ) 6

$$\text{সমাধান : } (a + b)^2 = (a^2 + b^2) + 2ab \\ \text{বা, } 2ab = (a + b)^2 - (a^2 + b^2) \\ = (7)^2 - 25 \\ = 49 - 25 = 24$$

$$\therefore ab = \frac{24}{2} = 12$$

- আন্তর্জাতিক আগবিক শক্তি সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত—
ক) বন-এ গ) জেনেভায়
ঘ) রোম-এ ঙ) ভিয়েনায়
- Each question below consists of a related pair of words. Select the pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair. EXCITE : CALM
ক) agitate trouble গ) upset perturb
ঘ) stimulate cool down ঙ) Restrain compose
- What is the indirect speech of the sentence He said, "Good morning, Mr. Kamal."
ক) He wished Mr. Kamal good morning.
ঘ) He said Mr. Kamal good morning.
গ) He told Mr. Kamal good morning.
ঙ) He had wished Mr. Kamal good morning.

উত্তরমালা

১. ক)	২. ঘ)	৩. গ)	৪. ঘ)	৫. ঘ)	৬. ঘ)	৭. ঘ)	৮. গ)	৯. ঘ)	১০. ঘ)	১১. ঘ)	১২. গ)	১৩. ক)	১৪. ঘ)
১৫. ঘ)	১৬. গ)	১৭. ঘ)	১৮. ঘ)	১৯. ঘ)	২০. গ)	২১. ক)							

২২. আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের কোন জেলা সর্ববৃহৎ?
 ক) বান্দরবান খ) রাঙামাটি
 গ) ময়মনসিংহ ঘ) কুমিল্লা
২৩. “যা কষ্টে নিবারণ করা যায়” –বাক্য সংকোচন করুন।
 ক) দুর্নিবার খ) অনিবার্ণ
 গ) কোনোটিই নয় ঘ) অনিবার্য
২৪. একটি ক্লাসের ৪০% ছাত্র বাংলায়, ২৫% ছাত্র অংকে এবং ১০% ছাত্র উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। ঐ ক্লাসের শতকরা কতজন উভয় বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছে?
 ক) ২৫% খ) ৩৫%
 গ) ৪৫% ঘ) কোনোটিই নয়
- সমাধান : শুধু বাংলাতে অকৃতকার্য হয়েছে = $(৪০ - ১০)\% = ৩০\%$
 শুধু অংকে “ ” = $(২৫ - ১০)\% = ১৫\%$
 উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে = $(৩০ + ১৫ + ১০)\% = ৫৫\%$
 উভয় বিষয়ে কৃতকার্য হয়েছে = $(১০০ - ৫৫)\% = ৪৫\%$
২৫. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান—
 ক) ইউএনএইচসিআর খ) ইউনিসেফ
 গ) ইউএনডিপি ঘ) ইউনেস্কো
২৬. ‘খেচর’ কোন সমাস?
 ক) উপপদ তৎপুরুষ খ) বহুব্রীহি
 গ) দ্বন্দ্ব ঘ) কর্মধারয়
২৭. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
 ক) মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় খ) নয়াদিল্লীতে
 গ) আগরতলায় ঘ) চনং থিয়েটার রোড, কলকাতায়
২৮. Find out the meaning of the word ‘Forthcoming’.
 ক) Disposing খ) Disapproving
 গ) Approaching ঘ) Incoming
২৯. Which of the following word is singular?
 ক) Physics খ) Bushes
 গ) Roofs ঘ) Boxes
৩০. ১৫% বৃদ্ধি পেয়ে বেতন ৫৭৫০ টাকা হলে পূর্বের বেতন কত ছিল?
 ক) ৪৭৫০ টাকা খ) ৫৫০০ টাকা
 গ) ৫২৫০ টাকা ঘ) ৫০০০ টাকা
- সমাধান ১৫% বৃদ্ধিতে
 বর্তমান বেতন ১১৫ টাকা হলে পূর্বের বেতন ১০০ টাকা
- $$\frac{১০০}{১১৫} = \frac{১০০ \times ৫৭৫০}{১১৫}$$
- $$= ৫০০০ \text{ টাকা।}$$
৩১. বিশ্বের সর্ববৃহৎ হ্রদ কোনটি?
 ক) লেক সুপিরিয়র খ) মিচিগান-হিউরন
 গ) কাস্পিয়ান সাগর ঘ) কৃষ্ণসাগর
৩২. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ঝাত?
 ক) রেডিমেন্ট গার্মেন্টস খ) চামড়া
 গ) প্রবাসী কর্মী ঘ) পাট
৩৩. ১০ জন ছাত্রের গড় বয়স ১৫ বছর। নতুন একজন ছাত্র আসায় গড় বয়স ১৬ বছর হলে নতুন ছাত্রের বয়স কত বছর?
 ক) কোনোটিই নয় খ) ২০
 গ) ২৪ ঘ) ২৬

- সামাধান : ১০ জন ছাত্রের গড় বয়স (15×10) বছর = ১৫০ বছর
১ জন নতুন ছাত্র আসার গড় বয়স (11×16) বছর
= ১৭৬ বছর
∴ নতুন ছাত্রের বয়স = $(176 - 150)$ বছর = ২৬ বছর
৩৪. নিচের কোন বাক্যটি সঠিক?
ক) আমার কথাই প্রমাণ হলো
খ) আমার কথাই প্রমাণ হলো
গ) আমার কথাই প্রমাণিত হলো
ঘ) আমার কথাই প্রমাণিত হলো
৩৫. "অধিত্যকা" শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক) উপত্যকা খ) অন্ধকার
গ) তিরোভাব ঘ) হালকা
৩৬. কুশীলব কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) দ্বিগু খ) দ্বন্দ্ব গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয়
৩৭. $a + b = 4$ হলে $(a + b)^3 =$ কত?
ক) 9 খ) 64 গ) 72 ঘ) 3
- সমাধান : $a + b = 4$
 $\Rightarrow (a + b)^3 = (4)^3$
 $\therefore (a + b)^3 = 64$
৩৮. "সর্বভূক" শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
ক) মাংসাশী খ) রাক্ষস
গ) ক্ষুধার্ত ঘ) আশ্বিন
৩৯. সূর্যগ্রহণ ঘটে যখন, তখন—
ক) চাঁদ ও পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করে
খ) চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করে
গ) পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝে থাকে
ঘ) চাঁদ ও সূর্য এক সরলরেখায় অবস্থান করে
৪০. দুটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয়, তাদের একটির বিপরীত কোণকে অপরটির কী বলা হয়?
ক) সন্নিহিত কোণ খ) পূরক কোণ
গ) সম্পূরক কোণ ঘ) বিপ্রতীপ কোণ
৪১. একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৯০০ বর্গ মিটার। এর পরিসীমা কত?
ক) ৬০ মিটার খ) ১২০ মিটার
গ) ৯০ মিটার ঘ) ৩০ মিটার
- সমাধান : বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৯০০ বর্গ মি. হলে এর প্রত্যেক বাহু
 $= \sqrt{900}$ মি. = ৩০ মি. হবে।
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) মি.
 $= 2 (30 + 30)$ মি. = ১২০ মি.
৪২. Change the narration : He said to me, "Let us go home together."
ক) He proposed to me that we should go home together.
খ) He asked me to go home together.
গ) He urged me to go home with him.
ঘ) He proposed to me to go home together.
৪৩. ১০ জনে একটি কাজের অর্ধেক করতে পারে ৭ দিনে। ঐ কাজটি করতে ৫ জনের কতদিন লাগবে?
ক) ১৪ দিন খ) ২৮ দিন গ) ২০ দিন ঘ) ৩২ দিন
- সমাধান :
১০ জনের সম্পূর্ণ কাজটি করতে সময় লাগে = (7×2) দিন
১ " " " " " = 18×10
 $= \frac{18 \times 10}{5} = 36$ দিন।

উত্তরমালা

২২. খ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. ঘ	৩১. গ	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. ক
৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. ঘ	৪১. খ	৪২. ক	৪৩. খ						

৪৪. দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন কোন শাসক?
 ক) আলাউদ্দিন খিলজী খ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
 গ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
৪৫. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান কোণদ্বয়ের একটি 50° হলে তৃতীয় কোণটির পরিমাণ কত?
 ক) 90° খ) 80° গ) 90° ঘ) 100°
৪৬. $2x^2 - x - 3$ এর উৎপাদক কোনটি?
 ক) $(2x + 3)(x + 1)$ খ) $(2x + 3)(x - 1)$
 গ) $(2x - 3)(x + 1)$ ঘ) $(2x - 3)(x - 1)$
- সমাধান : $2x^2 - x - 3$
 $= 2x^2 - 3x + 2x - 3$
 $= x(2x - 3) + 1(2x - 3)$
 $= (2x - 3)(x + 1)$
৪৭. — man is mortal is a universal truth.
 ক) Which খ) That গ) What ঘ) This
৪৮. একটি দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য ৯২ টাকা। এতে বিক্রেতার লাভ হয় ১৫%। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
 ক) ৮০ টাকা খ) ৭০ টাকা
 গ) ৯০ টাকা ঘ) ৮৫ টাকা
- সমাধান : ১৫% লাভে বিক্রয়মূল্য
 বিক্রয়মূল্য ১১৫ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা
- $$\frac{100}{115} \times 92 = 80 \text{ টাকা}$$
৪৯. ‘ব্যাঘাত’ এর বিশেষণ—
 ক) ব্যাহত খ) বিধেয় গ) প্রতিঘাত ঘ) বিয়
৫০. Government has been entrusted — elected politicians.
 ক) from খ) with গ) for ঘ) to
৫১. বাংলাদেশ রেলওয়ের সর্ববৃহৎ কারখানা কোথায়?
 ক) সৈয়দপুরে খ) আখাউড়ায়
 গ) চট্টগ্রামে ঘ) পাকশিতে
৫২. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে “রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন” বলা আছে?
 ক) ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে খ) ১০নং অনুচ্ছেদে
 গ) ২১(২)নং অনুচ্ছেদে ঘ) ২৭নং অনুচ্ছেদে
৫৩. ১১ জন লোকের গড় ওজন ৭০ কেজি। ৯০ কেজি ওজনের একজন লোক চলে গেলে বাকিদের গড় ওজন কত হয়?
 ক) ৬২ কেজি খ) ৬৮ কেজি
 গ) ৭২ কেজি ঘ) ৮০ কেজি
- সমাধান : ১১ জন লোকের গড় ওজন $(11 \times 70) = 770$ কেজি
 ৯০ কেজি ওজনের একজন চলে যাওয়ার = $(770 - 90) = 680$ কেজি
- $$\frac{680}{10} = 68 \text{ কেজি}$$
৫৪. ‘Incredibly’ means—
 ক) unbelievably খ) undoubtedly
 গ) truly ঘ) slowly
৫৫. কোন যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়?
 ক) ডায়নামো খ) বৈদ্যুতিক মোটর
 গ) হুইল ঘ) ট্রান্সফরমার

৫৬. কৃত্রিম উপগ্রহে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে এর ওজনের তুলনায়—
 ক) সমান খ) দ্বিগুণ গ) তিনগুণ ঘ) শূন্য
৫৭. Which one of the following has the correct spelling?
 ক) Encyclopadia খ) Encyclopaedia
 গ) Encyclopideia ঘ) Encyclopeydia
৫৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
 ক) উন্মিলণ খ) উন্নীলণ
 গ) উন্নীলন ঘ) উন্মিলন
৫৯. ১০০ টাকার $\frac{1}{2}$ % সমান কত?
 ক) ০.০৫ টাকা খ) ০.০৫ টাকা
 গ) ৫ টাকা ঘ) ৫০ টাকা
৬০. Don't be so impatient.
 ক) I coming খ) I come
 গ) I have been coming ঘ) I'm coming
৬১. Your conduct admits — no excuse.
 ক) by খ) of গ) to ঘ) into
৬২. The word ‘respond’ is—
 ক) verb খ) a noun
 গ) an adverb ঘ) an adjective
৬৩. Choose the correct sentence
 ক) Every of the three boys got a prize.
 খ) All of the three boys got a prize.
 গ) A few of the three boys got a prize.
 ঘ) Each of the three boys got a prize.
৬৪. “যিনি স্মৃতিশালী জানেন” এক কথায় কী হবে?
 ক) শাস্ত্রজ্ঞ খ) স্মার্ত
 গ) শ্রম্যক ঘ) নির্ভয়
৬৫. What kind of noun is ‘Discipline’?
 ক) Collective noun খ) Proper noun
 গ) Common noun ঘ) Abstract noun
৬৬. বাংলা বর্ণমালায় অর্থমাত্রার বর্ণ কয়টি?
 ক) ৯টি খ) ১০টি গ) ৮টি ঘ) ৭টি
৬৭. ‘হাতেম তায়ী’ গ্রন্থটি কার রচনা?
 ক) সমর সেন খ) ফররুখ আহমদ
 গ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ঘ) মাহবুব আলম
৬৮. Which is the passive form of the sentence ‘Panic seized the writer’.
 ক) The writer was seized with panic.
 খ) The writer was seized off panic.
 গ) The writer was seized by panic.
 ঘ) The writer seized for panic.
৬৯. ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে রাজধানী স্থাপিত হয়?
 ক) ১৬১০ খ্রি: খ) ১২০৬ খ্রি:
 গ) ১৩১০ খ্রি: ঘ) ১৫২৬ খ্রি:
৭০. শতকরা বার্ষিক কত হার সুদে ১২০০ টাকার ৩ বছরের সুদ ২১৬ টাকা হবে?
 ক) ৫% খ) ৬% গ) ৩% ঘ) ৪%
- সমাধান : ১২০০ টাকার ৩ বছরের সুদ ২১৬ টাকা
- $$\frac{216}{1200 \times 3} = 6\%$$

উত্তরমালা

৪৪. গ)	৪৫. খ)	৪৬. গ)	৪৭. খ)	৪৮. ক)	৪৯. ক)	৫০. ঘ)	৫১. ক)	৫২. ক)	৫৩. খ)	৫৪. ক)	৫৫. ক)	৫৬. ঘ)	৫৭. খ)
৫৮. গ)	৫৯. ক)	৬০. ঘ)	৬১. খ)	৬২. ক)	৬৩. ঘ)	৬৪. খ)	৬৫. ঘ)	৬৬. গ)	৬৭. খ)	৬৮. ক)	৬৯. ক)	৭০. খ)	

All Kinds of Books Free Download:

MyMahbub.Com